# আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

## ১ ভূমিকা

বর্তমান আলোচনায় আধুনিক বাংলা কাহিনীকাব্যে হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলিম জীবন ও চিত্রের একটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, প্রসন্ন কুমার নাগ, যোগীন্দ্রনাথ বসু ও সঞ্জীব চৌধুরী-রচিত কাহিনীকাব্যসমূহ এই আলোচনার বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। এবং মধুসূদন দত্ত, কায়কোবাদ ও অন্যান্যদের রচনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করা হয়েছে।

মুসলিম চরিত্র ও চিত্রের ঐতিহাসিকত্ব বিচার ক'রে এবং কবির মনোভঙ্গি ও যুগপ্রভাব বিশ্লেষণ ক'রে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোন থেকে উক্ত কবিদের কাব্যের পুনর্বিচার এই রচনার উদ্দেশ্য। এই সুদীর্ঘ আলোচনায় আলোচিত কবিদের রচনার প্রেরণা ও বৈশিষ্ট্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা হয়েছে। ইতিহাস-নির্ভর কাব্যগুলোতে কবির ইতিহাস নিষ্ঠা, সত্যচ্যুতি অথবা কাল্পনিক কথকতার যথাসম্ভব প্রাথমিক উৎস নির্দেশ করে কবির মনোভঙ্গি, যুগানুগত্য ও প্রতিভার শক্তিমত্তা প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, সামাজিক সম্পর্কের এই নব-মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্লিখিত হবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

॥ ২ ॥

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, গীতিকবিতা; দুই, কাহিনীকাব্য। চর্যাপদ, পদাবলী ইত্যাদি গীতিকবিতা আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্যসমূহ, অনূদিত দেবকাহিনী (রামায়ন-মহাভারত-ভাগবত) ও প্রণয়োপাখ্যান, পুথিসাহিত্য ইত্যাদি সবই কাহিনীকাব্য। লক্ষ্যযোগ্য যে, সেকালের সাহিত্যে এই দুটি ধারা পাশাপাশি বিস্তারলাভ

করেছে; এবং সামগ্রিকভাবে সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক ও দৈবশাসিত হলেও গীতিকবিতায় মানুষের মর্মধ্বনি ও কাহিনীকাব্যে তার সমকালীন জীবনবার্তা ছন্দ ও সুরের বন্ধনে ধরা পড়েছে। বলা বাহুল্য, তখন গীতিকবিতা মানুষের আনন্দ-রস-বোধ ও কাহিনীকাব্য গল্পরসপিপাসা পরিতৃপ্তির মাধ্যম ছিল। আধুনিক কালে গল্পরসের বাহন হল গদ্য। সভ্যতা গ্রাম থেকে নগরকেন্দ্রিক হবার সঙ্গে সঙ্গেই নব নির্মিত রাজসভা ও নবশিক্ষিত জনসভায় কাব্যে কাহিনী শোনার আগ্রহ স্তিমিত হতে লাগল। ফলে গ্রামকেন্দ্রে মধ্যযুগীয় অনুকৃতি দীর্ঘদিন চলতে থাকলেও পরিবর্তিত মানদণ্ডে সেগুলো অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হল এবং অন্যদিকে বাংলা কাহিনীকাব্যের ধারা হল ক্রমবিলীয়মান। আর অবশ্যম্ভাবী যুগগত কারণে আধুনিক বাংলা কাহিনীকাব্যগুলো বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে স্বতন্ত্র লক্ষণযুক্ত হতে লাগল।

ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০) মধ্যযুগের শেষ কাহিনীকাব্যকার। দেবাশ্রিত মানবভাগ্যের আদলে সমকালীন সারহীন নীতিহীন জীবনের বিকৃত ভোগপিপাসাকে তিনি চিত্রিত করেছেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু থেকে ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যু (১৮৫৯) পর্যন্ত এই প্রায় একশ' বছর ধ্বংসোন্মুখ মধ্যযুগীয় ফিউডাল সমাজ ব্যবস্থার কলুষিত ও অব্যবস্থিত আবহাওয়ার অনিবার্য ফল হিসাবে সমস্ত দেশ 'কবিওয়ালাদের' টপ্পা আর খেউড়ের প্লাবণে নিমজ্জিত হল। অতঃপর উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বিদ্বৎসমাজের জাগরণ আরম্ভ হল এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) সংবাদ প্রভাকরে এই জাগরণের সেনাপতিরা প্রাথমিক লেখনি-চর্চায় রত হলেন। অল্পশিক্ষিত এবং ইংরাজী শিক্ষায় অপটু ঈশ্বরগুপ্ত নিজে দিকনির্দ্দেশে অক্ষম। তাই তাঁর চতুর্পার্শ্বের জীবনকে তিনি কৌতুকে আর ব্যঙ্গমিশ্রিত অবজ্ঞায় দেখেই তুষ্ট থাকলেন।

গুপ্ত-কবিশিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-ই (১৮২৭-১৮৮৭) হলেন আধুনিক বাংলা কাহিনীকাব্যের প্রথম কবি। যদিও ভাবধর্মে ও কবিকর্মে আধুনিক যুগলক্ষণকে অনুধাবন করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না তবুও বাংলা কাহিনীকাব্যের মধ্যযুগীয় স্বভাবের প্রথম প্রধান পরিবর্তন হল তাঁরই হাতে। দৈবশাসিত পৌরাণিক অথবা কাল্পনিক প্রণয় কাহিনীর বদলে তিনি টডের রাজস্থান কাহিনী থেকে 'ইতিহাসের' গল্প আহরণ করে স্বাধীনতার কামনা ও স্বদেশপ্রেমের প্রলেপ দিয়ে তা বর্ণনা করলেন। ইতিহাস-দৃষ্টির অস্পষ্টতা ও কবিশক্তির দুর্বলতার কারণে এই প্রচেষ্টা

কাব্যহিসাবে ন্যূন-মূল্যের হলেও রাজস্থান-কাহিনীতে হিন্দু জাগরণের প্রেরণা সন্ধান এবং কাহিনীকাব্যে স্বাধীনতা ও স্বদেশ প্রেমের অনুপ্রবেশ—এই দুই কারণেই তা মূল্যবান বলে আদৃত হল। কিন্তু মূলকাহিনীর ভুল শিক্ষা এবং স্বীয় জ্ঞান ও বিচারশক্তির সীমাবদ্ধতার জন্য রঙ্গলাল রাজপুত বীরের গৌরব বৃদ্ধির আশায় প্রতিপক্ষ ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক মুসলিম চরিত্রকে চরম হীনবর্ণে চিত্রিত করলেন। নবজাগ্রত হিন্দুমধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠার অত্যুৎসাহ এই আচ্ছন্ন মানসিকতা ও বিভ্রান্ত দৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ।

॥ ২ ॥

অথচ এই সমগ্র যুগ, এই আধুনিকতা, যাঁর জীবনে ও সৃষ্টিতে চরম পূর্ণতা লাভ করেছিল তাঁকে এই মোহাবরণ স্পর্শমাত্র করতে পারেনি। বস্তুত সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) অনন্যসাধারণ। কি জীবনশক্তির প্রাচুর্যে, কি প্রতিভার বিদ্যুৎদীপ্তিতে, কি সৃষ্টির অসামান্যতায় তিনি অতুলনীয়। সমকালীন জীবন যেমন তাঁরই মধ্যে সামগ্রিক তীব্রতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তেমনি আধুনিক সাহিত্য তাঁরই হাতে সকল গুণমণ্ডিত সজীব মূর্তি লাভ করেছে। সৃষ্টির মধ্যে কোথাও ক্ষুদ্রবুদ্ধি নেই; নাটকে, প্রহসনে, কাব্যে—সর্বত্রই বিশুদ্ধ শিল্পরীতি, বিরাট ব্যাপ্ত জীবন চেতনা এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের মহিমা অপূর্ব শক্তিমত্তার সমাহারে প্রকাশিত হয়েছে। বিকাশমান মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হিসাবে একাধারে ধনৈশ্বর্য ও জ্ঞানৈশ্বর্য এই দুই বিপরীত কোটির বস্তুর জন্য তাঁর চিত্ত পিপাসিত ছিল; তাই 'দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন' যেমন সত্য, 'মাইকেল এম. এস. ডাট., বার-এট-ল-ও তেমনি সত্য'[১]। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনই একমাত্র প্রতিভা যিনি কাহিনীকাব্যকার নন, মহাকবি। বস্তুত মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনেই মহাকাব্যিক মহিমা ছিল এবং তা সমকালীন জীবনেরই ঘনীভূত রূপ বলে, সে জীবনেরই ভাষ্য মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মহাকাব্য। জীবনের সঙ্গে জীবন এবং তার সঙ্গে সাহিত্যের এই অপূর্ব যোগাযোগ বিরলদর্শন নিঃসন্দেহে।

---

১। ভট্টাচার্য, জগদীশ, সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃ ৬৭।

'অখণ্ড সৌন্দর্য'চেতন, 'মানব রস'-সিক্ত, সকল 'পূর্বসংস্কার মুক্ত'-মধুসূদন জীবনকে যেমন গ্রীকসুলভ 'ঋজু দৃষ্টিতে' দেখেছেন[১] তেমনি গ্রীক কবির রচনার মতই তাঁর সৃষ্টিতে আত্মোপলব্ধিশুদ্ধ সমকালীন জীবন রাবণ চরিত্ররূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের রাম মঙ্গলকাব্যের দেবাশ্রিত নায়কদের শেষ বংশধর ; বাঙালী জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের চরম মৃত্যুর প্রতীক। অন্যদিকে রাবণের অমিত তেজ, বিপুল ঐশ্বর্য, স্বদেশ প্রেম এবং সর্বোপরি আত্মশক্তিতে সুদৃঢ় আস্থা হিন্দুমধ্যবিত্তের জাগরণ মুহূর্তের আশাদীপ্ত মানস প্রতিরূপ। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে হিন্দু মধ্যবিত্তের এই দীপ্ত আশা যেমন সেকালে অজ্ঞাত কারণে পূর্ণ সফলতায় মনোহর হয় নি তেমনি রাবণভাগ্যও পৌরুষ ও আত্মদম্ভের অসামান্যতা সত্ত্বেও বিশ্লেষণ-অসম্ভব 'বিধির বিধি' বশে নিয়তি-নিহত শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে।[২] জীবনের এই নবমূল্যায়ণ, এই অভ্রান্ত আত্মোপলব্ধিই মধুসূদনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব। ভাষা ও ছন্দের নবনির্মিত এই উপলব্ধিরই অনিবার্য অঙ্গফল।

মধুসূদন তাই গতানুগতিক, এমনকি রঙ্গলালের অনুরূপ, কাহিনীকাব্য রচনা করেন নি। তিলোত্তমা সম্ভব-এ ঘটনা গৌণ না হলেও মেঘনাদবধ-এ কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বীরবাহুর মৃত্যুতে মেঘনাদের সেনাপত্যে অভিষেক, দৈবচক্রান্তে লক্ষণের হাতে তাঁর মৃত্যুবরণ এবং প্রমীলার সহমরণ —রামায়ণ কাহিনীর অতিক্ষুদ্র একটি অংশ। কিন্তু দৃঢ়বদ্ধ সর্গবন্ধে, অভূতপূর্ব অমিত্রাক্ষর ছন্দে, আশ্চর্য ওজঃস্বিনী ভাষায়, চরিত্রসৃষ্টির অপূর্ব নাটকীয় কৌশলে, এবং মূল্যবোধের অভিনব বিবর্তনে, এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মধুসূদন বাংলা কাহিনীকাব্যের শত শতাব্দীর প্রবাহে মহাকাব্যিক সমুদ্রবিশালতা দান করলেন। তাই ছন্দ-বন্ধে দেবমহিমা বা পুরাণ-ইতিহাস কাহিনী কিছুই তিনি বর্ণনা করেন নি। এবং সংস্কারমুক্ত মধুসূদন— যিনি জ্ঞানযোগকে প্রধান জেনে ধর্মান্তর গ্রহণে ইতস্তত করেন না, তিনি —কেবলমাত্র

---

১। বিশী, প্রমথ নাথ, (সম্পাদিত), মাইকেল রচনা সম্ভার, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১৩৬৬, ভূমিকা, পৃ ।৶০-১৷৷০ দ্রষ্টব্য।

২। মজুমদার, মোহিতলাল, কবি শ্রীমধুসূদন, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, হাওড়া, ত্ব-স, ১৩৬৫, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হিন্দুগৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য যে আদৌ ব্যগ্র ছিলেন না, তা বলাই বাহুল্য। মধ্যবিত্তের অন্তরশায়ী প্রবল প্রাণশক্তির জাগরণই তাঁর লক্ষ্য ছিল বলে প্রতিপক্ষকে মুসলমানরূপে ও হীনবর্ণে চিত্রিত করার কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। বরং মহররমের ঘটনার মহাকাব্যিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন।

> "If a great Poet were to rise among the Mussalmans of India, he could write a magnificient Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject."[১]

কিন্তু যুগের মাহেন্দ্রক্ষণ আর প্রতিভার চরমোৎকর্ষের এই দুর্লভ সংযোগ দীর্ঘস্থায়ী হবার নয়। তাই, প্রবল সদিচ্ছা সত্ত্বেও, মধুসূদনের পক্ষে উৎকৃষ্টতর মহাকাব্য রচনা দূরের কথা দ্বিতীয় একটি রাবণ চরিত্র নির্মাণও কখনো সম্ভব হয়ে ওঠে নি। যুগমানসে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে; হিন্দু মধ্যবিত্ত ভগ্নহৃদয়; মধুসূদন নিজেও আশাহত। এবং মোহভঙ্গের বেদনা থেকে উৎসারিত মধ্যবিত্তের দ্বিতীয় চরিত্র লক্ষণ—ভীরুতা, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, স্বার্থচিন্তা—তখন হিন্দু মানসকে আচ্ছন্ন করেছে। কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্যযোগ্য যে, মেঘনাদবধ কাব্যের বিভীষণই হচ্ছে এই দ্বিতীয় স্তরের প্রতিনিধি—আত্মসুখ, আত্মস্বার্থের ক্ষুদ্রচিন্তায় তাড়িত হয়ে যে দেশদ্রোহিতায় লিপ্ত হতেও কুণ্ঠিত হয় না।

॥ ৩ ॥

মধুসূদনের পর বাংলা কাব্যে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরীর আবির্ভাব ঘটেনি। এর চারটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

এক, মধুসূদনের সমকালে তাঁর প্রতিভা ও অবদান অনুধাবন করার যোগ্যতা অতি অল্প লোকেরই ছিল; যাঁদের ছিল—যেমন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম তাঁরা প্রধানত গদ্যচর্চা করেছিলেন। ফলে, তুলনায় দুর্বল কবিরা মধুসূদনের কাব্যের বহিরঙ্গ লক্ষণের নিষ্ফল অনুকৃতিতে মগ্ন থাকলেন; অন্তরের ঐশ্বর্য রইল অবহেলিত।

---

১। রাজ নারায়ণকে লিখিত মধুসূদনের পত্র।—বসু যোগীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ ৪৮৯।

দুই, নবজাগ্রত হিন্দুমধ্যবিত্তের অধিকাংশ উদারচৈতন্য যেন মধুসূদনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছিল, ফলে, মধুসূদনের পর মহাকাব্যের বদলে কাহিনীকাব্যের পুনরাবির্ভাব ঘটল এবং বিলীয়মান এই ধারায় 'বিভীষণে'র অপ্রতিহত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

তিন, সর্বোপরি মহাকাব্যের উপযুক্ত উত্তুঙ্গ মহিমাময় সামগ্রিক অখণ্ড জীবন চেতনা আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার বিচিত্র সংঘাতে ক্রমে ক্রমে খণ্ড খণ্ড অনুভবের নানা বর্ণের টুকরো টুকরো আলোছায়া হ'য়ে ছড়িয়ে গেল এবং বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের সচেতন পরিচর্যায় গীতিকবিতা ও খণ্ড কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হল; পরিণামে ভদ্রাসন-চ্যুত কাহিনীকাব্য বাংলা সাহিত্যের নেপথ্যে হারিয়ে গেল।

চার, মুসলিম মধ্যবিত্ত জাগরণের মহাকাব্য কবিপ্রতিভার দৈন্যে অলিখিত থাকল।[১]

কিন্তু উত্তরাধিকারী যোগ্য না হলেও মধুসূদনের কালেই তাঁর অপেক্ষা হেম-নবীনের, এমনকি রঙ্গলালের, কবিখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা স্মরণযোগ্য। মধুসূদন-প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের পর, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জনৈক সমালোচকের উক্তি:

> "...He (*Rangalal*) is parhaps the first Bengali poet of the day... Mr. Dutt is wild, irregular, eccentric; Babu. Rangalal is neat elegant and idiomatic"[২]

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মতে এ সমালোচনা ডব্লিউ, এস, সীটনকারের লেখা।[৩] বস্তুত যুগমানসের পরিচয় এতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বরঞ্চ রঙ্গলাল প্রসঙ্গে মধুসূদনের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

---

১। পরে দ্রষ্টব্য: কায়কোবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা।

২। *Calcutta Review* 1868, ঘোষ, মনোমোহন, রঙ্গলাল, কলিকাতা ১৩৩৬, পৃ ১৪৬ উদ্ধৃত।

৩। ঘোষ, মনোমোহন, ঐ, পৃ ৩৭৮।

> "My opinion of him (*Rangalal*) is—that he has poetical feelings —some fancy, perhaps imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tillottoma seems to have created some impression on him as you will find in his next poem" (রঙ্গমতী )[১]

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও রঙ্গলাল-হেম-নবীনের সমকালীন সমাদরের আতিশয্যে বিস্ময়প্রকাশ করেছেন।[২]

॥ ৪ ॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই ( ১৮৩৮—১৯০৩ ) মধুসূদন-কথিত সেই 'a real B.A.' যিনি মেঘনাদ-বধ কাব্যের ভূমিকা লিখেছিলেন বলে মধুসূদন খুশী হয়েছিলেন।[৩] সেই 'ভূমিকা'য় মধুসূদনের প্রতিভার তাৎপর্য অনুধাবনের কিঞ্চিৎ প্রয়াস বর্তমান।[৪] কিন্তু সর্গবন্ধে কাব্যরচনা এবং প্রচলিত পঙ্‌ক্তি পয়ার ত্রিপদীর সঙ্গে অমিত্রাক্ষরের ব্যর্থ অনুকৃতি—অমিল পয়ারের ব্যবহার ছাড়া মধুসূদনের প্রভাবের কোন প্রত্যক্ষ সুফল হেমচন্দ্রের কাব্যে দুর্লক্ষ্য। মেঘনাদবধের সচেতন অনুকৃতি বৃত্রসংহার ( ১৮৭৫—৭৭ ) ব্যর্থতার বিষণ্ণ ফসল। আর বীরবাহু কাব্যে রঙ্গলালের সজীব উপস্থিতি দীপ্যমান। বিভীষণের প্রেত অলক্ষ্যে ক্রিয়া করেছে বলে কাল্পনিক কাহিনীতে পর্যন্ত, হিন্দু বীরের মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্য প্রতিপক্ষকে মুসলমানরূপে ও হীনবর্ণে চিত্রিত করা হল। আত্মস্বার্থ অবহেলিত না হওয়ায় দেশাত্মবোধের কথা নিম্নকণ্ঠে, নেপথ্যভাষণে উচ্চারণ করে ইংরেজ-তোষনের বাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হল।

দীনবন্ধু মিত্রের (১৮২৯—৭৩) কবিপরিচয় গৌণ। যুগসচেতন নাট্যকার হিসেবেই তাঁর খ্যাতি। কিন্তু সুরধুনী কাব্য সেই খ্যাতির তুল্যমূল্য নয়। বিশেষত মুসলিম প্রসঙ্গে তাঁর যুগানুগত্য ও অজ্ঞতা স্পষ্ট।

---

১ রাজনারায়নকে লিখিত পত্র, ৯৫ই জুন ১৮৬০ ; ঘোষ, ঐ, পৃ ২৮০ উদ্ধৃত।

২ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও পাল, প্রফুলচন্দ্র, সম্পাদিত, সমালোচনা সাহিত্য পরিচয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, ভূমিকা পৃ ২৷৶০ দ্রষ্টব্য।

৩ রাজনারায়নকে লেখা মধুসূদনের পত্র, ৪ঠা জুন ১৮৬২ ; বসু, যোগীন্দ্রনাথ, মাইকেল, মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, ৪র্থ সংস্করণ পৃ৫২৮, এবং দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, মধুসূদন গ্রন্থাবলী ( মেঘনাদবধ কাব্য ), বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৮ পৃ ।৶০, উদ্ধৃত।

৪ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাল, পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৭—২০৪ দ্রষ্টব্য।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯) অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছদৃষ্টি সম্পন্ন ও প্রাণময় কবি। ত্রয়ী কাব্যের পরিকল্পনার বিরাটত্ব ও ভাবকল্পনার ব্যাপ্তি হেমচন্দ্র অপেক্ষা তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর। প্রথম প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসকে অবলম্বন ক'রে জাতীয় আবেগ প্রকাশের কৃতিত্ব নবীন সেনেরই। লোককাহিনী বা কাল্পনিক ঐতিহাসিক গল্প নয়, এ দেশের ইতিহাসের অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়—বাঙালীর বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা, চক্রান্তে অসহায় নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের কাহিনী—কবি মর্মস্পর্শী তুলিতে চিত্রিত করলেন। কিন্তু, এতৎসত্ত্বেও, দ্বন্দ্বমুক্ত তিনি হতে পারলেন না। অবশ্যম্ভাবী যুগপ্রভাবে স্বার্থবুদ্ধি তাঁকে ইংরেজ-তোষণে বাধ্য করল, ইতিহাস জ্ঞানের অপূর্ণতায় চরিত্রনির্মাণের দৃষ্টি খণ্ডিত হল।

॥ ৫ ॥

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য-প্রেরণা দ্বিতীয়বার অনুভূত হয়েছিল মুসলিম মধ্যবিত্তের জাগরণের কালে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রথম কবি কায়-কোবাদ (আনুমানিক ১৮৫৮-১৯৫২)[১]। তিনি যখন কাব্যরচনা আরম্ভ করেন বাঙালী মুসলিমেরা তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় কাহিনী কাব্যের ধারায় প্রধানত তথাকথিত 'পুথি সাহিত্য' রচনায় মগ্ন ; ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে বেড়ে ওঠা হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বিদ্বৎসমাজের হাতে বাংলা কাব্যের আধুনিক বিবর্তন তাঁদের অজ্ঞাত। একদিকে শাসক-স্বার্থে মুসলিম বিত্তশালীদের অর্থনৈতিক ভিত্তি বিনষ্টি এবং অন্যদিকে ইংরেজী শিক্ষা লাভের সুযোগের অভাব হিন্দু মধ্যবিত্তের উন্মেষকালে মুসলমানদেরকে পশ্চাদমুখী করে রেখেছিল। দীর্ঘকাল পরে স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আবদুল লতিফ, প্রমুখের চেষ্টায় ও শাসক-সরকারের স্বার্থ প্রেরণায় হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে যখন মুসলিম মধ্য-বিত্তের বিকাশ শুরু হল তখন বাংলা কাব্যের উৎকর্ষ যথেষ্ট পরিমানে সাধিত

---

১ হাই, মুহম্মদ আবদুল ও আহসান, সৈয়দ আলী, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৬) পৃ ২৪৫ ; ডঃ সুকুমার সেন কায়কোবাদের জীবৎকাল ১৮৫৪—১৯৫১ লিখেছেন তাঁর ইতিহাসে, ২য় খণ্ড, ৪৬৪। ডঃ সেন উল্লিখিত মৃত্যু তারিখটি স্পষ্টতই ভুল।

হয়েছে। মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হিসেবে কায়কোবাদ যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে এলেন তখন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু মধ্যবিত্তের জাগরণ মুহূর্তের অনুভূতিতে কায়কোবাদ শিহরত হলেন এবং অবশ্যম্ভাবী প্রাণচাঞ্চল্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদ বশত তিনি মুসলিম মহাকাব্য রচনার প্রেরণা অনুভব করলেন। উপরন্তু সমকালীন মুসলিম জীবনের পশ্চাদমুখীনতা, আত্মবিস্মৃতি এবং আচ্ছন্ন মানসিকতা তাঁর অপেক্ষাকৃত সচেতন মনকে এক নবীন দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করল। এই দায়িত্ববোধ তিনি আমৃত্যু পোষণ করেছিলেন। ফলে, সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যে যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল—রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিদের, এমনকি নজরুল ইসলামের, হাতে—তার প্রতি কায়কোবাদ কখনই শ্রদ্ধামুগ্ধ হতে পারেননি[১] এবং সমকালীন জীবনের ক্রমপরিবর্তমান মূল্যবোধের সচেতনাও তাঁকে স্পর্শ করেনি। অন্যদিকে ব্যক্তিগত শিক্ষারুচি তত মার্জিত না হওয়ায় ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয় থেকে তিনি দেশাত্মবোধের ও মহাকাব্য রচনার পাঠ গ্রহণ করেন নি। মধুসূদনের প্রতিভাকে অনুধাবন করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং হেম-নবীনের মাধ্যমে তৎকালে সুপরিচিত জাতীয়-মঙ্গলের আদর্শই কায়কোবাদের পক্ষে প্রেরণাস্বরূপ ছিল। এবং কায়কোবাদের কৃতিত্ব এই যে, হেম-নবীনের মত তিনি সঙ্কীর্ণ স্বাজাত্যবুদ্ধির কলঙ্কে তাঁর রচনাকে পীড়িত করেন নি।

এবং এখানেই বাংলা কাহিনীকাব্যের ধারায় হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের আর একটি মূলকথা বিধৃত। মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশের আগে হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হিসাবে হেম-নবীন প্রমুখদের অজ্ঞচেতনায় মুসলিম জনসমাজকে বিদেশাগত ('যবন') মনে হওয়া অসম্ভব ছিলনা। বলাবাহুল্য ইতিহাস-দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। (নবীন সেন, বঙ্কিমের রচনা বিশ্লেষণে এ উক্তির তাৎপর্য ধরা পড়ে)। কিন্তু কায়কোবাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তকে উপেক্ষা করা। তাছাড়া মধ্যবিত্তের জাগরণকালের প্রাথমিক স্তরে সুলভ চরিত্রের ঔদার্য মধুসূদনের অনুরূপ কায়কোবাদেরও ছিল বলে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য মহাশ্মশানে তিনি হিন্দু মুসলিম উভয়ের বীরত্বগাথা রচনায় বিমুখ হন নি। বস্তুত মধুসূদনের

১ অশ্রুমালা, মহাশ্মশান ও শিবমন্দির, শ্মশানভস্ম, প্রভৃতি কাব্যের ভূমিকা ও পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

মত প্রতিভা, শিক্ষা ও জ্ঞানের অধিকার থাকলে কায়কোবাদের পক্ষে একটি যথার্থ মুসলিম জাতীয় মহাকাব্য রচনা হয়ত অসম্ভব ছিল না। অন্তত যুগ-স্বভাবে তার সম্ভাবনা যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে আধুনিক সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র নগরজীবনের সঙ্গে কায়কোবাদের যোগ ক্ষীণতম মাত্রায় ছিল। প্রায় সমগ্রজীবনই তিনি ঢাকার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে কাব্যরচনায় অতিবাহিত করেছিলেন, তাই তেমন কোন নাগরিক সচেতনা তাঁর কাব্যে যুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। বস্তুত আত্মবিস্মৃত জাতির স্মৃতি উদ্ধারই ছিল তার সাধনা—কবির কথায়, "অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি।"[১] তাই revivalism-এ বিশ্বাসী কায়কোবাদের ধ্যানকল্পনার সঙ্গে তাঁর সমকালে মুসলিম জাগরণের জন্য যথার্থ প্রয়োজনীয় ভাবাদর্শের (যা নজরুল-মানসের রেনেসাঁ চেতনারূপে পরে বিবর্তিত হল) মিল ছিল না। সমকালীন মুসলিম জীবন তাঁকে বেদনার্ত করলেও সে বেদনাবোধে অগ্রপথিক না হয়ে তিনি অতীতমুখী হয়ে উঠেছিলেন। যার ফলে ইতিহাস নির্ভরতাই হল তাঁর কাব্যপ্রেরণার উৎস। এবং যুগপ্রভাবে লব্ধ চরিত্রের ঔদার্য বশত তিনি এই ইতিহাস-নির্ভরতায় পরম সততার পরিচয় দিলেন। স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতায় যতদূর অনুসন্ধান করা ও তথ্যনিষ্ঠ হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল তাতে তিনি অবহেলা দেখান নি।

এতৎসত্ত্বেও বাসনা অনুযায়ী শক্তি কায়কোবাদের ছিল না। কায়কোবাদের যুগে সম্ভব ছিল একটি যথার্থ মুসলিম জাতীয় মহাকাব্য রচনা করা; কিন্তু কবিপ্রতিভা সে সুযোগ গ্রহণে অক্ষম হয়ে একটি বিপুলায়তন যুদ্ধ-বর্ণণাময় কাহিনীকাব্য— "ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্য্য বীর্য্য সংবলিত একটি যুদ্ধকাব্যে"[২]—রচনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করল। সময় অপেক্ষা করল না, ক্ষমা করলনা এই অক্ষমতাকে; বাঙালী মুসলিম মহাকাব্য চিরকালের জন্য অলিখিত রইল।

তবুও কায়কোবাদই প্রথম মুসলিম কবি যিনি মধ্যযুগীয় কাহিনী কাব্যের ঢঙে 'পুথি সাহিত্য' রচনা না করে আধুনিক বাংলা কাব্যক্ষেত্রে পদচারণ

---

১ কায়কোবাদ মহাশ্মশান, চ-স, ঢাকা ১৪৪০, ভূমিকা।

২ ঐ

করলেন এবং বাঙালী মুসলিম কবিদের জন্য নবযুগের সাহিত্যসভার দুয়ার মুক্ত করে দিলেন। ক্রান্তিকালের একজন কবি হিসেবে এ কৃতিত্ব কম গৌরবোজ্জ্বল নয়।

॥ ৬ ॥

কায়কোবাদের সমকালে উল্লেখযোগ্য যে হিন্দু কবি কাহিনী কাব্য রচনা করেন তিনি যোগীন্দ্রনাথ বসু ( ১৮৫৭—১৯২৭ )। কায়কোবাদের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের একটি বিষয়ে মিল স্পষ্ট। যোগীন্দ্রনাথ কায়কোবাদের মতই ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা ও হিন্দু মুসলিম ধর্মনির্বিশেষে সমদৃষ্টির কথা কাব্যে 'ভূমিকা' করে ঘোষণা করেছেন। এবং ঘোষণা সত্ত্বেও কায়কোবাদ যেমন মুসলিম বিজয় বর্ণনায় প্রফুল্ল হয়েছেন যোগীন্দ্রনাথও তেমনি হিন্দু গৌরব প্রসঙ্গে উত্তেজিত বোধ করেছেন। তবে পার্থক্য এই যে কায়কোবাদ অপেক্ষা যোগীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য অধিক কিন্তু কবিশক্তি দুর্বল; অথচ আপন পাণ্ডিত্যকে তিনি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন; ফলে পূর্বোক্ত উত্তেজনা প্রায়শই তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হ'য়ে মুসলমানদের মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে।

কায়কোবাদের পর মুসলিম কবিগণ আধুনিক বাংলা কাহিনী কাব্য রচনার মাধ্যমে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যের অভাব, হিন্দু সাহিত্যিকদের অনুদারতা ইত্যাদি দূর করবার উদ্দেশে এঁরা লেখনী ধারণ করেন। তাই ইসমাইল হোসেন শিরাজী, শেখ ফজলল করিম বা আবুল মা'আলী মহাম্মদ হামিদ আলী ইসলামের ঐতিহ্য কথকতা ও ইতিহাসে মগ্ন হয়েছন।

অন্যদিকে যোগীন্দ্রনাথের পূর্বে ও পরে মুসলিম প্রসঙ্গে উৎসাহী, কাহিনী কাব্য রচনা প্রয়াসী, যে দুজন হিন্দু গৌণ কবির সন্ধান পাওয়া গেছে—প্রসন্ন কুমার নাগ ও সঞ্জীব চৌধুরী—তাঁদের কাব্যপ্রয়াস যথেষ্ট মূল্যবান নয়।

## ২ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

### ১

॥ ১ ॥

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭--১৮৮৭) পদ্মিনী উপাখ্যানের[১] ভূমিকায় এই কাব্যরচনার উদ্দেশ্য বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন :

> "...১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গালা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহসপূর্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে "বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।" প্রত্যুত স্বাধীনতা-সুখ-বিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দবিরহ হয়, সুতরাং পরিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোনরূপেই কেহ হইতে পারে না। আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রচার পাইলে অনেক অনুগ্রাহক মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ লেখকদিগের পরমবন্ধু রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী কুণ্ডির প্রসিদ্ধ ভূমধ্যিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন ; যথা:—
>
> "আধুনিক যুবজনে স্বদেশীয় কবিগণে
> ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।
> বাঙ্গালীর মনঃপদ্ম কবিতা সুধার সদ্ম
> এইমাত্র রাখ হে প্রমাণে॥

---

১ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি ছিল : "PADMINI/A TALE OF/RAJASTHAN/পদ্মিনী উপাখ্যান/রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ/ শ্রীযুত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় /কর্ত্তৃক/বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত/কলিকাতা/সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল/ বঙ্গাব্দ : ১২৬৫।"

এই প্রথম সংস্করণ এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র নাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, (কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৫৮) বর্তমান আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

.....পরন্ত কিয়দ্বর্ষাতীত হইল ; মদনুগ্রাহকবর স্বদেশহিত-তৎপর সুনির্মল চরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষাকাব্যনিচয় অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা সত্ত্বে তত্তাবৎ পাঠে এতদ্দেশীয় বালকবৃদ্ধবণিতা প্রভৃতি সর্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় অনুরক্তি দর্শনে পরিখেদিত হইয়া আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্য রচনা করণার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন। আমি উক্তোভয় মহাত্মার অনুরোধে কর্ণেল টড বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি নির্বাচিত করিয়া রচনারম্ভ করিয়াছিলাম।

.....আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণোতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম, ইহার কারণ কি ?—এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্ব্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ, ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবক দিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যাবৃদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত রসাশ্রিত কাব্যপ্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুর্ব্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধানকালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে এ দেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদগুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্ব্বক রচিত করিলাম।"[১]

সুতরাং 'পরাধীন জাতির মধ্যে'ও যে 'আধুনিক যুবজনকে' আকৃষ্ট করতে সক্ষম এমন 'যথার্থ কবির' আবির্ভাব সম্ভব—একথা প্রমাণ করতেই রঙ্গলালের

---

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, পদ্মিনী উপাখ্যান ; প্রথম সংস্করণ পৃ ৵০ —।০, পরিষৎ সংস্করণ পৃ ১১-১৩। [এর পর থেকে উভয় সংস্করণের পৃষ্ঠাঙ্ক একত্রে উল্লেখ করা হবে, প্রথমে প্রথম সংস্করণ ও পরে পরিষৎ সংস্করণের পৃষ্ঠাঙ্ক থাকবে ; যথা : (৵০,১১)।]

কাব্যরচনা এবং লোকপ্রচলিত 'পুরানেতিহাস' অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের শ্রদ্ধার্হ নয় বলে 'এদেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের' 'ভগ্নাবশেষ' 'রাজপুত্রেতিহাস' থেকে প্রেরণা লাভের আশায় এই কাহিনী নির্বাচন।[১] লক্ষ্যনীয় যে মুসলিম গৌরব বা বীরত্ব কহিনীকে কবি 'এদেশীয়' ভাবেননি, তাই তার কোন উল্লেখ এই 'ভূমিকায়' নেই। কাব্যপাঠকালে কবির এই মনোভাব আরো স্পষ্ট হবে।

॥ ২ ॥

পাদ্মিনী উপাখ্যানের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে জনৈক ব্রাহ্মণের জবানীতে : যদিও কিছুক্ষণ পর পরই কবি 'অসামাজিক লোকের ন্যায় বক্তার মুখ বন্ধ করিয়া নিজেও দু'কথা বলিয়া লইয়াছেন।'[২] অবশ্য কাহিনী-অঙ্গে কবি নির্লিপ্ত নন বলেই এই সব স্বগতোক্তিতে তাঁর পরাধীনতার বেদনা, স্বাধীনতার কামনা, দেশপ্রীতি এবং 'বিদেশাগত' মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে ; কবির সদিচ্ছা ও সীমাবদ্ধতা ধরা পড়েছে।

কাব্যের 'সূচনা'য় চিতোর দুর্গ-দুয়ারের বর্ণনা ; কবি বলছেন, "যবনের কার্য্য তাহে নহে দৃশ্যমান।" ( ৪, ২২ )। এই মৌলিক হিন্দুকীর্তি দেখে "চিন্তা কোথায় সেদিন। যেদিন ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন॥" ( ৫, ২২ )। অতঃপর 'প্রাচীন ব্রাহ্মণ' 'সমুদ্র সমান' 'রাজপুত্র ইতিহাস'—এর 'আদ্যস্থান' 'চিতোর পুরীর' বীরগাথা শুরু করলেন। মধ্যযুগের কবিরা যেমন পৃষ্ঠপোষক রাজার কীর্তি বর্ণনা করতে যেয়ে তাঁকে জগৎ-বিজয়ী বলে উল্লেখ করতেন রঙ্গলালও তেমনি ভঙ্গিতে এই বীরগাথা রচনা করেছেন। কাব্যে এই মধ্যযুগীয় লক্ষণের কারণ 'পৃথুরাজের সময়ে রাজপুত্রদিগের প্রধান কুলকবি কবিচন্দ্রানুযায়ী'[৩] এই বর্ণনা

---

১ Tod, Lieut-Col. James, *Annals and Antiquities of Rajasthan*, or the Central and Western Rajput States of India, Edited with an Introduction and Note by Crooke, William, in three volumes, Humphrey Millard, Oxford University Press, Edinburgh, 1920, Vol I, P 307-12.

২ ন্যায়রত্ন, রামগতি বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী গিরীন্দ্রনাথ বিএল কর্ত্তৃক সম্পাদিত, চতুর্থ সংস্করণ, চুঁচুড়া ১৩৪২।

৩ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, পাদ্মিনী উপাখ্যান, (৮,২৫) পা, টী দ্রষ্টব্য।

টড কর্তৃক লিখিত হয়েছে ; রঙ্গলাল তার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন।[১] কৌতূহলের বিষয় এই যে, 'অশেষ কীর্তি'মান বাপ্পারাও 'একচ্ছত্রা অবনী' স্থাপনের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করলেন তা হচ্ছে 'হরিল বিমক্রবলে যবনের দেশ' (৭, ২৪)। এবং,

দুরন্ত দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছ ভয়েতে অস্থির।।
ইরাণ তুরাণ আদি কতশত স্থান।
কাবুল কাশ্মীর কান্দাহার কাফ্রিস্তান।।
ইত্যাদি অনেক দেশে হইল বিজয়।
করিলেন কত রাজকন্যা পরিণয়।।
জন্মিল অসংখ্য বংশ হিন্দু-মুসলমান।
হিন্দু সূর্য-বংশীখ্যাত, যবন পাঠান। (৭-৮, ২৫)

'কবিচন্দ্রানুযায়ী' এই বর্ণনার অতিকথন রাজসভায় যে উপভোগযোগ্য, তাতে আর সন্দেহ কি!

অতঃপর অপ্রাপ্তবয়স্ক 'শিশুরাজ লক্ষণের' 'পিতৃব্য' ভীমসিংহের রাজত্বকালে দুর্ঘটনা ঘটল। কেননা ভীমসিংহের প্রিয়তমা রাণী

পদ্মিনীরূপের যশ পরিপূর্ণ দিকদশ
শ্রুত মাত্র দুরন্ত যবন।
না শুনিল কারো মানা সিংহপুরে দিল হানা
সঙ্গে লয়ে সেনা অগণন।। (১৪, ৩০-৩১)

'চিতোর আক্রমণে' ভারতচন্দ্রের ছন্দ ও ভাষাভঙ্গী সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে: যবনের হিন্দুবধব্রতের উল্লাসের চিত্র ও ভীমসিংহের প্রতিক্রিয়া:

উঠে ডাক হাঁক, বাজে জয়ঢাক
কত শত বাঁক ফুঁকিল।
সুখী কত মতে যবন যাবতে
হিন্দুবধ ব্রতে ঝুঁকিল।। (১৫-১৬,৩২)
.....
যবনে উল্লাস খল খল হাস
দুর্গ চারিপাশ ঘেরিল।

১ See Tod, *Op. cit.* Vol I, Book IV Chs. 1—4.

ভীমসিংহ রায় নিম্ন ভাগে চায়
পাঠান সেনায় হেরিল ॥ (১৭-১৮,৩৪)

সম্রাট আলাউদ্দীনের লালসা-কলুষিত চিত্তের কথা বলতে যেয়ে কবি কিন্তু তাঁকে মধ্যযুগীয় প্রেমিকদের অনুরূপ বর্ণে রঞ্জিত করে ফেললেন।

দিল্লীর সম্রাট সহ সেনাঠাট
ত্যজি রাজ্যপাট মাতিল।
স্থির নহে মন তাহাতে মদন
নিজ সিংহাসন পাতিল ॥
পদ্মিনী স্মরণ পদ্মিনীমনন
পদ্মিনীজীবন দহিল।
পদ্মিনী দর্শন পদ্মিনী শ্রবণ
সে পদ্মিনী মন মোহিল ॥
পদ্মিনী শয়নে পদ্মিনী স্বপনে
পদ্মিনী বচনে রাখিল।
সেইরূপ ধ্যান করি বহে প্রাণ
সেইরূপে জ্ঞান ঢাকিল ॥
পদ্মিনী উদ্দেশ্যে সমরের বেশে
রাজপুত দেশে আইল।
হয়ে কুতুহল যত কবিদল
ভূপতিমঙ্গল গাইল ॥

সম্মুখ সমরে পাঠান সেনা রণভঙ্গ দিল। কবির উল্লসিত বর্ণনা ঃ

পলায় পাঠান সেনা শ্বাসগত প্রাণ।
দলভঙ্গ চতুরঙ্গ হারাইল জ্ঞান ॥
থাকে থাকে ঘিরেছিল দুর্গের প্রাচীর।
ব্যূহ ছেড়ে ভাগে যত দেড়ে ধেড়ে বীর ॥
শত্রুর প্রস্থান দেখি রাজপুত্রগণ।
সিংহনাদে গগন পুরিল সেই ক্ষণ ॥ (১৮-১৯, ৩৫)

কিন্তু 'রজনী-সময়' 'বিপক্ষে শ্রান্ত' দেখে 'পাঠানের সেনাপতিচয়' 'দলে দলে' এসে 'নগর বেষ্টন' করে 'পাতিল তোপের শ্রেণী তুড়িত তোরণ'। মুসলমান সেনাদের যুদ্ধনাদ ঃ

কালানল সম অগ্নি জ্বলে ধূ ধূ ধূ ধূ।
যবনের যুদ্ধনাদ আল্লাহু আল্লাহু॥ (১৯, ৩৬)

বর্ণনা করেই কবি ক্ষান্ত নন; এর কৌতুকময় ব্যাখ্যা পাদটীকাকারে যুক্ত করেছেন ঃ

"লর্ড বায়রণ কহেন, মুসলমানেরা এই যুদ্ধনাদকালে হু শব্দটা এরূপ ভাবে উচ্চারণ করে যে, তাহাতে একপ্রকার ভয়ানক ভাবোদয় হয়।"

পাঠানের বীরত্ব কম নয়, এ কথা কবি স্বীকার করলেও, তার উৎস নির্দেশ করেছেন মুসলমানের হিন্দুধর্ম বিদ্বেষ ও তৎজাত পুণ্যলোভে ঃ

পরাক্রমে ন্যূন নহে দুরন্ত পাঠান।
হিন্দুর বিনাশ পুণ্য, মনে দৃঢ় জ্ঞান॥ (২০, ৩৭)

প্রভাতে প্রদীপ্ত সূর্যালোকে দিগন্ত ঝলসিত হচ্ছে; কবি মধ্যযুগীয় ঢঙএ বলছেন ঃ

ভানু-বংশ অবতংস রাজপুত্রগণ।
সেই কুলে কালি দিতে উদ্যত যবন॥
এই হেতু উষ্ণ ছবি রবি মহাশয়। (২২, ৩৭)

ওদিকে চিতোর দুর্গের অন্তঃপুরে 'রাজ দম্পতির কথোপকথন' চলছে। পদ্মিনী বললেন, খনিপূর্ণ মনির সন্ধান কেউ করে না, 'ধনি-কণ্ঠ হারে' সেই মনি দেখেই 'চোরের লালসা হয়' তাই রাণী না হয়ে তিনি যদি 'সামান্য ক্ষত্রিয়ের' 'ঘরণী' হতেন ঃ

তবে হেন রণ দুরাত্মা যবন
করিত কি হেথা আসি? (২৭, ৪২)

সুতরাং যবনকে রণে পরাস্ত করতে না পারলে, 'সন্ধি সলিলে' 'সমর অনল' নির্বাপিত করা উচিত। কেন না 'একের কারণে মরে অগণন এ দুঃখ কি প্রাণে সয়।'

ভীমসিংহের সঙ্গে সন্ধির শর্ত হিসাবে আলাউদ্দীন, পদ্মিনী-লাভ যদি না-ও হয়, অন্ততপক্ষে 'পদ্মিনী প্রদর্শনের' দাবী করলেন।[১] অনন্যোপায় ভীমসিংহ রাজী হলে ঃ

দিল্লীপতি যবন ভূপাল
আজি তার প্রসন্ন কপাল। (৩৩, ৪৮)

এবং আলাউদ্দীন রত্নরাজিতে ভূষিত হয়ে সাজসজ্জায় মগ্ন হলে কবির মন্তব্য ঃ

জ্ঞানহীন যবন কুমার
এমন অবোধ কোথা আর?

---

১ cf. See Tod, *Op. cit.* Vol I, p 307

দেখাইয়ে রত্নাবলী পদ্মিনীর মন টলি
হরিবারে বসনা সঞ্চার ॥ (৩৪, ৪৯)

যথাসময়ে আয়নায় পদ্মিনীর প্রতিবিম্বমাত্র দেখে :

করি হেন রূপ দরশন।
যবন হইল অচেতন ॥
.....
বলিহারি মদনের বান,
কোথা হেন অব্যর্থ সন্ধান ? (৩৮, ৫২-৫৩)

এবং প্রেমোন্মত্ত সম্রাট ছলনার আশ্রয় নিলেন ; 'ভীমসিংহের বন্ধনদশা' ঘটল।[১] এই অংশে কবি সর্বাপেক্ষা উত্তেজিত বোধ করেছেন। আলাউদ্দীনকে উপলক্ষ্য করে সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতির প্রতি তাঁর বিদ্বিষ্ট মনোভাবের অনাবৃত প্রকাশ ঘটেছে। ভীমসিংহ ও আলাউদ্দীন পরস্পরের ধর্মনিন্দায় ব্যাপৃত হয়েছেন ; নিন্দাংশ ভারতচন্দ্রানুসারী।[২] রঙ্গ রসিকতা গ্রাম্যতাযুক্ত।

দারুণ দুর্নীতি দুষ্ট দুরাত্মা দনুজ।
সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ ?
অধার্ম্মিক বিশ্বাসঘাতক দুরাচার।
সকল জাতের প্রতি ঘোর অহঙ্কার ॥
কপট লম্পট শঠ পাতকে পুলক।
ন্যায়ান্যায় বোধহীন বিষম বঞ্চক।
সরল সুধীর হিন্দু নৃপ-চূড়ামনি।
শান্তি হেতু দেখালেন আপন রমনী ॥
রাখিবারে রাজনীতি আইলেন সঙ্গে।
সন্ধি অভিলাষে ভাসে আহলাদ তরঙ্গে ॥
দুরন্ত পাঠানপতি পেয়ে তারে করে।
সেইক্ষণে কারাগারে লয়ে বন্ধ করে।
ব্যঙ্গচ্ছলে ঢলঢলে কহিছে বচন।
"এখনে: পদ্মিনী আনি দাও হে রাজন ॥

১ cf. See *ibid*, 308

২ রায়, ভারতচন্দ্র, মানসিংহ কাব্য, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, তুলনীয়।

যদি তারে নাহি পাই করিলাম পণ।
সকলের আগে তব বধিব জীবন ॥
পরে বিনাশিব সব কাল-বেশ ধরি।
চিতোর করিব চূর্ণ গোলাবৃষ্টি করি।
ভৃগুরাম-কৃত যথা ক্ষত্রিয়-নিধন।
রাজপুত্র-কুলে না রাখিব এক জন ॥
পশ্চাতে পদ্মিনী হরি করিব প্রস্থান।
দেখিব তখন কেটা করিবেক ত্রাণ?
ছাড়াইব হিন্দুয়ানি ব্রত পূজা যাগ।
ইমানে আনিয়ে তার বাড়াব সোহাগ ॥... (৪০-১, ৫৫-৬)

পদ্মিনীরে এনে দাও রাখ মম বোল ॥
সব দিক রক্ষা পাবে হইবে মঙ্গল।
একেবারে নিভে যাবে সমর-অনল ॥
তোমার সহায় আমি রব চিরকাল।
ক্ষত্রিমাঝে তব তেজ বাড়িবে বিশাল ॥... (৪২, ৫৬)

যবনের বাক্যশুনি ভীমসিংহ রায়।
ক্রোধে, ভয়ে, লাজে, খেদে থর থর কায় ॥... (৪২, ৫৭)

ক্ষত্রিয়ের ক্রোধানল অতি খরতর।
বলে "ধিক্ ওরে দুষ্ট যবন পামর ॥
এই কি যোদ্ধার ধর্ম্ম রে রে দুরাচার।
এই কি রে রাজনীতি ভদ্র ব্যবহার,
এই কি পৌরুষ তোর পুরুষ হইয়া?
বাদশাহী অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া?
এই কি কোরাণে তোর লিখেছে ঈশ্বর?
নিপট লম্পট রীতি কুনীতি আকর ॥... (৪২-৩, ৫৭-৮)

আর কি কহিব তোরে ওরে দুষ্টমতি।
তোর চেয়ে ক্ষত্রিনারী হয় বীর্য্যবতী ॥...

কুকুর হইয়া কর যজ্ঞ ঘৃতে আশা?
অসুর কুলেতে জন্মি সুধার পিপাসা?

দেবী অংশে অবতীর্ণা পদ্মিনী আমার।
যবন দানবকুল করিতে সংহার॥
এইরূপে ভীমসিংহ করিলে উত্তর।
একেবারে ফুলে উঠে দিল্লীর ঈশ্বর॥... (৪৪-৫, ৫৯)

ক্ষণপরে কহে ঘোর গর্ব্বিত বচনে।
"ওরে রাজপুত ভূত বাসনা মরণে॥
তোর কটুত্তরে মোর নাহি কিছু ক্ষতি।
কিন্তু তোর কোনমতে নাহি অব্যাহতি॥
ভাল কহিলাম দুষ্ট বুঝিলি বিরূপ।
তার ফল হাতে হাতে ফলিবে স্বরূপ।
আমারে করিলি নিন্দা তাহে নাহি খেদ।
কোরাণের নিন্দা শুনি হয় বক্ষোভেদ॥
শয়তানি বেদমন্ত্র বিনাশিব তূর্ণ।
তোর একলিঙ্গ শিবে করিব যে চূর্ণ॥
গুড়া করি ছড়াইব মসজিদের দ্বারে।
দেখিব শয়তানবাচ্ছা কি করিতে পারে?... (৪৫-৬, ৫৯-৬০)

অন্যদিকে স্বামী বন্দী হওয়ায় অন্তপুরে 'রাণীর আর্ত্তনাদ' ধ্বনিত হল:

ধর্ম্মভয়হীন হেন পাপিষ্ট যবন।
তাহারে বিশ্বাস কেন করিলে রাজন?..... (৪৭, ৬১)

অতঃপর আত্মসংবরণ করে রাণী 'ধৈর্য ধারণ' করলেন এবং চিন্তা করলেন, প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বন্দীদশায় 'যবনের' হাতে ভীমসিংহ নিহত হতে পারেন এবং তারফলে 'ভয়ে পলাইবে' সেনাকুল'। তখন দু'কুল হারাবারই সম্ভাবনা।

'অতএব ছলক্রমে' কার্যসিদ্ধি করতে হবে। সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে পদ্মিনী শিবিকারোহণে সহস্র দাসীসহ দিল্লীশ্বর শিবিরে যাবার বাসনা প্রকাশ করে বাদশাকে পত্র লিখলেন।[১] পত্রপাঠ মাত্রই বাদশা ভীমসিংহের 'শিবিরে গমন' কার গ্রাম্যভঙ্গীতে স্বীয় পুলকিত চিত্তের অধীরতার পরিচয় দিলেন:

১ cf. Tod, *op. cit.* Vol. 1, p 308

সেই সে পদ্মিনী দেখ লিখেছে আমায়।
ভজিবে আমায় রায় ত্যাজিবে তোমায়॥
অতএব কেন সহ যাতনা কঠোর?
যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর॥
.....
এই দেখ পদ্মিনীর স্বাক্ষর সুন্দর।
এই দেখ পত্রপৃষ্ঠে রঞ্জিত মোহর॥ (৫৩, ৬৭)

মনোবেদনায় পীড়িত রাজা শঙ্কিত হলেও পদ্মিনীর কোন অন্তর্গূঢ় কৌশল নিশ্চয়ই আছে ভেবে মনে মনে আশান্বিত হলেন। যথাসময়ে পদ্মিনী 'সামরিক বেশ মনোহর' ধারণ করে সহস্র দাসীর ছদ্মবেশে সহস্র সৈন্যসহ বাদশা শিবিরে এসে চকিতের মধ্যে স্বামী-উদ্ধার করে প্রস্থান করলেন। পদ্মিনীর এই ছলনায় পরাস্ত ক্রুদ্ধ বাদশা নির্দেশ দিলেন:

শুন সৈন্যগণ।
আসিয়াছে পদ্মিনীর দাসী যতজন॥
সকলের জাতিমার যথ স্বেচ্ছাচার।
পিছে সমুচিত ফল লইব ইহার॥ (৬৪, ৭৭)

কিন্তু,

যেমন যবন খুলে শিবিকার দ্বার।
অমনি গরজি উঠে ক্ষত্রিয় হাজার॥

ফলে 'ঘোরতর যুদ্ধ' আরম্ভ হল:

মহাঘোর যুদ্ধে মুসল্যান মাতে।
দিবারাত্রি ভেদে ক্ষমা নাহি তাতে॥ (৬৮, ৮০)

অগণ্য মুসলমান সেনার হাতে মাত্র সহস্র হিন্দু সৈন্যের আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হবার নয় তাই শেষপর্যন্ত 'বাদশার সমর বিজয়'হল। ক্ষুব্ধ কবি অন্তর্জ্বালাবশে হিন্দু ইতিহাসের একটি কলঙ্ককাল স্মরণ করলেন:

একতায় হিন্দুরাজগণ,
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ।
সেভাবে থাকিত যদি খার হয়ে সিন্ধুনদী
আসিতে কি পারিত যবন? (৬৯, ৮২)

এই ক্ষোভ, এই আক্ষেপ, মুসলিম বিজয়ের এই অন্যতম অন্তর্গূঢ় কারণ নির্দেশ দীর্ঘকাল পরে যোগীন্দ্রনাথ বসুর পৃথ্বিরাজ কাব্যের ভূমিকায় স্পষ্টতর ও মোহমুক্ত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১] রঙ্গলালে ঐ ইঙ্গিতটুকুও যে পাওয়া গেল তাই যথেষ্ট।

সমরে তাঁর একাদশ পুত্র সংহারের জন্য রাজা দেবী কর্তৃক আদিষ্ট হলেন।[২] পুত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন তিনি। অবিসিংহ যুদ্ধে নিহত হলেন। শেষ সমরে ভীমসিংহ স্বয়ং প্রবেশ করলেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে 'ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য' রঙ্গলালের বহু উদ্ধৃত, বহুপ্রশংসিত বলিষ্ঠতম রচনা :

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখতায় হে
স্বর্গ সুখ তায়॥
এ কথা যখন হয় মানষে উদয় হে
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে
ক্ষত্রিয় তনয়
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে
হৃদয় নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে
বিলম্ব কি সয়?...

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার॥...

১ পরে দ্রষ্টব্য।
২ Tod, *op. cit.* Vol I, 309—10

দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই হে
তুল্য তার নাই ॥
যদিও যবন মারি চিতোর না পাই হে
চিতোর না পাই।
স্বর্গ সুখে সুখী হব এসো সব ভাই হে
এসো সব ভাই ॥ (৮৯—৯১, ১০০—১০২)

বস্তুত এই অংশেই, তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যসাধন—মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের উত্তেজিত করে তোলা—মুখ্য হলেও, রঙ্গলালের দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার কামনা কয়েকটি সুস্পষ্ট চরণে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এই সঙ্গে এ কাব্যের ভূমিকায় কথিত অধীন জাতির আত্মগৌরব উদ্বোধনের সচেতন প্রয়াস সম্পর্কে মন্তব্য[১] স্মরণ রাখলে প্রসঙ্গটি স্পষ্টতর হবে।

যুদ্ধক্ষেত্র,
ওদিগে যবন উঠে একেবারে রেগে।
ধাইল বিপক্ষ প্রতি ঘোরতর বেগে ॥

যুদ্ধে ভীমসিংহের পরাজয় হল। রাণী 'সহচরীদের উৎসাহ বাক্য' শুনিয়ে 'অগ্নি প্রবেশ' করলেন। আলাউদ্দীন 'চিতোরাধিকার' করলেন ঃ

মুসল্মান, বেগবান, হয় যান চাপে।
অনুক্ষন, নিয়োজন, প্রহরণ চাপে ॥... (১০২, ১১৩)

যবনের অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে কতবার
এইবার হইল সফল ॥
আলাউদ্দীনের দণ্ড করে সব লণ্ড ভণ্ড
কি বর্ণিব যে হল দুর্গতি ॥
ভাঙ্গিয়া পড়িল যত দেবালয় শত শত
শিল্পচাতুরীর এক শেষ।
লুটে নিল সব ধন, চিতোরের সিংহাসন
ছত্র দণ্ড অস্ত্র রাজবেশ ॥
পোড়াইয়ে ছারখার করিলেক ঘরদ্বার
বাদশার আদেশে কেবল।

১ পূর্বে দ্রষ্টব্য

পদ্মিনীর মনোহর অট্টালিকা পরিকর
নষ্ট না করিল দুষ্টদল ॥[১] (১০৫-৬, ১১৫-৬)

পদ্মিনীর আত্মহত্যার সংবাদ আলাউদ্দীন পাননি। তাই চিতোরাধিকারের পর তাঁর আনন্দিত কল্পনা ঃ

রূপসী পঙ্কজ হ্রদ, এ পদ্মিনী কোকনদ
প্রধানা মহিষীপদ লবে
সর্ব্বোপরি যার স্থান কমলাদেবীর মান
এইবার লঘুকল্প হবে। (১০৯, ১১৮)

কমলাদেবীর পরিচয় হিসাবে কবির পাদটীকা ঃ

"ইনি গুজরাট অধিপতীর মহিষী ছিলেন। আলাউদ্দীন নেহারওয়ালা অধিকার পূর্ব্বক উক্তভূপতির অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে কুলকামিনীগণকে হরণ করিয়া লইয়া আইসে। কমলাদেবী অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ছিলেন, তজ্জন্য আলা তাঁহাকে প্রধানা মহিষী করে এবং তদবধি হিন্দু-রূপ-ললনাগণ হরণে লোলুপ হয়।"

লক্ষ্যণীয় যে, কবি কমলাদেবীকে সম্মান দেখালেও আলাউদ্দীন বাদশার প্রতি কোনরকম শ্রদ্ধাবোধই প্রকাশ করেন নি।

কাব্যশেষ হয়েছে সমকালীন হিন্দুদের দুর্বল-মতিত্ব সম্পর্কে বিলাপ ও শাসক ইংরেজ সরকারের প্রতি সশ্রদ্ধ মন্তব্যে।

কি আছে এখন আর? দাসত্ব শৃঙ্খল সার
প্রতি পদে বাধা পদে পদে
দুর্ব্বল শরীর মন, ম্রিয়মান হিন্দুগণ
তত্ত্বহীন মত্ত দ্বেষমদে ॥ (১১৪, ১২৩)

---

১ cf. "Ala remained in chitor some days, admiring the grandeur of his conquest; and having comitted every act of barbarity and wanton dilapidation which a bigoted zeal could suggest, over throwing the temples and other monuments of art, he delivered the city incharge to Maldeo,.....The palace of Bhim and the fair Padmini alone appers to have escaped the warth of Ala; It would be pleasing could we suppose any kinder sentiment suggested the exception,....." —Tod, *op. cit.* Vol I, p 312.

এই শোচনীয় অবস্থায় বর্তমানে একমাত্র আশার কথা :

ইংরাজের কৃপাবলে মানস উদয়াচলে
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার ॥ (১১৫, ১২৪)

॥ ৩ ॥

পদ্মিনী উপাখ্যান কাহিনীর এই পরিণাম সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য আপত্তি করেন রামগতি ন্যায়রত্ন। তাঁর মন্তব্য, কাহিনীরসের দিক থেকে অন্তত, উপেক্ষণীয় নয় :

> "আলাউদ্দীন পদ্মিনীর জন্য উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, কিন্তু চিতোর দুর্গে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিয়াও যখন পদ্মিনীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন পদ্মিনী কোথায় গেল তাহার অন্বেষণ করিলেন না!—পদ্মিনীর জন্য খেদ করিলেন না—পদ্মিনী প্রাপ্ত না হওয়ায় এত ধন, এত সৈন্য ও এত সময়ের ধ্বংস যে অনর্থক হইল, তাহা ভাবিয়া নির্বিষন্ন মনে একবারও আক্ষেপ করিলেন না!—করিলে ভাল হইত ....."[১]

রামগতি ন্যায়রত্নের এই সমালোচনার বিরুদ্ধে মন্মথনাথ ঘোষ বলেন,

> "আমাদের মনে হয় দিল্লীর অধিপতির পক্ষে উচ্চৈস্বরে আক্ষেপ প্রকাশ করা নিতান্ত অশোভন হইত, তাহার দুষ্কার্যের গুরুত্ব নীরবে উপলব্ধি করাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।"[২]

কিন্তু যুক্তি আত্যন্তিক মূল্যে সুন্দর হলেও রঙ্গলালের আলাউদ্দীন সম্বন্ধে একথা বলা চলেনা; কাব্যের শেষে 'দুষ্কার্যের গুরুত্ব নীরবে উপলব্ধির' ইঙ্গিতমাত্রও নেই, আর সমালোচক কথিত সংযম রঙ্গলালের রচনায় স্পষ্টতই দুর্লভ। বস্তুত কাহিনীকাব্য রচনাকালে চরিত্রসৃষ্টির নাট্যকৌশল রঙ্গলালের অজ্ঞাত ছিল এবং উদ্দেশ্যমূলক আবেগবিহ্বলতা বশত বাস্তবতার চেতনা ও পরিমিতিবোধ সর্বদাই অবহেলিত হয়েছে। কবিশক্তির দুর্বলতা এর প্রধান কারণ নিঃসন্দেহে। যদিও কবি অবলম্বিত 'ইতিহাসের' ভুলশিক্ষায়, আলাউদ্দিনের প্রতি চরম রুষ্ট কবির পক্ষে দুর্লভ ছিল বঙ্কিম-সুলভ সহানুভূতি-আর্দ্রতা।

---

১ ন্যায়রত্ন, রামগতি—পূর্বোক্ত পৃ ২৫৬।

২ ঘোষ, মন্মথনাথ, রঙ্গলাল, কলিকাতা ১৯৩৬, পৃ ২০৫।

॥ ৪ ॥

রঙ্গলালের উৎসগ্রন্থ রাজস্থান প্রণেতা কর্ণেল টডের রাজপুত-প্রীতি ও মুসলিম বিদ্বেষের স্বরূপ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার। রাজস্থানের নতুন সংস্করণের সম্পাদক Crooke এর স্পষ্টোক্তি—

> Tod tells us little of his relations with supreme Government during his four years service as Political Agent. He was notoriously a partisan of the Rajput Princes, particularly those of Mewar and Marwar; he is never tired of abusing the policy of the Emperor Aurangzeb and, fortunately for the sucess of his work, Muhammadans form only a slight minority in the population of Rajputana. This attitude naturally exposed him to criticism. Writing in 1824, Bishop Heber (fn. *Narrative of a Journey through the upper Provinces.* ed. 1861, ii, 54) while he recognises that he was held in affection and respect by "all the upper and middling classes of society," goes on to say: "His misfortune was that in consequence of his favouring the native princes so much, the Government of Calcutta were led to suspect him of corruption, and consequently to narrow his powers and associate other officers with him till he was disgusted and resigned his place....."[১]

কর্ণেল টডের ভ্রান্ত মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের কারণ নির্দেশ করতে যেয়ে Crooke বলছেন ঃ

> His taste for the study of history and antiquities, ethnology, popular religion, and superstitions was stimulated by the pioneer work of Sir W. Jones and other writers of the *Asiatic Researches.* He was not a trained philologist and he gained much of his information from his Guru, the Jain Yati Gyanchandra, and the Brahman Pandits whom he employed to make inquiries on his behalf. They, too, were not trained scholars in the modern sense of the term, and many of his mistakes are due to his rashness in following their guidance."[২]

---

১ Tod, *op. cit.* Vol I, Introduction p p XXVII-VIII.

২ *ibid,* p XXVIII

সর্বোপরি লোককাহিনী ও লোককাব্যে থেকে নির্বিচারে উপাদান গ্রহণ টডের আর একটি দুর্বলতা। এবং যেহেতু বাঙালী কবিরা টডের রচনা থেকে এ সব কাহিনীই আহরণ করেছেন সেহেতু এগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কেও নির্মোহ হওয়া প্রয়োজন। সম্পাদক Crooke এ প্রসঙ্গে নির্মম মন্তব্য করতে ইতস্তত করেন নি ঃ

> In estimating the value of the local authorities on which the history is based, Tod reposed undue confidence in the epics and ballads composed by the poet Chand and other tribal birds. It is believed that more than one of these poems have disappeared since his time, and these materials have been only in part edited and translated. The value to be placed on bardic literature is a question not free from dificulty. "On the faith of ancient songs the uncertain but the only memorials of barbarism." says Gibbon, "they (Cassiodorns and Jornandes) deduced the first origin of the Goths" (fn. *Decline and Fall*, ed, W. Smith, i, 375). The poet may occasionally record facts of value, but in his zeal for the honour of the tribe, which he represents, he is tempted to exaggerate victorious, to minimize defeats. This is a danger to which Indian poets are particularly exposed. Their trade is one of fulsome adulation, and in a state of society like that of Rajputs, where tribal and personal rivalries flourish, the temptation to give a false colouring of history is great. In fact, bardic literature is often useful not as evidance of occurances in antiquity, but as an indication of the habits and beliefs current in the age of the writer. It exibits the facts, not as they really occured, but as the writer and his contemporaries supposed that they occured. The mind of the poet with all its projudices, projects itself into the distinct past. Good examples of the methods of the birds will appear in the attempt to connect the Rathors with the dynasty of Kanauj, or to represent the Chauhans as the founders of an empire in the Deccan.[১]

তদুপরি,

> the fragmants of local ballads scattered through the text are unfortunately copied from very incorrect texts.[২]

---

১ *ibid*, p XXX

২ *ibid*, p XIII

ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগোর দৃষ্টিতে টডের রাজস্থান কাহিনী 'too legendary for historical purposes.' তাই শের শাহের ইতিহাস রচনায় তিনি টডকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন।[১]

রাজস্থান কাহিনীর এই সার্বিক সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ রেখেই টড-নির্ভর বাংলা রচনাবলীর বিচার করতে হবে। এবং এ বিচারের প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান।

॥ ৫ ॥

আলাউদ্দীন দু'বার চিতোর আক্রমণ করেছিলেন এবং

> Chitor...was stormad, sacked and treated with remorseless barbarity by the Pathan (khalji) emperor, Alau-d-din."[২]

আলাউদ্দীনের এই চিতোর আক্রমণের কারণ হিসেবে পদ্মিনী-কথা বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, চাঁদ কবির রচনা থেকে টড এ উপাদান আহরণ করেছেন এবং রঙ্গলাল টডের বর্ণনার উপরেই নির্ভর করে চাঁদ কবির ও কুলকবিদের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর কাব্যের পাদটীসমূহে। ফিরিস্তার বর্ণনায় পদ্মিনীর উল্লেখ নেই।[৩] তবে আইন-ই-আকবরীতে তার গল্প বর্ণিত হয়েছে।[৪] রঙ্গলাল বর্ণিত পদ্মিনী উপাখ্যানের সকল ঘটনাই টডের অনুরূপ।[৫] কেবলমাত্র গোরা-বাদল প্রসঙ্গ রঙ্গলাল উপেক্ষা

---

১ Qanungo, Kalikaranjan, *Sher Shah*, Car Majumder and Co., Calcutta.
প্রচুর প্রশংসা করেও, এই গ্রন্থের সমালোচক, টডের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনকেই এ গ্রন্থের প্রধান দুর্বলতা বলে উল্লেখ করেছেন।—*The Calcutta Review* 1921, Vol I, 156.

২ Tod, *op. cit.* p 307.

৩ Firishta, *The History of the Mahomedan Power in India* till year AD 1612, translated from the original persian of Mahomed Kasim Firishta, by J. Briggs, Calcutta 1908, Vol I 353 f.

৪ Abul Fazl, Allami, *The Ain-i-Akbari*, translated and edited by H. Blockman and H. S. Jarrett. Calcutta 1873-94, Vol II, 269 f. See also Tod, *Opcit*, 307 f.n. 2. (by Crooke)

৫ See, *ibid*, 307-12.

করেছেন। আলাউদ্দীন সম্পর্কে টডের উষ্মা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। টডের কথায়, আলাউদ্দীন ছিলেন,

> One of the most vigorous and warlike soverigns who have occupied the throne of India. In success, and in one of the means of attainment, a bigoted hypocrisy, he bore striking resemblance to Aurangzeb.....”[১]

স্বাভাবিক ভাবে রঙ্গলাল এই সানন্দ সমর্থনে উত্তেজনা বোধ করেছেন। ফলে কাব্যের শেষে আলাউদ্দীন চরিত্রের রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রার্থিত পরিণতি অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দীন খিলজীকে ‘One of the best sultan’[২] বললেও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী তাঁকে ‘নির্মম’ ‘রক্তলোলুপ’ বলে বর্ণনা করেছেন। হিন্দুদের প্রতি, বিশেষত অনমনীয় রাজপুতদের প্রতি, আলা-উদ্দীন সর্বাপেক্ষা কঠোর ছিলেন, এমন কি বিদ্বিষ্ট ছিলেন বলে জিয়াউদ্দীন জানিয়েছেন[৩] তবে টড বর্ণিত পদ্মিনী-কাহিনী প্রসঙ্গে স্মিথ স্পষ্টতই বলেছেন—“They cannot be regarded as sober history.”[৪]

॥ ৬ ॥

রঙ্গলালের কাহিনীকাব্যের উৎস সম্বন্ধে এই নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে তাঁর কাব্যের মূল্যমান স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। ‘ইতিহাসের’ ভুল শিক্ষায় উত্তেজিত কবি আলাউদ্দীনকে উপলক্ষ্য করে এক কালের শাসক মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান শাসকের বিরুদ্ধে কিছু উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। তবু অন্তরে জাগ্রত অস্পষ্ট স্বাধীনতার কামনা রাজপুত বীর মহিমাকে কেন্দ্র করে অঙ্কুরিত হতে চেয়েছে। দুর্বল কবিপ্রতিভা চতুর কলাকৌশলে পারদর্শী নয়, তাই স্থূল ইংরেজ তোষণ ও মুসলিম বিদ্বেষ এত গ্রাম্য ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। তবু রঙ্গলালের মূল্য এজন্য যে তিনিই হচ্ছেন, ‘the first poet to sing of the glory of “The mountain-nymph,

---

১ *ibid*, 311-12.

২ quoted in Smith, V. A, *Oxford History of India*, Oxford at the Clarendon Press, London, Second edn. Impression of 1928, p 231

৩ *ibid*, p p 232 & 234,

৪ *ibid* p 233.

sweet Liberty" in our tongue.'[১] এবং এর প্রভাব যে কতখানি ছিল তার স্বাক্ষী : "ঈশ্বরগুপ্তের মিউটিনী প্রভৃতি পদ্যে উদ্দীপনা থাকিলেও, যিনি নব্যবঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশহিতৈষণার বীজ বপন করেন, তাঁহার নাম রঙ্গলাল। তাঁহার :"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় ;" আবৃত্তি করিয়া বাঁখারি ঘুরাইয়া আমি একদিন ছেলেবেলায় খেলা করিয়াছি।"[২] এবং কালাপ্রসন্ন কাব্য কাব্যবিশারদের ভাষায়—"এখন স্বদেশানুরাগের স্রোত বঙ্গের প্রায় চারিদিকেই বহিতেছে। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে রঙ্গলাল যখন দেশ হিতৈষীদের অগ্রণী হইয়াছিলেন, তখন দেশের প্রতি অনুরাগের বিষয়টা কি, তাহাই অনেকের ধারণার অতীত ছিল।"[৩] এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

> "দেশবৈরী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হিন্দু রাজপুতগণের সহিত আমাদিগের স্বাভাবিক সহানুভূতি বশতঃ এই কাব্য পাঠে আমাদের দেশাত্মবোধ জাগরিত হইয়া উঠিল। আমাদের নিজেদের কোন ইতিহাস ছিল না। তখন আমাদের ধারণা ছিল যে হিন্দু ভারতের ইতিহাস রচনার কোন বিশ্বাসযোগ্য উপাদান নাই। কিন্তু রাজপুতানার কথা স্বতন্ত্র। কর্ণেল শ্লীমান ও কর্ণেল টডের ন্যায় উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ বহু গবেষণা দ্বারা রাজপুতানার ঐতিহাসিক উপাদান রাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় এবং বিশেষত ব্রিটিশ ইতিহাসে প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত স্বাধীনতার সংগ্রামের যে কাহিনী পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে নূতন দেশাত্মবোধ জাগরিত হইয়াছিল তাহা শ্লীমানের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও টডের রাজস্থান পাঠে বর্দ্ধিত হইল ও এক নূতন প্রেরণা লাভ করিল। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে নব্য বাঙ্গালা রঙ্গলালের উদ্দীপনাময় কাব্য হইতে জাতীয় স্বাধীনতার নূতন মন্ত্র গ্রহণ করিল। আমাদের

---

১ Das, Kumudnath, *A History of Bengali Literature*, Das Brothers, Naogaon, Rajshahi, Bengal, 1926, P. 59.

২ '১৩৩০ সালে; নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি অমৃতলাল বসু'র ভাষণ। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৩৭, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বি-স, কলিকাতা ১২৫১, পৃ ২৬ উদ্ধৃত।

৩ ঘোষ, মন্মথনাথ, রঙ্গলাল পৃ ২০৩ উদ্ধৃত।

ব্রিটিশ প্রভুগণ এই সকল নূতন শিক্ষা হইতে তাঁহাদের রাজনাতিক অধিকারের খর্বতা সাধন হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা এ পর্যন্ত করেন নাই। সুতরাং আমাদের বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক হইতে আমরা স্বচ্ছন্দে রঙ্গলালের কবিতা পাঠ করিতে পারিতাম—শিক্ষাবিভাগ তাহাতে কোন আপত্তি করিতেন না।"[১]

২

কর্ম্মদেবী কাব্যে (১৮৬২)[২] মুসলিম প্রসঙ্গ মূল কাহিনীর অনুসঙ্গী নয়। ঔরিণ্ট রাজকন্যা কর্ম্মদেবী যশল্মীর ভট্টজাতি-অধিপতি অনঙ্গদেবের পুত্র সাধুর শৌর্য-ও রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বরমাল্য দান করল, রাঠোর রাজপুত্র অরণ্যকমলের সঙ্গে পিতৃকৃত সম্বন্ধ ভঙ্গ করে। ফলে অরণ্যকমলের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাধুর মৃত্যু হল। পতির মৃত্যুতে কর্ম্মদেবী নিজের এক বাহু ছেদন করে পিতৃকুল-কবির কাছে পাঠালেন এবং অন্য বাহু শ্বশুরকে দেখাবার জন্য কেটে ফেলতে ভ্রাতাকে অনুরোধ করলেন। ঘটনাস্থলে কর্ম্মসরোবর নামে এক সরোবর কাটান হল। এই কাহিনীতে সাধুর বীরত্ব দেখাবার জন্য এক মুসলমান বণিকদলের কল্পনা করা হয়েছে এবং রঙ্গলালীয় পদ্ধতিতে তাদের বিতাড়িত করে হিন্দু বীরের 'গৌরব' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[৩]

নায়ক সাধু সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করে বটে তবে সমরে সে 'ভীম বেশ ধরে';

---

১ Paul, Bipinchandra, *Freedom movement in Bengal*, quoted in ঘোষ, মন্মথনাথ, পূর্বোক্ত পৃ ২১০-১২।

২ বন্দোপাধ্যায় রঙ্গলাল, কর্ম্মদেবী, রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী; বসুমতী সাহিত্য মন্দির, নতুন সংস্করণ, তা. বি.

৩ এই কাহিনী অবলম্বনে পরবর্তীকালে বরদাকান্ত মজুমদার কর্ম্মদেবী উপন্যাস রচনা করেন (আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৩২৬)। 'প্রথম খণ্ড; প্রভাত—আলোক': সাধুকর্তৃক মুসলমান বনিক বেশী সৈন্যদল বিতাড়নের ঘটনা এই খণ্ডের 'সপ্তম' থেকে 'দ্বাদশ' পরিচ্ছেদে যথাক্রমে 'যবনাগমনে' 'নৈশ অভিযানে', 'মোগল শিবিরে', 'আক্রমণে,' 'নৈশ যুদ্ধে,' 'বিচারে'—শিরোনামায় লিখিত হয়েছে।

বিশেষ যবন জাতি সরোষ আকৃতি অতি
জলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে
লাফ দিয়ে চড়ে ঘাড়ে ভূমিতলে টেনে পাড়ে
শতখণ্ড করে তরবারে ॥ ( পৃঃ ৩ )

এই বীরপুরুষকে কেন্দ্র করে কবির কল্পনা

কবে পুণঃ বীর রসে জগৎ ভরিবে যশে
ভারত ভাস্কর হবে পুণঃ। ( পৃঃ ৪ )

অরণ্যের মধ্যে সাধু একদিন 'শুনিতে পাইল যবন আইল বিপাশা নদীর তটে।' ( পৃঃ ৪ )। এবং তারপর তারা

দাবানল প্রায় ধেয়ে কাফিলায়
রজনী দুই প্রহরে। ( পৃঃ ৫ )

কিছুক্ষণ পরে অন্যায় সমরে
যবন হইল কাবু। ( পৃঃ ৬ )

বন্দী মুসলমান বনিকেরা তখন সাধুকে এই অন্যায় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সাধু বলল :

এক এক নগরে কত ছিল ধন।
অদ্যপি না হয় তার সংখ্যা নিরূপণ ॥
একা কান্যকুব্জ পুরে, অপূর্ব আখ্যান।
বাইশ হাজার ছিল গুয়ার দোকান ॥
সুবর্ণ কলসপাত্র আগারে আগারে।
দেবালয়ে রত্নরাশি ছিল স্তূপাকারে ॥
সোমনাথ মধুপুরী আর কালিঞ্জরে।
নিধিপূর্ণ মন্দিরের পঞ্জরে পঞ্জরে ॥
কে হরিল সেই সব অমূল্য রতন ?
কে হরিল এ সকল কুবেরের ধন ?
কে করিল পুণ্যভূমি দুঃখেতে নিক্ষেপ ?
কে দিল তাহার দেহে যাতনা প্রলেপ ॥
অনুপমা ভারতের পতিব্রতাগণ।
কে করিল তাহাদের মর্য্যাদা হরণ ?

কে করিল নগর নিকয় শোভা নাশ ?
তোমরা জান না কি হে সেই ইতিহাস ?
যেই দুষ্ট দুরাশয় হরিল এ সব।
তোমরা তাহার জাতি, জ্ঞাতিগোত্র ভব ॥
হাজার মঙ্গল ব্রতে হয়ে এস ব্রতী।
বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি ॥
এ রূপ বানিজ্যচ্ছলে কত জাতি এসে।
করিলেন প্রভুত্ব স্থাপন নানাদেশে ॥
এতএব কিবা প্রীতি তোমাদের প্রতি।
দুর্গতির প্রতিফল স্বরূপ দুর্গতি ॥
কি ছার বানিজ্য দ্রব্য এদেশে এনেছ ?
তোমাদের দেশ বড় উর্ব্বর জেনেছ ?
জাননা ভারত ভূমি লক্ষ্মীর আবাস ?
কত শস্য জন্মে ইথে বিরহে প্রয়াস ?

(পৃঃ ৬—০)

ইত্যাদি ভারতের শস্যসম্পদের বর্ণনার পর—

ভারতে না জন্মে যাহা, না জন্মে জগতে।
জগতে সর্বত্র ইহা খ্যাত ভালমতে ॥
এই দেশে এতবিধ দ্রব্যের প্রকাশ।
এই দেশে এতবধি লোকের নিবাস
অন্যদেশে গতিবিধি প্রয়োজন নাই।
স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক এই চাই ॥
লয়ে যাও যত পার পেস্তা আখরোট।
লয়ে যাও বেদানা দাড়িম্ব মোট মোট ॥
পেয়েছি উত্তম অশ্ব উষ্ট্র সারি সারি।
ইহারা আমার পক্ষে হবে উপকারী ॥
এ চেয়ে অনেক ধন অমূল রতন।
তোমারা এদেশ থেকে করেছে হরণ ॥
লহ এক এক অশ্ব এক এক জন।
দ্রুতবেগে সিন্ধুপারে কর পলায়ন ॥

ধন আশে পুনঃ আর এসনা এদেশে।
যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে।।
এত বলি অশ্ব দিয়া করিল বিদায়।
সেলাম করিয়া পদে পাঠান পালায়।।
(পৃ ৭)

'হিন্দু পেট্রিয়টে' সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল কর্ম্মদেবীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এর সরল কাহিনী ও সচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গির জন্য।[১] রামগতি ন্যায়রত্ন এবং সোম প্রকাশ সম্পাদকও এর প্রশংসা করেন।[২] কেবল 'রহস্য সন্দর্ভের' সমালোচনায় শব্দব্যবহার, ছন্দ ও 'রাজস্থানীয় স্ত্রীলোকগণ কোন কোন স্থলে স্বদেশীয় মহিলা গণের ন্যায় বর্ণিতা' হবার নিন্দা করা হয়। শেষোক্ত নিন্দার জবাবে মন্মাথ নাথ ঘোষ বলেন, "রাজপুত ও বাঙ্গালী যে একই জাতি, তাহাদের সভ্যতা ও নৈতিক আদর্শ যে এক, তাহা রঙ্গলালই প্রথমে আমাদিগকে হৃদয়াঙ্গম করাইয়াছেন, এজন্য আমরা কবির নিকট চিরকৃতজ্ঞ।"[৩] বলা বাহুল্য, এই 'এক জাতি' অর্থ হিন্দুজাতি এবং 'বাঙ্গালী' অর্থ বাঙ্গালী হিন্দু। দৃষ্টির এই স্বল্পালোক বশতঃ যেমন সমালোচক তেমনি কবি তমসাবৃত।

৩

শূর সুন্দরীতে (১৮৬৮)[৪] রাজপুতনারীর সতীত্বের তেজ দেখাবার জন্য মোঘল বাদশা আকবরের চরিত্রে কালিমালেপন করা হয়েছে। এ কাব্যের কাহিনীও টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত। কবি স্থানে স্থানে টডের বর্ণনার হুবহু অনুবাদ করেছেন। এবং কোথাও কোথাও উপাদানকে স্ফীতকায় করেছেন। তবে কাব্যের সর্বত্রই টডের শিক্ষা অবিকৃত থেকেছে।[৫] 'মঙ্গলাচরণে' কবিতাশক্তির প্রতি কবি বলেছেন ঃ

১ ২২শে ডিসেম্বর ১৮৬২। ঘোষ, মন্মাথনাথ, পূর্বোক্ত, উদ্ধৃত, পৃ ২৯৮—৩০০।
২ ঐ পৃ ৩০৪
৩ ঐ পৃ ৩০৫
৪ বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ গ্রন্থাবলী, নতুন সংস্করণ।
৫ Tod, *Op. cit.* Vol I pp 391—402,

স্বদেশীয় সতীগণ অবলা অখলা।
জ্ঞানবলে বুদ্ধিবলে করগো সবলা॥ (পৃ ৩৮)

প্রথম সর্গে, 'ধর্ম্মে মতি' থাকলে 'উন্নতি' এবং 'অধর্ম্মে' 'সংহার' হবে একথা বলে কবি আকবর বাদশার কীর্তিকথা বর্ণনা করেছেন ঃ

তৈল যথা তোয় সহ সংমিলিত নহে।
হবি যথা অনল পরশ পেয়ে দহে॥
ভুজঙ্গের প্রতি যথা বিরাগী নকুল।
হিন্দু মুসলমানেতে হেন ভাব প্রতিমূল।
এমন বিষম বৈরী করি সংহরণ।
হুমায়ুন বংশ যশে ভরিল ভুবন॥ (পৃ ৪০)

আকবরের নবরত্নসভার মহাকবি দহলভী, খসরু, প্রমুখের প্রশংসা করে বীরবল প্রসঙ্গে কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন ঃ

যার বুদ্ধি কৌশলের যাই বলিহারি।
যবন দানব দল গর্ব খর্ব্ব কারী॥
হিন্দুর রাখিল মান বিবিধ বিধানে।
দুই দলে প্রতিপত্তি তুল্য পরিমান॥
দিয়ে দান হিন্দু রাজবালা দিল্লীশ্বরে।
রাজপুত্রে স্বদেশের বল বৃদ্ধি করে॥ (৪০)

কিন্তু মোঘল সম্রাটের সঙ্গে এই হিন্দুললনার বিবাহ কবির সরল সমর্থনের যোগ্য বিবেচিত হয়নি। তাই অনুরূপ কর্মে অভিলাষী 'মরুর অধিপতি'কে তিনি 'অকলঙ্ককুলে পঙ্কপ্রদ দুরাচারী' (৫১) বলেছেন। এবং শূরসুন্দরীর কাহিনী পল্লবিত হয়েছে আকবরের শ্যালক মানসিংহের 'জাতি'-উদ্ধারের বিফল চেষ্টাকে কেন্দ্র করে।

ভগিনীর প্রসাদৎ মান হৈল মানী'।...
কিন্তু কুলকলঙ্কেতে দুঃখী সদা মান।
জাতিনাশে হত মান সদা ম্রিয়মান॥

তাই সম্রাট কর্তৃক কাবুলে বিদ্রোহ দমনে যেতে আদিষ্ট হলেও তার 'যাইতে যবন দেশে মন নাহি সরে'। যদিও 'মোগলপতির চারু উপদেশ বাণী'—

সবই ভূম গোপালকা, ইসমে অটক কহাঁ।
জিসকা মন মে আটক হৈ বহি আটক রহা ॥[১]

একথা শুনে আর আপত্তি থাকল না 'আটক পার' হয়ে 'ম্লেচ্ছদেশে' যেতে। সমস্ত রাজপুতদের মধ্যে—

কেবল মিবার পতি প্রতাপ কেশরী।
বিশুদ্ধ রাখিল কুল প্রাণপণ করি ॥
মোগলের ছলে বলে না হইল বশ।
প্রকাশিল অনুপম বীরত্ব ওজস্ ।[২]

কবি মানসিংহের মর্মবেদনায় বিচলিত হয়ে বলছেন :

বল বল, বুদ্ধি বল, ধন যশ বল।
কুল গেলে কেন হয় মানুষ বিকল ॥
কি কাণ্ড কুলের কাণ্ড জাতি অভিমান।
ধরা পরিহরি কবে হবে অন্তর্দ্ধান ॥
কবে সবে এক জাতি করিবে স্বীকার।
একভাবে জাতিস্মরে দিবে নমস্কার ॥
এই জাতি বহুতর অনর্থের মূল।
ইতিহাসে আছে তার প্রমাণ বহুল ॥

এক জাতিত্বের এই কল্পনা নবীন সেনের ক্ষীণ পূর্বসূত্র স্বরূপ।

অতঃপর

দাক্ষিণাত্য জয় করি মানসিংহ রায়।
উদিত উদয়পুরে জাতির আশায় ॥

---

১ গ্রন্থাবলী, পৃ ৪৯ পা, টী ; also quoted in Tod, *Op. cit.* Vol I pp 391 f.n. 2.

২ টড প্রতাপের প্রশংসায় আরও উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। See Tod, *Op. cit.* pp 386-7, and Compare—"But for pratap, all would be placed on the same level by Akbar ; for our chiefs have lost their valour and our females their honour. Akbar is the broker in the market of our race : all has he purchased but the son of Uda ; he is beyond his priee. ...etc" ibid 399.

রাণার সহিত করি একত্রে ভোজন।
পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রাপণ মনন॥

কিন্তু প্রতাপ পুত্রকে পাঠালেন আপ্যায়ন করতে। ভোজনকালে রাণাকে না দেখে 'রাণার প্রসাদ ভিন্ন এবে গতি নাই।'—মানসিংহ একথা বললে প্রতাপ এসে বললেন :

কিন্তু কহ প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেমনে।
তোমার ভগিনী গত যবন ভবনে॥
বিষ বিসর্জনে হ'লে রুধির বিকার।
কেমনে ধরিবে পুণ কান্তি আপনার।

শুনে ক্রুদ্ধ মানসিংহ 'পঞ্চগ্রাস অন্ন শিরে' ধরে 'সরোষ বচনে' বললেন :

আমাদের জাতিপাত তোমারি কারণ॥

কেননা,

তনুজা অনুজাগণে দিয়ে বিসর্জন।
করিয়াছি তব দেশে শান্তির স্থাপন॥
এখন ক্ষত্রিয়গণে করি পরিহার।
দেখা যাবে কেমনে রাখিবা অধিকার॥

মানসিংহ প্রতাপের 'অচিরে সর্বনাশের' হুমকি দিলে :

প্রতাপে প্রতাপ কন, আচ্ছা দেখা যাবে।
আহবে আমায় কভু বিমুখ না পাবে॥

এবং 'কাটাঘায়ে নুনের ছিটা'র মত :

পরিষদ কহে এক দিয়া টিটকারী।
সঙ্গে করি আনিও হে দিল্লী-অধিকারী॥
তব বুনায়ের বল হইবে পরীক্ষা।
দেখা যাবে সমরে কে কারে দেয় দীক্ষা॥

তখন,

ক্রোধে মান কম্পমান করিল প্রয়াণ।
ক্ষত্রিয়গণ নদীজলে করে গিয়া স্নান॥
শুচি হেতু ধৌত বস্ত্র করিল পিধান।
উৎখাতিল ভূমি যথা বসেছিল মান॥

সেই স্থান পবিত্র করিল গঙ্গাজলে।
ম্লেচ্ছবৎ জ্ঞানে মানে মানিল সকলে।।

অসতর্ক কবি টডের বর্ণনার হুবহু অনুবাদ করে মুসলমানদের প্রতি সমকালীন হিন্দু মানসিকতার নগ্ন পরিচয় তুলে ধরেছেন।[১] অপর ধর্মাবলম্বী, বিশেষত মুসলমানদের সম্বন্ধে এই অস্পৃশ্যতাবোধ এবং বর্ণাশ্রমের অত্যাচার হিন্দু অধঃপতনের এক প্রধান কারণ—একথা পরবর্তীকালে যোগীন্দ্রনাথ বসু স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন।[২] রঙ্গলাল আকবরের হিন্দু মুসলিম মিলন প্রয়াসের প্রশংসা করলেও আকবরের প্রতি মনোভাবের সমতা বজায় রাখতে পারেননি। এবং যাত্রার আসরে কবিয়ালের মত হাস্যকর ভঙ্গিতে এই মতান্তরের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন ঃ

শ্যালকের দুর্দ্দশা শুনিয়ে দিল্লীপতি।
একেবারে ক্রোধানলে জ্বলিতাঙ্গ অতি।।
বল দেখি ভবলীলা একি চমৎকার।
যে আকবর করুণার সাগর অপার।।
যে আকবর সুবিচারে ধর্ম্ম-অবতার।
যে আকবর বহুবিধ জ্ঞানের আধার।।
যে আকবর ভেদজ্ঞান বিহীন সুজন।
সকল জাতির প্রতি সমান দর্শন।।
সেই গুণসিন্ধু শাহ শ্যালক বচনে।
হিন্দু ধর্ম্ম সংহারে প্রতিজ্ঞা করে মনে।
না থাকিবে ভারতে হিন্দুর স্বাধীনতা।
অসতী হইবে পুণ্যভূমি পতিব্রতা।। (৪২)

অতঃপর কবি আক্ষেপ করে বলছেন যে বীরের ধর্ম হচ্ছে শত্রুর প্রতিও অধর্মাচারী না হওয়া।

কিন্তু বীর অকবরের সে ভাব কোথায়।
করিল কুকীর্ত্তি শেষ শ্যালার কথায়।।
সাজিল উদয়পুর দর্পচুর হেতু।
উড়িল আকাশে অর্দ্ধচন্দ্র চিত্রকেতু।। (৪২)

---

১ see Tod, *op. cit.* Vol 1 pp 390-92.

২ পরে দ্রষ্টব্য

দ্বিতীয় সর্গে যুদ্ধ। প্রতাপ অনমনীয় এবং ক্ষত্রিয়গণের মনোভাব—

প্রভুপাশে সমরে জীবন যদি যায়।
সেও শ্রেয়ঃ মোগল-দাসত্ব ঘোর দায়॥

সেলিমের (জাহাঙ্গীর) সঙ্গে হলদীঘাটের যুদ্ধে[১] প্রতাপের 'বাইশ হাজার মাত্র সেনার যোগান'; অথচ—

শত শত যবনেরে করিয়া সংহার।...

সলিমের করি শুণ্ডে করে খুরাঘাত।
ঝলকে ঝলকে হয় রুধির-সম্পাত॥
ভাগ্য বশে আয়সে হাউদা ছিল আঁটা।
তাই বাদশাহ সুত নাহি গেল কাটা॥
তুরক সোয়ারগণ দিয়াছিল হানা।
কদলীর বন প্রায় কাটিলেন রাণা॥

অবশ্য—

দুই দল সমতুল কেহ নাহি টলে।

শেষ পর্যন্ত প্রতাপের রাজছত্র লক্ষ্য করে সকল মোঘল যোদ্ধা একযোগে যুদ্ধোন্মত্ত হয়ে উঠলে প্রতাপের 'পরিত্রাণ পথ আর দৃশ্য নাহি হয়' (৪৬)। 'হেন কালে ঝালবর দেশের ঈশ্বর' 'প্রভুর উদ্ধার হেতু' 'অগ্রসর' হয়ে ছত্রদণ্ড নিজ শিরে ধরলেন। 'সেই অবকাশে রাণা অন্য পথে যায়।' পলায়মান রাণা প্রতাপকে দু'জন মোঘল সেনা পশ্চাদ্ধাবন করল। প্রতাপ-ভ্রাতা শক্তি সিংহ

---

১ টডের এই মত ভ্রান্ত। Crook বলছেন—"This is impossible, because Salim, afterwards the Emperor Jahangir, was only in his seventh year. The Generals-in-Comand were Mansingh and Asaf Khan" *op. cit.* p 393 fn

"Man Singh was appointed to the Command of the Army sent against him (Protap) and with him (Man) were associated Ghiyasuddin, 'Ali Asaf Khan, two of the Barha Sayyid, and Rai Lon Karan, a Rajput of the Kachhwaha clan." *The Cambridge History of India* Vol IV. The Mughal Period, University Press, Cambridge 1937, pp 115—16

সিংহাসন লাভে বিকল মনোরথ হয়ে [ কেন না, 'পিতা দিল অনুজেরে নিজ রাজ্যভার' (৪৪) ] মোঘলদলে যোগ দিয়ে হলদী ঘাটের যুদ্ধে এসেছিলেন। সেলিমের অনুমতি নিয়ে তিনিও প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। এবং ভ্রাতৃ-স্নেহবশত, মোঘল সেনাদ্বয়কে নিহত করে, প্রতাপের অশ্ব চাতকের মৃত্যু হওয়ায়, স্বীয় অশ্ব প্রতাপকে দান করে, সেলিমের নিকট ফিরে এলেন। কিন্তু প্রতাপের হাতে দুর্দ্দশার গল্প সেলিম বিশ্বাস করলেন না। 'রাজপুত ধর্ম্ম নয় অসত্য কথন' সুতরাং সেলিমের নির্দ্দেশে শক্তি সিংহ সত্যকথা বললেন। ফলে মোঘল সেনাদল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি 'স্বীয় দলে বলে চলে ভেটিতে রাণায়'। এবং কুল-কবি তাকে "খোরাসানী, মুলতানী, আগল" আখ্যান দিলেন। কবির পাদটিকা : "এই উপাদানের তাৎপর্য এই যে, যে দুই মুসলমান রাণা-প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবমান হন তাহারা খোরাসান ও মুলতান দেশের আমীর ছিলেন।" এ মন্তব্য টডের বর্ণনার হুবহু অনুবাদ।[১]

সম্রাট আকবর প্রতাপের পলায়ন এবং প্রতাপ-শক্তি ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলনে রুষ্ট হলেন। শ্যালকের অপমান ও শিশোদীয় সীমন্তিনী প্রাপ্তির জন্য এখন তাঁর মন বিষন্ন। অবশেষে 'দৈববশে' একদিন আকবর শুনলেন যে 'ভিকানের রাজভ্রাতা পৃথ্বি কবিবরের' পত্নী সতী হচ্ছেন প্রতাপ-ভ্রাতা শক্তি সিংহের কন্যা। পৃথ্বি সিংহ আকবরের দিল্লী দরবারে কাব্যকলায় নিযুক্ত। সুতরাং সতীকে অন্তঃপুরে আনা অসম্ভব নয়।

একথাভেবে সম্রাট 'নৌরজা'-পর্ব আয়োজনের আদেশ দিলেন। বলা হল : দিল্লীর অন্তঃপুরে আয়োজিত এই নারীদের মেলার ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে হিংসাদ্বেষ লোপ পাবে এবং তরলবাক নারীমুখে রাজ্যের নানা অসন্তোষ ইত্যাদির কথা অনায়াসেই সম্রাট জানতে পারবেন। মাসে মাসে এই মেলা বসতে লাগল। অবশেষে সতীকে পাবার পন্থা হিসেবে আকবর প্রথমে 'সতীর ভাসুর জায়া' 'প্রগলভা প্রমদা····· প্রৌঢ়মতি' 'ভিকানেরী' রায়মল্ল-রাণীকে হস্তগত করলেন সে 'আকবরে দেহ দিল মনে ধন্য মানি'।

এবং শেষ পর্যন্ত একদিন, মেলা পুরুষ সম্পর্কহীন এবং প্রিয়বাদিনী চারুশীলা মহিষী যোধাবাঈ—দিল্লীশ্বর যার দাস সম—তার প্রশংসা কথা, ইত্যাদি বলে

১ Tod, *op. cit.* Vol I 396

ভিকানের রাণী সতীকে 'নৌরজায়' যেতে প্রলুব্ধ করল এবং 'জায়ের কথায় সতী পাইল বিশ্বাস।'

তৃতীয় সর্গে 'নৌরজের' বর্ণনা প্রসঙ্গে 'ঢাকা জনপদের' প্রশংসা—

সাবাস সাবাস তোরে ঢাকা জনপদ।
শিল্পচাতুরীতে তোর অতুল সম্পদ ॥
পরাভূত সবে বটে কৈল বাপকল।
কিন্তু জয়ী তব শিল্প চাতুর্য-কৌশল ॥

চতুর্থ সর্গে, সতী নৌরজার মেলায় এসেছেন—দূতমুখে সংবাদ পেয়ে বাদশাহ আকবর যোগীবেশ ধারণ করে তার দর্শনে চললেন। ও দিকে মানসিংহের ভগ্নি যোধাবাঈ আকবরের প্রধানা মহিষী হলেও, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের বার বছর নাপিতের ঘর করা বামুনী মোক্ষদার মত দাম্ভিক, 'রাজপুত কুল দর্পেতে দর্পিতা।' তাই 'সতীর সতীত্ব রক্ষা চিন্তিল ললনা।' অবশ্য সতীর প্রভাবে ভবিষ্যতে স্বীয় কর্তৃত্বের আসন বিচলিত হবার সম্ভাবনা চিন্তা করেও তিনি এই কাজের প্রেরণা লাভ করলেন। এবং নিজে যোগিনীবেশ ধারণ করে 'দেবানী খাসেতে আসি করিল প্রবেশ।' সেখানে যোগীবেশে সম্রাট বৃক্ষতলে নারীদের হস্তলিপি পাঠ করছেন এবং সতীকে সেস্থানে আনতে চেষ্টা করছেন 'ভিকানেরী'। যোগিনীবেশী যোধাবাঈ ছদ্মবেশী সম্রাটকে ভণ্ড ইত্যাদি বললে সম্রাট গীতিকা-নারীদের দিকে গেলেন। সেখানে যোগিনী যেয়ে তাঁকে 'পূর্ব জন্মকথা' স্মরণ করতে বললেন। এ প্রসঙ্গে কবির পাদটীকা—

"অপ্রকাশ নহে, এতদ্দেশে এরূপ প্রবাদ আছে আকবর শাহ পূর্ব্বজন্মে এক ব্রাহ্মণ তনয় ছিলেন, পাপভ্রষ্ট হইয়া যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অপর, আকবর শাহ জাতিস্মর ছিলেন, বোধ হয়, সুচতুর আকবর এরূপ প্রবাদ প্রচার দ্বারা স্বীয় হিন্দুপ্রজামণ্ডলে সমধিক প্রিয় হইবার চেষ্টা পাইয়া থাকিবেন।" (৫৫)

এদিকে নিকটে জা'কে না দেখে সতী কাতর হয়ে পড়লেন। এবং 'কাত্যায়িনী'কে স্মরণ করে, নানা স্তবস্তুতি করতে করতে প্রবেশপথ অভিমুখে একাকী চললেন। শূন্যপ্রাসাদ। অকস্মাৎ দৈববাণী হল ঃ

কোন তুচ্ছ আকবর যবন কুমার।...
এই লও তরবারী প্রসাদে আমার ॥ (৫৭)

এমন সময় 'সহসা ভোটিল তথা আসি দিল্লীপতি।' এবং—

কহিনুর রত্ন ভেট দিয়ে সতীপদে।
জানুপাতি কহে যুক্ত করকোকনদে ॥...

রাঙ্গাপায়ে বিকায়েছি প্রাণ আর দেহ
প্রসন্ন হইয়া দীনে কৃপা দৃষ্টি দেহ ॥

এই আকস্মিক প্রেম-নিবেদন ও ঘটনার গুরুত্বে সতী বিমূঢ় হলেও ক্ষণকালের মধ্যেই তার ক্ষাত্রতেজ প্রদীপ্ত হল এবং হতচকিত আকবর, কবি কৌশলে, 'সতীর' হাতে বিড়ম্বিত ও অপমানিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অংশটি বিশেষ কৌতুকাবহ। এ অংশ টডের বর্ণনায় সংক্ষিপ্ত।[১] কবি এই সংক্ষিপ্ত উপাদানই বিস্তৃত কাব্যরূপ দিয়েছেন।

কেশরি-কুমারী প্রায় বিষম বিক্রম।
কহে সতী, "শুন রে মোগল নরাধম ॥
তুমি না ধার্ম্মিক ধীর বীর বাদশাহ।
তুমি না জগৎগুরু বলি যশ চাহ ॥
তুমি না অভেদজ্ঞানী সর্ব ধর্ম্মপতি।
তুমি না সাধুর শ্রেষ্ঠ সুরতি সুমতি ॥
এই কি বীরত্ব তব যবন তনয়।
এই কি তোমার ধর্ম্ম রে রে দুরাশয় ॥
এই কি তোমার পুণ্যব্রত পরিচয়।
এই কি তোমার কীর্ত্তি কলুষ নিলয় ॥
ধিক ধিক রে মোগল দুরাচার।
মনে ভাব পরলোকে কিসে হবে পার।

হিতোপদেশ শুনে আকবর ভাবলেন, 'সুনিশ্চয় পতিব্রতা এই নারী।' একে কোহিনুর রত্নে কেনা যায় না। কিন্তু যাই হোক, একে 'ছলে বলে বশীভূত' করতেই হবে। 'শুদ্ধ দেহে যদি যায় কলঙ্ক রটিবে'। কিন্তু আকবর বাহু প্রসারিত করে সতীকে ধরতে যেয়ে স্মরশরাঘাতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন; সতী তার বক্ষে পদাঘাত করে বলতে লাগলেন —

১ Tod, *op. cit.* 401—2.

"আরে রে গোলাম পুত্র গোলাম দুর্জ্জন।
এত বড় সাধ্য তোর শূকর নন্দন।
কোথায় করেছ আশা পাপিষ্ঠ পামর।
শৃগাল হইয়া চাহ সিংহ সুতা কর॥
জান না ভানুর বংশ ভানু অংশধর।
শিশোদীয় পুরুষ প্রমদা পরিকর॥
রে দুর্ম্মতী আমরা মোগল সুতা নই।
বানুরের বানরী স্বরূপ বাঁধি হই॥
আমাদের অস্ত্র নহে সূচিকা কর্ত্তরী।
এই দেখ করে করবাল ভয়ঙ্করী॥
এই দেখ পরীক্ষা তাহার দুরাচার।
এই রে তৈমুর বংশ করিরে সংহার॥"

আকবর মুর্চ্ছিত হলেন। দৈব বাণী হল, ধন্য ধন্য। এই ভীমমূর্তি দেখে ভীত আকবর 'সবিনয়ে' বললেন ঃ

"জানিলাম তুমি সতী সত্য পতিব্রতা।
ক্ষত্রকুল পবিত্রকারিনী কল্পলতা॥
করিয়াছি অপরাধ মাগি পরিহার।
রোষ পরিহর হর দুর্গতি আমার॥
করিলাম মাতৃরূপে তোমায় স্বীকার।
স্বচ্ছন্দে সুখেতে যাহ গৃহে আপনার॥
একমাত্র ভিক্ষা মম কর অঙ্গীকার।
প্রকাশ না হয় যেন এই সমাচার।"
শান্ত হয়ে সতী কহে, "তবে ক্ষমি আমি।
যদি এক প্রতিজ্ঞা করহ ক্ষিতিস্বামী॥
সত্যকর কোরাণ শরীফ শিরে ধরি।
লিখে দেহ নিজপাঞা দস্তখৎ করি॥
যদবধি তুমি কিম্বা তব বংশধর।
ভারতের সিংহাসনে থাকিবা ঈশ্বর॥
ছলে বলে কি কৌশলে দিল্লী অধিকারী।
না আনিবে নিজপুরে রাজপুত নারী॥"

'তথাস্তু' বলিয়া শাহ করে অঙ্গীকার।
লিখে দিলে সেই কথা আজ্ঞা অনুসার॥
পুনারায় বহুতর করিল বিনত।
প্রসন্ন হৃদয়ে গৃহে ফিরে গেল সতী॥

শূরসুন্দরীর প্রশংসাপত্র রচয়িতা *Calcutta Review*এর সমালোচক (১৮৬৮)[১]

লক্ষ্য করেননি যে, রাজপুত লোক কবিদের রচিত এই 'লম্পট' আকবরের উপাখ্যান ইতিহাসের সমর্থনহীন[২] বস্তুত, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে আকবর রাজপুত ললনা বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন।

> "On his way to Azmir Raja Bihari Mal of Amber, who had been the first Rajput chief to be presented at his court, obeyed a summons to wait on him, attended the camp with his whole family, and begged Akbars acceptance of his daughter in marriage. His offers were accepted and at Sambher, on his return march, Akbar married the princess, who eventually became the mother of Jahangir, and received into his service Man Singh the nephew and adopted son of Bhagwan Das, Bihari Mal's heir.
>
> This was the first fruits of Mir 'Abdul Latif's teachings and the earliest indication of Akbar's noble resolve to be a father to all his people, Hindus as well as Muslims, to be emperor of India, in short, rather than the commander of a small garrison, alien in religion, and to a great extent in blood to the mass of people.[৩]

সুতরাং শ্যালকের দুর্দ্দশায় উত্তেজিত হয়ে আকবর প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন একথা কবিকল্পনা মাত্র। সেলিমের সঙ্গে প্রতাপের যুদ্ধ অসম্ভব।[৪] এবং নওরোজ মেলাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র (রাজনৈতিক) কারণে অনুষ্ঠিত হত।[৫] রাণা প্রতাপ

---

১ ঘোষ, মন্মথনাথ পূর্বোক্ত, উদ্ধৃত, পৃ ৩৭৮—৩৮২

২ See Tod, p 402 fn. by Crooke.

৩ *The Cambridge History of India*, IV, pp 81—2

৪ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৫ See *Ain-i-Akbari* Vol 1, 276; *Memoirs of Jahangir*, trans, Rogers-Beverage, 48; *Cambridge History of India* Vol IV, 134.

ব্যতীত সকল রাণাই সম্রাট অথবা সম্রাট পরিবারে কন্যাদান করেছিলেন এবং রাণা প্রতাপ মানসিংহকে ব্যঙ্গ করতে ইতস্তত করেন নি সত্য[১] ; তবে তারই প্রতিফল বিধানের উদ্দেশ্যে আকবর তাঁর উচ্চ আদর্শ থেকে নেমে এসেছিলেন একথা অর্থহীন। বরং আকবরের ধর্মীয় সংস্কারের ফলে রাজপুতেরা মোগল সম্রাটের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে যে উৎসুক হচ্ছিলেন একথা রাজপুত কবিদের পক্ষে অগৌরবের বলে মনে হয়েছে এবং রাণা প্রতাপের অকলঙ্কিত পরিবারকে কেন্দ্র করে সম্রাটের বিরুদ্ধে কবিসুলভ উষ্মা প্রকাশের সুযোগ খুঁজেছে।[২] রঙ্গলাল এই উষ্মাকেই তার রচনায় গ্রহণ করেছেন।

অথচ, সবিস্ময়ে স্মরণযোগ্য যে, আকবরের সমকালীন বাঙ্গালী কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গলে সম্রাটের ন্যায়নিষ্ঠা, সর্বজাতি ও সাহিত্য প্রীতি সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মন্তব্য আছে।[৩]

---

১ "He (Man Singh) was a loyal servant of Akbar and he had no reason to love Protab Singh, who made no secret of his opinion of those Rajputs who had given daughters and sisters in marriage to Muslims, even of the Imperial house,.....' *Cambridge History of India*, p 117.

২ "What true Rajput would part with honour for nine days (Nawroze) ; yet how many have bartered it away ? ... Despair has driven man to this mart, to witness their dishonour : from such infamy the descendant of Hamir (Protap) alone has been preserved. ...This broker in the market of men (Akbar) will one day be overreached ; he cannot live for ever : then will our race come to Protap, for the need of the Rajput to sow in our disolate lands ..." Tod *op. cit.* p p 399—400

৩ মাধবচার্য্য, চণ্ডীমঙ্গল, দ্রষ্টব্য।

See also Sen, Dr. Dinesh Chandra, *History of Bengali Literature*, pp 335—336

৪

কাঞ্চিকাবেরী [১] কাব্যে প্রসঙ্গত ঔরঙ্গজীবের কথা আছে। কাব্যরচনার '৩৫ বৎসর' আগে কবির '১৫ বৎসর বয়ক্রম' কালে 'ষ্টার্লিং লিখিত উড়িষ্যার বিবরণ' পাঠ ও পরবর্তীকালে 'তালপত্রে লিখিত ছন্দোভঙ্গ পদভঙ্গ প্রভৃতি নানা দোষে দুষিত একখানি কাঞ্চিকাবেরী পুথি···সমাদর পূর্ব্বক পাঠ' বর্তমান কাব্যরচনার প্রেরণা। [২] কাব্যের সূচনায় হিন্দুদের পুণ্যভূমির সীমা নির্দেশ করা হয়েছে ঃ

উত্তরেতে হিমালয় দক্ষিণেতে শিলোচ্চয়
বিন্ধ্য নামে সীমার নির্দ্দেশ।
পশ্চিমেতে বিনশন, পূর্ব্ব সীমা নিরূপণ
পুণ্যময় প্রয়াগ প্রদেশ॥
এ সীমা লঙ্ঘন করি পুণ্যভূমি পরিহরি
যে যাইত তার জাতি নাশ
দক্ষিণাপথে বা অঙ্গে কিম্বা ত্রিকালিঙ্গ বঙ্গে
ছিলমাত্র ম্লেচ্ছের নিবাস॥ (পৃ ১৫৩, ১৫৪)

পুরুষোত্তমদেবের রাজ্যাভিষেকের ঘটনা পাদটীকায় বলা হয়েছে—

"কপিলেন্দ্রদেবের শেষাবস্থায় মুসলমানেরা দক্ষিণ হইতে উৎকল দেশাক্রমণ-করণে অগ্রসর হয়। মুসলমানদিগের সহিত শেষ সমরে পুরুষোত্তমদেব কপিলেন্দ্রদেবের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া সবিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন, কিন্তু এই শেষ সমরে কপিলেন্দ্রদেব কৃষ্ণানদীতীরে পরলোক প্রাপ্ত হন। সেই স্থানেই মন্ত্রীবর্গ পুরুষোত্তমদেবকে রাজপদাভিষিক্ত করেন।" (পা. টী. ১৬০ পৃ)

পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকায় 'অর্থলোভে' হিন্দু জমিদারদের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ ও এতে ঔরঙ্গজীবের ভূমিকার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

"রাজা পুরুষোত্তম দেব পোতেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণকে ১৪০৮ বাটী অর্থাৎ ২৮১৬০ উৎকলদেশে প্রচলিত বিঘাভূমি সূর্যগ্রহণ কালে গঙ্গাগর্ভে দান করেন। তাম্রপট্টে ক্ষোদিত উক্ত দানপত্র অদ্যপি বর্তমান আছে। উক্ত পোতেশ্বরের

---

১ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গলাল, কাঞ্চিকাবেরী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ গ্রন্থাবলী পৃ ১৪৭—১৮৫।

২ ঐ, পৃ ১৪৮, ১৫০।

বংশধর সর্ব্বেশ্বর ভট্টকে ময়ুরভঞ্জের রাজা দূরীভূত করিয়া দিয়া সেই ব্রাহ্মণ শাসন স্বরাজ্যের সামিল করিয়া লন। সর্ব্বেশ্বর মুর্শীদাবাদের নবাবের নিকট আর্ত্তনাদ করাতে নবাব ময়ুরভঞ্জের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন—কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের প্রতি যুদ্ধের ব্যায় পরিশোধ করিতে আজ্ঞা দেন, সর্ব্বেশ্বরের বিষয়চ্যুত বিধায় সেই ব্যায়দানে অক্ষম হইলেও নবাব তাহার আর্দ্ধাংশে শ্রুতিপাত করিলেন না। অগত্যা দরিদ্র ব্রাহ্মণ আগ্রায় গমণ করিয়া দিল্লীশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত হিন্দুদ্রোহী ছিলেন; তিনি একদা সর্ব্বেশ্বরকে কৌতুকচ্ছলে কহিলেন, 'যদি তুমি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হও, তবে তোমার বিষয় তোমাকে দিতে পারি।" সর্ব্বেশ্বর বার বার ইহাতে অসম্মত হইলেন কিন্তু পরিশেষে নিরুপায় হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া প্রত্যর্পণের আদেশ আনিয়া ভূমি সম্পত্তিতে পুণরাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অদ্যপি পোতেশ্বর ভট্টির বংশীয়েরা গড়পদার ভূঞা নামে বিখ্যাত আছেন, মুসলমানদিগের সহিত করণ কারণ সম্বন্ধে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদিগের বাটিতে দেবালয় সকল এবং হোমকুণ্ড প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে।....." (পা, টী, ১৬০ পৃ)

কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, যে রঙ্গলাল ধর্ম্মান্তর গ্রহণে নয়, মুসলমানের সঙ্গে ভগ্নি বিবাহের জন্য জাতিচ্যুত মানসিংহের প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র করুণাপোষণ করেননি তিনিই মুসলমান 'সিংহপুর' ও 'গড়পদার ভূঞার কুমারের' প্রসঙ্গে বলেছেন—

কিন্তু রাজলক্ষ্মী যারে করেন বরণ।
কি ছার পদার্থ তার কুলের গঞ্জন?
রাজচক্রবর্ত্তী কুণ্ড গোলকান্দি।
পাণ্ডু আর যুধিষ্ঠির কে বা প্রতিবাদী?
ভোজরাজ, মদ্ররাজ, দ্রুপদ নৃপতি।
পাণ্ডবে কুটুম্ব করি চরিতার্থ অতি।
সেইরূপ উৎকলের অধিপতি প্রতি।
কন্যাদানে অগ্রসর কত মহীপতি॥ (পৃ ১৬০)

# ৩ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

## ১

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) সুস্পষ্ট মুসলিম বিদ্বেষে চিহ্নিত। মধ্য-বিত্ত-মানসিকতার দ্বিতীয় স্তর—সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ও গোত্রপ্রীতির তিনি পুরোধা। "তিনি দেশ বলতে বুঝেছেন কোন বিশেষ গোত্রের রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধিজাত আবাস পরিকল্পনা।"[১] ফলত হিন্দু-গৌরব প্রতিষ্ঠার বাসনায় ইংরেজ তোষণ ও মুসলমানকে হীনবর্ণে ও প্রতিপক্ষরূপে চিত্রিত করার রঙ্গলালীয় পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এবং এক্ষেত্রে, আবেগমুগ্ধতাকে মুখ্য জেনে, প্রতিপাদ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে, তিনি ইতিহাস বা ইতিহাস-নামীয় কোন প্রচলিত বা পূর্বরচিত রচনাকে নির্ভর না করে স্বয়ং ঐতিহাসিক আবরণে কাল্পনিক কাহিনী-কাব্য রচনা করেছেন। বীরবাহু কাব্যের[২] (১৮৬৪) বিজ্ঞাপনে লেখকের স্বীকৃতি : "উপাখ্যানটি অদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূল নহে। পুরাকালে হিন্দু কুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থে কি প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কালনির্ণয়ার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান অনাবশ্যক।"

খেদোক্তিতে বীরবাহু কাব্যের সূচনা :

আর কি সে দিন হবে জগৎ জুড়িয়া যবে, ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
কবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ, ভারতবাসীর মন, নানা রসে তুষিত॥
যবে দেহ অবতংস, রঘু-কুরু-পাণ্ডু বংশ, যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।
ভারতে পুনর্ব্বার, সে শোভা হবে কি আর, অযোধ্যা হস্তিনাপাটে হিন্দুযবে বাসিত॥

---

১ হাই ও আহসান, পূর্বোক্ত পৃ ২৩৬

২ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পঞ্চদশ সংস্করণ, কলিকাতা, তা. বি. পৃ ৯—৩৪ (বীরবাহু কাব্য)

কাব্যের নায়ক 'কনোজের যুবরাজ' বীরবাহু প্রেয়সী হেমলতার সঙ্গে 'গ্রীষ্ম উপবনে' বিহাররত। অকস্মাৎ সেখানে এক যোগিনীর আবির্ভাব হল। যোগিনী নিজের ভৈরবী হবার ইতিবৃত্ত মুসলমানদের প্রতি অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করে শুরু করলেন ঃ

শোন রে পাপিষ্ঠ মুসলমান।
বাল্যে বিনাশিয়া পতি মোর কৈলি এই গতি
মম বাক্য না হইবে আন
টুটিবে সম্পদ বল রাজ্য যাবে রসাতল
বাতি দিতে বংশ নাহি রবে।
ব্রতে যদি ফল হয় দেবে যদি পূজা লয়
ইহার অন্যথা নাহি হবে॥ (পৃ ১২)

অতঃপর জানা গেল, কোন এক 'দ্বারকা নগরীর' 'সর্প'পুরীর 'রাজা সর্পেশ্বরের' কন্যা ইনি। 'স্বয়ম্বরায়' 'অম্বরপতিকে' মাল্যদান করে—

যাইতে পতির গেহে
পথিমাঝে দুষ্ট যবনের হাতে পড়িয়া।
তুমুল সংগ্রাম করি পতি যান স্বর্গপুরী
হেরি চিতহারা হয়ে পড়িলাম ঢলিয়া॥
জ্ঞান পেয়ে পুনরায় রুধির শুকায়ে যায়
যবনের গৃহমাঝে পড়ে আছি দেখিনু।
হেরে হয়ে নিরুপায় পড়িলাম দস্যুপায়
নানামতে নানাছলে নরাধমে তুষিনু॥
পরদিন লুকাইয়া ভিখারিনী হইনু।" (১২-১৩)

ভিখারিনী বেশে তীর্থদর্শনে যেয়ে মর্মবেদনা বৃদ্ধি পেল। কেননা ঃ

সুখের কৈলাস ধাম, কেবলি রয়েছে নাম
দেবের বিভব যত সমূলেতে ঘুচেছে।
জগতে পবিত্র স্থান, গিয়াছে তাহারো নাম,
সে পুরীও ম্লেচ্ছ পদ অপবিত্র করেছে।
যেখানে পিণাকধারী পিনাকে সন্ধান করি
অমরের রিপুকুল অকাতরে বধেছে॥

সেইখানে যবনেতে আরোহিয়া হিমপথে
অভয়-হৃদয়ে পার্ব্বতীয় অজা বধেছে। (১৩)

'বারাণসী'তেও—

দেখি বুদ্ধি হত হারা, চন্দ্রে কলঙ্কের পারা
প্রাচীন দেউল ভিতে দরগা গাথা দেখিনু ॥ (১৩)

এবং তখন—

পাপিষ্ঠ যবন নাশ করিতে অন্তরে আশ
পাণ্ডুপুত্র নাম ধরি কতই যে কাঁদিনু।
সব হৈল অকারণ না আইল কোন জন
ডুবেছে ভারতভাগ্য তবে সত্য জানিনু ॥

আর এখন বীরবাহুকে ইন্দ্রিয়াসক্ত দেখে—

আজি বুঝিলাম মর্ম্ম কেন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম
ভারত ভিতরে আর দরশন হয়না
কেনবা যবন দল ধরে এত বাহু বল
কেন হিন্দু-মহিলার কুলমান রয়না।

.....

আসিতেছে কতদূরে রণবেশে তূণ পুরে
পাঠান দুরন্ত দল মনে তা ত ভাব না।
কহিলাম সমাচার দেখো যেন পুনর্ব্বার
এই কামিনীরে দুঃখী মোর মত করোনা (১৩)

বীরবাহু তখন কনোজ ফিরে এলেন, অন্তরে 'চিন্তার শিখা' জ্বলল, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তিনি গগণে 'বিচিত্র স্বপন' দেখতে লাগলেন ঃ

".....একজন যবন ভূপতি।
শত হিন্দু নারী ধরি করয়ে দুর্গতি ॥
একপাশে আখণ্ডল সহ দ্বিজগণ।
গাণ্ডীব নিনাদে দূরে করে পলায়ন ॥
আর পাশে ডানি হাতে তরবারি ধরি।
কোরান ধরিয়া বামে রহে এক পরী ॥
তাহারে হেরিয়া যত ক্ষত্রিয় তনয়।
করপুটে পদতলে হেটমুখে রয় ॥...

স্থানন্তরে ম্লেচ্ছদূত করিয়া গর্জন।
হিন্দুরে সৎকার কার্যে করে নিবারণ ॥... (১৪)

ইত্যাদি হিন্দু-কাপুরুষতার ও মুসলিম অত্যাচারের 'স্বপ্নে' যখন বীরবাহু অচেতন তখন ভূপতির কাছে সংবাদ এল

দুরন্ত পাঠান-সৈন্য চতুরঙ্গ দলে।
কালান্ত কালের দূত সাজি এল বলে ॥
সিন্ধুরাজ্য শেষভাগে কাবুলের দেশ।
তাহার নৃপতি নাম সুলতান বকেশ ॥
তাঁর সেনাপতি নাম আলি মহম্মদ।
খেদাইয়া দিল্লীরাজে নিল রাজপদ ॥
লুটিল মথুরাপুরী কুল্লী কলিঞ্জর।
কান্যকুব্জ লুটিবারে আসে অতঃপর ॥...
অবলিম্বে ম্লেচ্ছ সেনা দেখা দিবে পুরে। (১৪)

সংবাদ শুনে

...নরপতি মনে বিপদ গণিল।
বুদ্ধিহারা মন্ত্রিগণ মন্ত্রণা ভুলিল ॥

কিন্তু যুবরাজ 'ক্রোধে কম্পিত দেহে' প্রতিজ্ঞা করলেন, "যবনে করিব জয়, রণে মহাশয়।" প্রেয়সী হেমলতা বললেন,

যবনে নাশিতে যাবে জগতে সুযশ পাবে
এমন সময়ে নাথ কি বলিব তোমারে।" ..(১৫)

সেনাসহ বীরবাহু 'নেপালের পথে' উপস্থিত হলে 'পরদিন অপরাহ্নে' 'অর্ধচন্দ্র শোভা নীল পতাকা উড়িল। যোজন ব্যাপিয়া শত্রুশিবির ছাইল।" বীরবাহু 'হিমগিরি শৃঙ্গোপরে' আরোহন করে—

প্রকাণ্ড প্রকৃতি দেখে যবনের সেনা।
শিরেতে ধবল বাস যেন ভাসে ফেনা ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে করে শরাসন।
পৃষ্ঠে তূণ কটিতটে কৃপাণ বন্ধন ॥ ...(১৫—১৬)

তখন বীরবাহু মহাভারতের বীরবৃন্দকে স্মরণ করে গর্জন করলেন—

"সেই পুরী আজি জয় কৈল মুসলমান।
কোথায় আছ ক্ষত্রগণ হও আগুয়ান॥
তবে রে যবন তোর নিকট মরণ।
সবংশে আমার শরে হইবি নিধন॥" ... (১৬)

গর্জনান্তে, প্রভাতে—

ম্লেচ্ছ 'মহম্মদ" ডাকে "হর হর হিন্দু হাঁকে
মহাক্রোধে দুইদল সমরেতে মাতিল।

কিন্তু 'বীরবাহু বক্ষোদেশে বাণে বিদ্ধ' হয়ে 'মূর্চ্ছা' গেলে সৈন্যগণ রণে 'ভঙ্গদিল'। 'জয় মহম্মদ বলি রিপুদলহাঁকে রে॥' 'পাঠান সৈন্য সমর জিনিয়া' সগর্জনে 'রাজধানী সন্নিধানে' এসে উপস্থিত হল। 'প্রাচীন রাজা' রণবীর প্রাণপন করে যুদ্ধে চললেন। কিন্তু "অসংখ্য পাঠান সৈন্য অন্তরে উল্লাস। হিন্দু সৈন্য ভগ্নশেষ অন্তরে হতাশ।" পরাস্ত রাজা 'চিতানলে' আত্মাহুতি দিলেন। হেমলতাও নগরের আবালবৃদ্ধ বণিতাসহ দেহত্যাগ করতে চললেন। কিন্তু আগুনে ঝাপ দেবার আগে' কেহ ধরে হাতে'।

ফিরে দেখে বিনোদিনী দুরন্ত পাঠান।
হেরিয়ে পড়িল ভূমে হারাইল জ্ঞান॥
আনন্দে পাঠান সৈন্য জয়ধ্বনি দিল।
সুলতান তুষিতে সঙ্গে আনন্দে চলিল॥ ...(১৬)

জ্ঞান ফিরে পেয়ে "দিল্লীরাজপুরে সতী কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।" কেননা, "সতীত্ব হরিতে চায় দুরাত্মা যবন॥"

হেমলতা তখন বিষপানে উদ্যত হলেন এবং ক্ষণস্থায়ী যৌবনের জন্য পাঠান-রাজের প্রলুব্ধ হওয়া অনুচিত ইত্যাদি তত্ত্বকথা স্বগতোক্তিতে উচ্চারণ করে পাঠান-রাজকে ভৎর্সনা করলেন, "দিন কতক জন্য এত বাড়াবাড়ি ভাল না।" কেননা,

তোরা ত হইবি নাশ যেতে হবে যম পাশ
হেন দিন চিরদিন কভু কারো সয়না।"

যৌবনের অসারতা ও ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্পর্কে এই তত্ত্বকথা কাহিনীকাব্যের নায়িকারা অনুরূপ পরিবেশে প্রায়ই উচ্চারণ করে থাকেন। হেমচন্দ্র এ রীতি রঙ্গলাল

থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই শূরসুন্দরী কাব্যের আকবরের উদ্দেশ্যে নায়িকা সতীর অনুরূপ উক্তি তুলনীয়। শূরসুন্দরীর প্রভাব বীরবাহুতে ঘটনাকল্পনার দিক থেকেও লক্ষ্য করা যায়। সতীর উদ্ধারকল্পে আকবর মহিষী যোধাবাঈ-এর মত এখানে হেমলতার উদ্ধারের জন্য দিল্লী অধিপতির জনৈক হিন্দু মহিষীকে তৎপর দেখা গেল। প্রলাপান্তে মুচ্ছিত হেমলতাকে যিনি 'ক্রোড়ে করে' বসালেন তাঁর আত্মপরিচয়ঃ

"পিতা রাজ্যেশ্বর দিল্লী-মহীধর
আমি ভাগ্যফলে ভজি ইহারে।"

হেমলতা উদ্ধারের পথ জানতে চাইলে "দিল্লী মহীপাল তনয়া" বললেন—

...সাথ কুলমান গিয়াছে সকল।
ভজিয়া যবনরাজে খেয়েছি গরল।...

দিয়াছি আমার ধর্ম্ম তোমার রাখিব॥...

যাই দেখি একবার ম্লেচ্ছরাজ পাশে।
বুঝিব আমায় ভালবাসে কি না বাসে॥"

দিল্লীপতি-দুহিতাকে দেখে 'শশব্যস্ত পাতশাহ পথিমধ্যে ভেটিল।' কিন্তু হেমলতাকে মুক্তিদেবার প্রস্তাব শুনেই—

ভোলা কথা মনে হ'লে উন্মত্ত যেমন॥
শুনিয়া পাঠানরাজ চমকি তেমতি।
আকুল নয়নে চায় কামাতুরমতি।...

পেয়েছি নবীন নারী ছাড়ি দিব নাই॥
মরুক বাঁচুক আর যা ইচ্ছা করুক।
পেয়েছি সুধার ভাণ্ড নিবারিব ভুক।
জানে না সুলতান আমি বিজয়ী জগতে।...

অনেক সাধিয়া শেষে সান্ত্বনা করিল।
তথাপি আসক্তি কোপ ঘুচাতে নারিল॥
বিস্তর কাঁদিয়া করি বিস্তর সাধনা।
অবশেষে একমাত্র পুরিল কামনা॥

যে অবধি হেমলতা প্রসব না হবে।
সে অবধি দাসীভাবে পুষ্পোদ্যানে রবে॥ (১৯)

ওদিকে গভীর অরণ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে বীরবাহু দেখল প্রিয় অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাকে দূরে নিরাপদস্থানে নিয়ে এসেছে। রাজ্যে ফিরে সকল কথা শুনে 'মমপত্নী যবনে হরিল,' একথা ভেবে বীরবাহু মর্মান্তিক যন্ত্রণা পেলেন। এবং

প্রমদার বিমোচন যবনকুল নিধন :
অদ্যাবধি এই মম পণ॥...

লক্ষ তরী ভাসাইব ম্লেচ্ছদেশ মজাইব
বানিজ্য করিব ছারখার।
তোর সিংহাসন পাত ম্লেচ্ছকুল ভস্মসাৎ
প্রেয়সীর করিব উদ্ধার॥

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য 'কলিঙ্গরাজ্যে' 'শ্বশুরের সৈন্য' সঙ্গে নেবার উদ্দেশ্যে বীরবাহু যাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্বে তাঁর উচ্ছ্বাস-ফেনিল মনোবেদনা—

এই কি কপালে ছিল জগন্মান্য ভূমি।
আমি হৈনু দেশত্যাগী বন্দী রৈলে তুমি॥

এবে সেই দেশমান্য ভারত-বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে॥..

যবনে করিয়া ছিন্ন তোমার মোচন।
কতদিন মনে মনে করিতাম পণ॥
পুনশ্চ হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করিব।...

ভারত জাগিল বলে ভূতলে জানাব॥
হায় আশা ফুরাইল জনম মতন।...

বিদায় জনমভূমি জনম মতন।
বিদায় ভারতবাসী স্বজাতীয়গণ॥...

একে শত্রু তাহে ম্লেচ্ছ তাহে প্রাণপিয়া।
কেমনে ধরিব কায়া জানিয়া শুনিয়া॥

অতঃপর নানা ভৌতিক কাণ্ডকারখানা ঘটল। এ সবের মধ্যে স্বাধীনতার বাসনা প্রকাশ করে বীরবাহুর আক্ষেপোক্তিই উদ্ধারযোগ্য ঃ এবং এই পংক্তিগুলো রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায়' ইত্যাদি পংক্তির মতই বলিষ্ঠ।

মাগো ও মা জন্মভূমি
আরো কতকাল তুমি
এ বয়সে পরাধীন হয়ে কাল যাপিবে।
পাষাণ যবন দল বল আর কত কাল।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে॥...

কাহার জননী হয়ে
কারে আছ কোলে লয়ে
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ। (পৃ ২৬)

অলৌকিক নারীদের সহযোগিতায় বীরবাহু 'নবভাবে দ্রবীভূত হয়ে' দিল্লীতে উপনীত হলেন। 'পাদশাহ আলমগীরের'[১] দরবারে উপস্থিত হলে তাঁর 'মহাতেজা মহাবীর' মূর্তি দেখে সম্রাট তাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন, অনুচরেরা স্বর্ণ সিংহাসন আনল। কিন্তু আসন স্পর্শ না করে, ক্রোধ সংবরণ করে, ব্যঙ্গভরে সদর্পে বীরবাহু 'ম্লেচ্ছ-মহীপাল ক্ষত্রবংশ-মহাকাল' আলমগীরকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। শর্ত—'হারি যদি নিজ নারী দিব।' শুনে পাতশাহ 'অন্তরে কম্পিত ডরে, বাহ্যে আস্ফালন করে।' কেননা—

...রণে দিলে ক্ষান্ত কুযশ হবে একান্ত
বিপক্ষ হাসিবে সর্বক্ষণ।
স্বজাতি গৌরব যাবে, হিন্দুকুল শোভা পাবে
আস্পর্দ্ধা করিবে দুষ্টজন॥ (৩০)

সুতরাং "ক্রোশ জুড়ি রণ ভূমি হইল নির্মাণ।" এবং "পৃথক পৃথক ভাগে হিন্দু মুসলমান"। যুদ্ধে বীরবাহু—

---

১ আওরঙ্গজেব নন। কেননা সর্বদা এঁকে 'পাঠান সেনা' বলা হয়েছে। তবে এ নাম ব্যবহার কাল্পনিক কাহিনীতে অনাবশ্যক বিভ্রমসূচক।

যবন মুণ্ড করিয়া খণ্ড
ভূমিতলে আনি পাড়ে রে ।।
পরমানন্দে ভূপাল বৃন্দে
সাধু সাধু সাধু বলে রে ।।
কাঁপায়ে সিন্ধু হরিষে হিন্দু
জয়বাদ্য করি চলে রে ।। (৩১)

এবং

কাটিয়া যবনমুণ্ড ডাকি উচ্চৈস্বরে ।
যবন ভূপাল বৃন্দে সম্বোধন করে ।।

"আরে রে নিষ্ঠুর জাতি পাষণ্ড বর্বর ।
পুরাব যবন-রক্তে শমন-খর্পর ।।
সাক্ষাতে হেরিলি কার কত বাহুবল ।
এবে রে যবনরাজ্য গেল রসাতল ।।
করতল দিল্লী পুরী করেছি রে আজি ।
আরো দেখাইব শীঘ্র অসিভল্ল-বাজী ।।
আমি রে ক্ষত্রিয় পুত্র নহিরে যবন ।
পালিব ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রাখি নিজ পণ ।।
প্রিয়ার উদ্ধার ম্লেচ্ছরাজ্য ভস্মসাৎ ।
অথবা সংগ্রামে দেহ করিব নিপাত ।।...

যতদিন ম্লেচ্ছহীন না হইবে দেশ ।
ততদিন না ছাড়িব সংগ্রামের বেশ ।।
না ভেটিব হেমলতা না হেরিব সুতে ।
ম্লেচ্ছনাম যতদিন জাগিবে ভারতে ।।

ক্ষত্রিয়দের উদ্দেশ্য করে বললেন—

থাকে যদি বীর্যবল সাজ হে সমরে ।
হের দুষ্ট ম্লেচ্ছদল আস্ফালন করে ।।

অবশেষে—

হারিল যবনদল হিন্দুপক্ষ কোলাহল
বিজয় হুঙ্কার নাদে চরাচর পুরিল ।

এবং বীরবাহুকে

'দিল্লীরাজ সিংহাসনে অভিষেক করিল ॥

মুক্তিপ্রাপ্ত হেমলতা সম্ভবত রামায়নের সীতার অন্তিম দশা স্মরণ করে স্বয়ং 'অনল প্রবেশের' প্রস্তাব করলেন। কেননা—

অশুচি যবন করি দরশন
ধরিয়া আনিল চুলে।

অবশ্য 'রাজস্থানময়' সকলেই হেমলতাকে 'সতী' বলে জানে আর তিনি দেহত্যাগ করলে বীরবাহু রাজ্যত্যাগ করবেন, ফলে—

পুনঃ হিন্দুরাজগণে ম্লেচ্ছ পরাজিবে রণে
পুনর্ব্বার এই রাজ্য করতল করিবে ॥

—বন্দী জীবনের সখী সেই 'দিল্লীশ্বর-কন্যা' এ সব 'অকাট্য' যুক্তি হেমলতার সামনে উপস্থিত করলে তিনি সংকল্প ত্যাগ করলেন এবং 'হেমলতাকে বামপাশে' নিয়ে 'বীরবাহু রাজপদে অভিষিক্ত' হলেন।

বীরবাহু কাব্যের ব্যর্থতা সম্বন্ধে মন্মথনাথ ঘোষের উক্তিই যথেষ্ট ঃ "ইতিহাসের ভিত্তির উপর কাব্য রচনা না করিয়া হেমচন্দ্র বোধ হয় ভাল করেন নাই। কারণ আখ্যানভাগে বা ঘটনাসংস্থানে তরুণ গ্রন্থকার তাদৃশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।"[১]

২

ছায়াময়ী[২] (১৮৮০) কাব্যে দান্তের ডিভাইন কমেডির অনুকরণে নরকের বিভৎসতা বর্ণনা করা হয়েছে। 'মুখপত্রে' কবি বলেছেন ঃ

"ফলতঃ বহুল প্রমাণে আমি তাঁহার (দান্তের) ভাবের ও রচনাপ্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ডিভাইন কমেডি বাইবেলের মতাবলম্বী একজন প্রকৃত খৃষ্টানের বিরচিত। নরক, প্রায়শ্চিত্ত নরক (purgatory) ও স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে

১ ঘোষ, মন্মথনাথ, হেমচন্দ্র, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা ১৩২৬, পৃ ১৪৮—৪৯।

২ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৭-২০৫।

যে সব মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে তাহা খৃষ্ট ধর্মের অনুমোদিত। এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সেই সকল মত ও উপদেশ হইতে অনেক ভিন্ন।"

এই স্বতন্ত্র 'মত ও উপদেশ' বর্ণনাকালে কবি নানা ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক ঘটনা ও ব্যক্তির অবতারণা করেছেন। কিন্তু বিভৎস রসের এই উপদেশাত্মক কাব্য রচনা কালে কবি আকস্মিকভাবেই নবাব সিরাজদ্দৌলাকে রোম-সম্রাট নীরোর সগোত্র করে, পাপীরূপে তাঁর 'নরকাবাসের' বর্ণনা দিয়েছেন। কবির ইতিহাসজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্পষ্টতর হয়েছে।

নরকে নীরোর দুর্দশা বর্ণনা করে 'দেবী' 'দেহীকে' অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে বললেন :

অঙ্গুলী হেলায়ে দেবী দেখাইলা নরে
পুরীর পরিখা ভিত্তি বুরুজ গম্বুজ কীর্ত্তি
চাহি পরে উর্দ্ধপানে দেখাইয়া পাপপ্রাণে
বলিলা—"শরীরি, তুমি চিন কি উহারে ?

অই পাপী নর আত্মা বিকট আকার
কৃষ্ণশ্মশ্রুধারী ছায়া ধরাতে ধরিলা কায়া
নিষ্ঠুর ভূপাল-বেশে যে নাম উহার

শুনিলে এখনি তুমি ঢাকিবে শ্রবণ ;
হৃদয় অঙ্গারময়— মানবের হৃদি নয়
বঙ্গের সৌভাগ্যচোর দৌরাত্ম আঁধারে ঘোর
কেতুরূপে ধরাতলে কৈল বিচরণ।

গর্ভবতী রমণীর জঠর খণ্ডিয়া
দেখিত জরায়ু পিণ্ড জীবিত জীবের দণ্ড
করিত অশেষরূপ দুর্ম্মদে ডুবিয়া।

দেখ সে পাপের চিহ্ন এবে আত্মাদেহে
পাষাণ্ডর হৃদিতল উগরিছে ক্লেদমল
হস্তপদ বক্ষঃ শির পাষাণ প্রাচীর স্থির
কালের করাল-ফণী সাধে অঙ্গ লেহে।

নড়িতে ফিরিতে ভোগ হের কি করাল।
ভয়ঙ্কর শলাকায়— মলাবিন্দু নাহি তায়
বিদারিত কণ্ঠতল কাঁদিতে নাহিক বল
জীবিত মৃতের ঘৃণা চিহ্ন চিরকাল।

চিন কি উহারে তুমি ?" বলি আত্মাময়ী
চাহিল দেহীর মুখে। শরীরী নিঃশ্বাসী দুখে
বলিল—"সিরাজুদ্দৌলা অই কি চিন্ময়ী ?"

ইঙ্গিতে হেলায়ে শির অমরী চলিল।..." (পৃ ১৯৩)

স্মর্তব্য যে, ছায়াময়ী প্রকাশের চার বছর আগেই নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৬) কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার সম্বন্ধে সত্য ইতিহাস সন্ধানের প্রয়াস সূচিত হয়নি। এ সম্বন্ধে পলাশীর যুদ্ধ প্রসঙ্গে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব।

৩

আলোচিত কাব্য দুটি এবং কবিতাবলী (খণ্ড কবিতা সংকলন) ছাড়া হেমচন্দ্রের রচনায় মুসলিম প্রসঙ্গ নেই। হেমচন্দ্রের সুপরিচিত কাব্য বৃত্রসংহার (১-১১ সর্গ ১৮৭৫, ১২-২৫ সর্গ ১৮৭৭) পুরাণ-অবলম্বিত কাহিনী—মধুসূদনের ব্যর্থ অনুকরণ। বস্তুত বৃত্রসংহার হেমচন্দ্রের প্রধানতম রচনা বলে কথিত হলেও তাঁর মূল মানসিকতা 'স্বদেশ প্রেমের উত্তেজনা সঞ্চার'[১] এবং এ-মানসিকতার আন্তরিক প্রকাশ বীরবাহু কাব্যেই ঘটেছে। সুতরাং আমাদের বর্তমান আলোচনায় হেমচন্দ্রের মূল মানসরূপকে আমরা উদ্ঘাটন করেছি—একথা বলা চলে।

১ সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩-স, ১৩৬২ পৃ ৩৫৬

# ৪ দীনবন্ধু মিত্র

## ১

উনিশ শতকের বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-৭৩) কাব্যচর্চায়ও উৎসাহী ছিলেন। এই কাব্যচর্চা যদিও তার খ্যাতিবৃদ্ধির কারণস্বরূপ হয়নি তবুও দীনবন্ধুর কাব্যকে আমাদের বর্তমান আলোচনাভুক্ত করতে পারাটা কিঞ্চিৎ তাৎপর্যপূর্ণ বটে।

আসলে সমাজ-সমালোচনার ও সমবেদনার একটি তীব্র অন্তরাবেগ দীনবন্ধুকে নাটক রচনায় সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলেও হয়ত তাঁর প্রতিভার অন্তরধর্মটি ছিল কবি স্বভাবের। বিষয়বস্তুর গুরুত্বে ও লেখকের অবলীলাক্রম প্রকাশ ক্ষমতার গুণে, প্রচুর ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও, তাঁর নাটক বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং নাট্যকারের এই জনপ্রিয়তার আড়ালে তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ-সম্ভাবনা লুপ্ত হয়েছে।

প্রধান প্রধান রচনাগুলো শুরু করার আগে দীনবন্ধু বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক-দের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সব উদ্ধৃতি যেমন রচনার উদ্দেশ্যকে তেমনি রচনাকালে লেখক-মানসের অবস্থাকে বহুলাংশে পরিস্ফুট করেছে। সুরধুনী কাব্যের শুরুতে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিটি হচ্ছে :

> "Poetry has been to me its own exceeding great reward. It has soothed my afflictions ; it has multiplied and refined my enjoyments : it has endeared solitude ; and it has given me the habit of wishing to discover the good and the beautiful in all that meets and surrounds me." Coleridge [১]

বলাবাহুল্য কোলরিজের সুরে এই বিশুদ্ধ আনন্দ ও নির্জনতার সম্মোহ, এই চতুর্পার্শ্বের জগতে সুন্দরের সন্ধান, এই কাব্যের মধ্যেই অপূর্ব অনাস্বাদিত পুরস্কার লাভ—সব

---

১ মিত্র, দীনবন্ধু ; দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা তা. বি., পৃ ১২৬ ;
মিত্র, দীনবন্ধু : দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড (৬ : সুরধুনী কাব্য), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৫৯।

কিছু দীনবন্ধুর অন্তরশায়ী নিটোল কবিপ্রাণের পরিচয়কেই বহন করছে। নাট্যকার তাঁর সমকালীন জীবনের গ্লানী ও দুর্দশা, গোড়ামী ও উচ্ছৃঙ্খলতা, অত্যাচার ও পীড়নের চিত্র অঙ্কনে যেন সামাজিক কর্তব্যবোধে নিয়োজিত ছিলেন অথচ অন্তরালবর্তী কবিপ্রাণটি চারপাশের জগতে সুন্দরের সন্ধান করেছে, আনন্দের সন্ধান করেছে নির্জনতায়। ফলত অন্তরধর্মটি কবি স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও নাট্যকারের জনপ্রিয়তায়, তার পরিণাম রমনীয় হয়নি।

নাটকের ভাষায় প্রচুর সমিল চরণের ব্যবহারে তৃপ্ত এই অপরিণত কাব্য প্রতিভার স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া যায় একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য (সুরধুনী) ও দুটি খণ্ড কবিতা সংকলনের (দ্বাদশ কবিতা ও পদ্যসংগ্রহ) আকারে। সমিল ও সরল পদ্যবন্ধে পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত এ সমস্ত রচনায় তাঁর সাহিত্যগুরু ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব এবং রঙ্গলালের রীতি অনুসরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ তাঁর কাব্যে নেই। যদিও সুরধুনীর পূর্ববর্তী লীলাবতী (১৮৬৭) নাটকে পয়ারের নিন্দা[১] এবং অমিত্রাক্ষরে সংলাপ রচনার চেষ্টা আছে। অবশ্য "মধুসূদনের ছন্দ দীনবন্ধু বুঝিতে পারেন নাই। তাই সে অনুকরণ পয়ারের অপেক্ষাও ব্যর্থ"।[২] তবে যেমন নাটকে তেমনি কবিতায় অনায়াস-ভাষণই দীনবন্ধুর বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত এ কারণেই রমেশচন্দ্র দত্ত এ সব কাব্য 'distinguished by harmonious flow of verse'[৩] বলে মনে করেছিলেন।

---

১ "হেম।..কতকগুলো পয়ারে বয়ার জুটে মাতৃ-ভাষাকে দগ্ধে মারচেন। পয়ারে বয়ারদের পয়ার গয়ারের মত, কিন্তু সরল গয়ার নয়। গলা আঁচড়ে তোলা—তাঁদের ত্বরায় যক্ষা হবে। তাঁদের পদ্যে এত রস, তাঁদের পদ্য কি গদ্য কেবল চদ্দয় জানা যায়। মাতৃভাষা স্বাধীনতার শোকে গলায় দাড়ি দিয়ে সস্বনে গাছে ঝুলছিলেন, গলার গোড়ায় ধুক ধুক করতেছিল, বিদ্যাসাগর বাবু মহাশয়—তাকে অমৃত খাইয়ে সজীব করেচেন"—লীলাবতী ২ : ২। মিত্র, দীনবন্ধু, গ্রন্থাবলী, বসুমতী সং পৃ ৮৭।

২ সেন, সুকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৯

৩ Dutt, Romesh Chunder, *The Literature of Bengal*, Revised edn, Thacker Spink & Co, Calcutta 1895, p 191.

দীনবন্ধুর কাব্যে মুসলিম জীবন-চিত্রণের কোন প্রত্যক্ষ উৎসাহ আমরা দেখি না। তবে মূল কাব্যকথার প্রাসঙ্গিক মন্তব্য হিসেবে মুসলিম জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে কিছু আবেগযুক্ত উষ্মা ও কৌতুকরসের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

২

॥ ১ ॥

হিমালয় থেকে সমুদ্র-সঙ্গমে গঙ্গার যাত্রাকে উপলক্ষ্য করে গঙ্গার দু'পাশের স্থান সমূহের বর্ণনাই সুরধুনী কাব্যের (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) বিষয়বস্তু। বলাবাহুল্য, লেখক স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে চেয়েছেন বলে এখানে গঙ্গার আদিকালের যাত্রাপথ বর্ণিত হয়নি, বরঞ্চ এ কাব্যে, লেখকের প্রয়োজনানুসারে, গঙ্গা যেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তার আপন পথে অন্যান্য নদনদীর সঙ্গে সমকালীন উপকূলবার্তা আলাপ করতে করতে উৎস থেকে সাগরে চলেছে। বসুমতী সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে 'প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে' বলা হয়েছে—

> "এই পুস্তকে বর্ণিত, নানা স্থানের ও দৃশ্যাবলীর, অধুনা অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। ...১৮৭১ সালে সুরধুনী কাব্য প্রথম ভাগ প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় ভাগ কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু প্রণীত গ্রন্থকারের জীবনী হইতে জানা যায় যে, প্রথম সংস্করণের অনুমান ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইহার রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। কবির সমসাময়িক ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মহানুভবগণের বিবরণ, ইহাকে ইদানীন্তন পাঠকমণ্ডলীর নিকট সমধিক আদৃত করিবে। ফলত ঐতিহাসিকতাই ইহার একটি বিশেষত্ব;...।" (পৃ ১২৭)

দীনবন্ধুর কাব্য-প্রতিভা সম্বন্ধে বঙ্কিম শ্রদ্ধাশীল থাকলেও সুরধুনী কাব্য সম্বন্ধে তাঁর কোন মুগ্ধতা ছিল না। বঙ্কিমের ভাষায়ঃ

> "দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রণীত কবিতা সকল পাঠক সমাজে আদৃত হইত। তিনি সেই তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ "সুরধুনী" কাব্য এবং "দ্বাদশ কবিতা" সেই পরিচয়ানুরূপ হয় নাই।...
>
> সেই সকল কবিতা যেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, "সুরধুনী" কাব্য এবং 'দ্বাদশ কবিতা" সেরূপ প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়।

হাস্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল।... সুরধুনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের আশ্রয় মাত্র নাই।....

"সুরধুনী" কাব্য অনেকদিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশ "বিয়ে পাগলা বুড়ো"রও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহাও প্রচার না হয়, আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম,—আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। বোধহয়, অন্যান্য বন্ধুগণও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা অনেকদিন অপ্রকাশ ছিল।...

"কলিকাতা রিবিউতে সুরধুনী কাব্যের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অন্যায় বোধ হয় না। দীনবন্ধু যে ইহাতে রাগ করিয়াছিলেন, ইহাই অন্যায়।" [১]

যা হোক, কাব্য হিসেবে সুরধুনী গৌণমূল্যের হলেও তোরাপের (নীলদর্পণ, ঢাকা ১৮৬০) অবিস্মরণীয় স্রষ্টার তুলিতে পরবর্তীকালে মুসলিম প্রসঙ্গ কি বর্ণে চিত্রিত হয়েছে তা বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গেই লক্ষ্যযোগ্য। এবং নীলদর্পণের নাট্যকারের কাছে সিপাহী বিদ্রোহের মূল্য কি—তাও উপভোগ্য।

॥ ২ ॥

পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত সুরধুনী কাব্যে দশটি সর্গ। দ্বিতীয় সর্গের শেষে গঙ্গা কানপুরে পৌঁছেচে ;

যথায় দুরন্ত নানা নির্দ্দয় নিষ্ঠুর,
না জানি ইংরেজ কুল কত বাল ধরে,
অজ্ঞানে হইয়া অন্ধ মাতিল সমরে,
বধিল বিলাতী বামা সহ কচি-ছেলে।
সাহেব ধরিয়ে কত কূপে দিল ফেলে।
সেনার বিকার ভাব শাসনে সারিল
সময় বুঝিয়া নানা বনে পলাইল।"[২]

১ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র : রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সমগ্রসাহিত্য, সাহিত্যসংসদ, কলিকাতা ১৩৬১, পৃ ৮২৪, ৮২৮ ও ৮৩০

২ মিত্র, দীনবন্ধু : গ্রন্থাবলী, বসুমতী সং, পৃ ১৩৬ ; পরিষৎ সং, পৃ ২৬

বিদ্রোহের পর মাত্র সাত আট বছরের মধ্যে রচিত এই চরণগুলোতে সিপাহী বিদ্রোহ 'সেনার বিকার ভাব' মাত্র এবং বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নানা 'দুরন্ত··· নির্দ্দয় নিষ্ঠুর', যে 'ইংরেজকুলের' বল সম্পর্কে 'অজ্ঞান'-'অন্ধ' হয়ে 'বিলাতী বামাসহ কচি ছেলে' বধ করেছে ; পংক্তিগুলো ঈশ্বরগুপ্তের 'নানা সাহেব' এর সঙ্গে একেবারেই মিলিয়ে পড়া যায় ঃ

নানা পাপে পটু নানা, নাহি শুনে না, না।
অধর্ম্মের অহঙ্কারে হইয়াছে কানা ॥
ভাল দোষে ভাল তুমি, ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাঁদ ॥[১]

তৃতীয় সর্গে প্রয়াগে যমুনা এসে মিলেছে গঙ্গার সঙ্গে। যমুনার পথের অভিজ্ঞতা তার ক্লান্তিবশত 'সঙ্গী' 'কূর্ম্মবর' বর্ণনা করেছেন। প্রথমে 'পাঠান-মোঘল-রাজ্য মহাসিংহাসন' 'দিল্লীপুরী পুরাতনে'র বর্ণনা। "আল্লার মন্দির 'জুম্মা মসজিদ' সুন্দর" "আরংজীব-তনয়ার পবিত্র ইচ্ছায়" 'উচ্চ এক শিলার উপর' নির্মিত ; মসজিদ থেকে সমস্ত দিল্লী দেখা যায়। 'হুমায়ুন ভূপতির কবর' এবং কুতুব মিনার যমুনাকে চমৎকৃত করেছে।

কবির মতে কুতুব মিনার 'তুষিবারে তনয়ার তীর্থ অনুরাগ' পৃথুরাজ কর্তৃক নির্মিত এবং

মুসলমানেতে স্তম্ভ করে পরিষ্কার
কুতুব মিনার তাই এবে নাম তার। (পরিষৎ সং পৃ ২৯)

'আকবর রাজধানী আগরা নগরী'তে 'তাজমহলের শোভা অতি চমৎকার'।

তেজীয়ান সাজিহান দিল্লী-অধিপতি,
ভার্য্যা তার বরা সতী অতি রূপবতী,
তাহার স্মরণ হেতু ভূপ সাজিহান।
গৌরবে করিল তাজমহল নির্ম্মাণ।

এ ছাড়া 'শিস মস্‌জিদ' 'মতি-মঞ্জিল' 'সেকেন্দরাবাগ' 'এমদাদউদ্যান' প্রভৃতিও যমুনাকে আকর্ষণ করেছে।

---

১ গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র : গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা তা. বি. পৃ ১৮৯

চতুর্থ সর্গে, "মাধরায়' ঘাটোপরি···উচ্চশির···বেণীমাধব মন্দির' ছিল ঃ

অপকৃষ্ট আরংজীব রাজা দুরাচার
প্রজার মনের ভাব না করি বিচার...

ভাঙ্গিয়া মন্দির তার মসজিদ গঠিল
প্রস্তর বিগ্রহে ধ'রে দূরে ফেলাইল।.....
ওরে দুষ্ট আরংজীব নীচাত্মা কেমনে
নাশিলি এমন কীর্ত্তি? ছিল না কি তোর
কিছুমাত্র পূর্ব্বকীর্ত্তি অনুরাগ জোর?
বর্ব্বর ভূপতি তুষ্ট পূর্ব্বকীর্ত্তি ভঙ্গে!
প্রবাল প্রলয় চূর্ণ শাখামৃগ অঙ্গে।
অন্ধকার জ্ঞানবাপী অজ্ঞানের মূল
কতমত মানবের ধর্ম্মপক্ষে ভুল।
দুরন্ত যবন যবে ভাঙ্গিল মন্দির,
আতঙ্কেতে বিশ্বেশ্বর হলেন বাহির,
দেবের উড়িল প্রাণ জড়সড় অঙ্গ,
ধাইল ধরণীতলে করিয়ে সুড়ঙ্গ,
বাঁচিল দেবতা হেথা জ্ঞানের কৌশলে
এই সুড়ঙ্গেরে তাই জ্ঞানবাপী বলে।
সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম বিশ্ব রচয়িতা,
কোপ কুলিশেতে যাঁর পৃথ্বি বিকম্পিতা,
যবনের ভয়ে তার দূরে পলায়ন।
যেমন মানুষ তার দেবতা তেমন। (১৪১)

ষষ্ঠ সর্গে মুঙ্গের দুর্গের বর্ণনা। কবির মতে 'পূর্বকালে জরাসন্ধ ভূপতি' এ দুর্গ নির্মাণ করেন এবং পরে 'মিরকাশিমের হস্তে হয় পরিষ্কার'। 'পুণ্যবান' রাজা রাজবল্লভ নবাবের আদেশে এই দুর্গশীর্ষ থেকে জাহ্নবীতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। বিদ্রোহের অপরাধে 'কৃষ্ণচন্দ্র রায় গুণাকর সহ পুত্র শিবচন্দ্র'কে এই দুর্গে বন্দী করে নবাব প্রাণদণ্ডাদেশ দেন; আদেশ পালন বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে রাজা পূজায় বসলেন ঃ

'এমন সময় শব্দ করি ভয়ঙ্কর
আইল ইংরাজ সেনা আর কারে ডর?

মারিল মুসলমানে সম্মুখ সমরে
উদ্ধারিল পিতাপুত্রে অতি সমাদরে।' (১৫১-২)

সপ্তম সর্গে জাহ্নবী 'মুরশিদাবাদে' এসেছে, 'যথায় পতাকা উড়ে নবাব-প্রাসাদে'। নবাবের অন্তঃপুর ও প্রাসাদের মনোরম বর্ণনার পর 'সিরাজুদ্দৌলা'র কবরে এসে প্রসঙ্গোক্তি :

কোথা গেল বীরদম্ভ কোথা বা বিভব
কোথা গেল অহঙ্কার কোথা বা গৌরব,
কৌতুক দেখিতে আর নদী মধ্যস্থলে,
মানব পুরিত তরী না ডুবায় জলে,
দেখিতে উদরে সুত কিরূপে বিহরে
নাহি আর গর্ভিনীর উদর বিদরে
নিদ্রা অনুরোধে আর সঙ্কীর্ণ কারায়
ইংরাজে বিনাশ নাহি করে পিপাসায়,
রাজ্যপাট মান প্রাণ গিয়াছে সকল
কবরের মাটিমাত্র এখন সম্বল। (১৫৩-৪)

দশম সর্গে 'হুগলি'তে 'পবিত্র এমামবাড়ী বিশাল ভবন'। এবং 'কলিকাতা'র অসংখ্য সাহিত্যিক, জ্ঞানী গুণীদের মধ্যে—

"ওই দেখ আবদুল লতিফ ললিত,
বিচক্ষণ মুসলমান সভ্যতা-শোভিত,
বাড়াইতে বিদ্যা-ভক্তি স্বজাতির দলে,
স্থাপন করেছে সভা যতনে কৌশলে,
হতেছে তাহাতে দেখ অজ্ঞান-নিপাত,
যতন তরুতে ফল ফলে অচিরাৎ।"

লক্ষণীয় যে সমকালবর্তী হওয়ায় নবাব অবদুল লতিফ সম্বন্ধে যে প্রশংসা দীনবন্ধু উচ্চারণ করেছেন তা ইতিহাসের দূরপটে সংস্থিত মুসলিম ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তিনি করেননি। এতেই দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সীমিত রূপ ধরা পড়ে। সাধারণভাবে, আরোপিত ধারণা নির্ভর মন্তব্য করেই তিনি অন্যত্র তুষ্ট থেকেছেন। নাটকের চরিত্র সৃজনে যেমন তিনি জানাশোনার বাইরের আলাপে ব্যর্থ এখানেও তেমনি তিনি পরিচিতির সীমা অতিক্রম করে বিভ্রান্ত।

## ৫ নবীন চন্দ্র সেন

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯) মুসলিম প্রসঙ্গে রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র অপেক্ষা উন্নততর মানসিকতার অধিকারী এবং দেশাত্মবোধের চেতনা তাঁর রচনাতেই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্ময় হয়।

বস্তুত পলাশীর যুদ্ধ[১] আধুনিক বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অভিনব। নবীন সেনই প্রথম বাংলার কলঙ্ককাহিনী, বাঙালীর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পতনের কাহিনী নিয়ে কাব্যরচনা করলেন। পরোক্ষ পন্থার সন্ধান না করে আবেগের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশের জন্যই "পলাশীর যুদ্ধে বাঙালী প্রথম সমর সঙ্গীত শুনিতে পাইল, জাতির জীবনে বিশ্বাসঘাতকতার শোচনীয় পরিণতির চিত্র দেখিতে পাইল, তাহারা এমন একখানি অপূর্ব কাব্যের আস্বাদন লাভ করিল, যেখানে তাহাদের নবজাগ্রত অথচ অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষা ভাষা পাইয়াছে।"[২] আর তাই "যে বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালির আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালি জন্ম বৃথা।"[৩] সুতরাং সমকালের 'নবজাগ্রত অথচ অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষা'র ভাষ্য—'বাঙ্গালির' এই প্রথম 'আন্তরিক রোদনে'র মৌল প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা, স্বরূপ উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন।

পলাশীর যুদ্ধে পাঁচটি সর্গ। প্রথম সর্গ—'মুরসিদাবাদ—জগৎশেঠের মন্ত্রভবন';—নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র-মন্ত্রণা। দ্বিতীয় সর্গ—'কাটোয়া—বৃটিশ শিবির'; ক্লাইভের শিবির স্থাপন ও তার চরিত্র ব্যাখ্যা। তৃতীয় সর্গ—'পলাশীর ক্ষেত্র, প্রসঙ্গত 'সিরাজদ্দৌলার তদানীন্তন অবস্থা' বর্ণনা। চতুর্থ সর্গ—'যুদ্ধ'। পঞ্চম সর্গ—'শেষ আশা' সিরাজের 'উপাংশুহত্যা'।

---

১ সেন, নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধ, ষষ্টদশ সংস্করণ. কলিকাতা ১৩৩৪। প্রথম প্রকাশ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ; 'বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গিত (মাঘ ১২৮২)। ঢাকায় মওলা বখস কর্তৃক মুদ্রিত বইয়ে (১৮৭৭) সংস্করণের উল্লেখ নেই।' সেন, সুকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫৯

২ সেন ত্রিপুরাশঙ্কর, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, ১৯১

৩ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, পলাশীর যুদ্ধ, বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৮২, পৃ ৩২৭; বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৯০৮

পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী অনুসরণ করলে বাহ্যত মনে হয় 'দুর্দ্দান্ত' 'নিষ্ঠুর পামর' সিরাজের পতন ও রণ-চতুর ক্লাইভের জয় ঘোষণাই কবির উদ্দেশ্য। প্রথম সর্গে মুরশিদাবাদ 'নিবিড় জলদাবৃত' কেননা 'সিরাজ ভয়ে' 'সুর-বালাগণ' মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। তারকারাও অনুরূপ ভীত—

'যবনের অত্যাচার করি দরশন
বিমল হৃদয় পাছে হয় কলুষিত,' (১ : ২)

আর—

'ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল নিশীথিনী
নীরবে নবাব ভয়ে করিছে রোদন ;'...

এবং সমগ্র বঙ্গদেশে

পতিপ্রাণভয়ে, সতী সতীত্বকারণ,
ভাবিছে অনন্যমনে কি হবে উপায়।
বিরাম দায়িনী নিদ্রা ছাড়ি বঙ্গালয়
কোথায় গিয়াছে, ভরি নবাব নিদয়। (১:৫)

কিন্তু 'মন্ত্রণাগারে' এই 'কীচক-যবনের' বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের দীর্ঘ সংলাপে দ্বিধাগ্রস্ত কবির প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। 'মন্ত্রী' বলছেন

কৃতঘ্নতা মহাপাপ !...
একে রাজ বিদ্রোহিতা ! তাহে অনিশ্চিত
এই পাপ পরিণাম—হিত, বিপরীত ! (১ : ১৭)

'সিংহাসনচ্যুত করি অভাগা নবাবে' যে 'আপন প্রভাবে' 'রাজদণ্ড' নেবে সে যদি 'যমদণ্ড' ধারণ করে অথবা,

নাদের সাহার মত যদি কোনজন
দিল্লী বিনাশিয়া আসে বঙ্গে বীরভরে
তাহলে, কেমনে রাখিবে ধন, বাঁচাবে জীবন..." (১ : ১৮)

কেননা,

সহজে দুর্ব্বল মোরা চির পরাধীন
পঞ্চশত বৎসরের দাসত্বজীবন
করিয়াছে বঙ্গদেশ শৌর্য-বীর্য্য-হীন
রক্ষিতে আপন দেশ অশক্ত এখন। (১ : ১৮)

অবশ্য নবাবকে দমন করে যদি আপন (হিন্দুদের) হাতে রাজ্যভার তুলে নেবার শক্তি থাকে তবে 'রণসাজে' সজ্জিত হওয়া চলে নতুবা 'কি কাজ কৌশলে?' বরং,

...অধীন থাক এখন যেমন।
রাজপদে মন্ত্রিপদে আছি বিরাজিত
অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও সমুচিত। (১ : ১৯)
সিরাজ দুর্দ্দান্ত অতি নিষ্ঠুর পামর
মনি আমি। কিন্তু লোকে বনের শার্দ্দূল
পোষে নাকি, পোষে নাকি কাল বিষধর
বুদ্ধির কৌশলে?..... (১ : ২০)
নাহি কাজ অতএব পাপ মন্ত্রণায়;" (১ : ২১)

কিন্তু জগৎশেঠ ঘোষণা করলেন :

সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির পরাধীন?
কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম—সমস্ত পৃথিবী
সিরাজদ্দৌলার যদি হয় অনুকুল
অথবা মানুষ ছার, তুচ্ছ ক্ষীণজীবী
করেন অভয়দান যদি দেবকুল
তথাপি—তথাপি এই কলঙ্কের কালী
সিরাজদ্দৌলার রক্তে ধুইব নিশ্চয়। (১ : ২৬)
যেই প্রতিহিংসা অগ্নি—ভীম দাবানল
জ্বলিছে হৃদয়ে মম, প্রতিজ্ঞা আমার
সিরাজদ্দৌলার তপ্ত শোণিত তরল
নিবাইবে সে অনল।..... (১ : ২৭)
...বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার (১ : ২৮)

অতঃপর রাজা রাজবল্লভ সিরাজের পাপের বর্ণনা দিচ্ছেন—সিরাজের পাপ

নর প্রকৃতিতে নাহি সম্ভবে কখন।
মনুষ্য হৃদয় নহে পাপাসক্ত এত। (১ : ২৯)
.....কিছু দিন আর
সতীত্ব রতন এই বঙ্গের ভাণ্ডারে
থাকিবে না, থাকিবেনা কুলশীলমান
বঙ্গবাসীদের হায়!

'প্রিয় পুত্র কৃষ্ণদাসের' 'ইংরেজ বণিকের' আশ্রয় গ্রহণ ও 'কলিকাতা জয় কালে' 'অন্ধকুপ অত্যাচারের' কথা বলে রাজবল্লভ বলছেন—

এই ত কলির সন্ধ্যা... (১ : ৩৩)
এই কালে এত বিষ !—পূর্ণ কলেবর
হবে যবে এ ভুজঙ্গ, না জানি তখন
হবে কিবা ভয়ঙ্কর তীব্র বিষধর। (১ : ৩৪)

সুতরাং

সহৃদয় ইংরেজের লইয়া আশ্রয়
রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায়
( কত দিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয় ! )
সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে
সমর্পি এ রাজ্যভার ! (১ : ৩৫)

কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন —

একে ত অদূরদর্শী নৃশংস যুবক
আজন্ম বর্ধিত পাপে। হিংসা অহঙ্কার
অলঙ্কার তার। তাহে পথ প্রদর্শক
হয়েছে ইতরমন যত কুলাঙ্গার
নীচাশয়। (১ : ৩৭)

ইহাদের দুরবস্থা করিতে মোচন
কি যত্ন না করিয়াছে স্বর্গীয় নবাব
বীরশ্রেষ্ঠ আলিবর্দ্দী, সমরে শমন
শিবিরে অপক্ষপাতী অমায়িক ভাব।
জীবনের অবসান, তথাপি উজ্জ্বল
ছিল ভস্ম-আচ্ছাদিত বহ্নির মতন
প্রভায় সমস্ত বঙ্গ ছিল সমুজ্জ্বল !
ছিল সেই সিংহাসনে, ইন্দ্রের মতন
পরাক্রমে পরন্তপ এতাদৃশ শূর
এখন বসেছে এক ঘৃণিত কুক্কুর !

বঙ্গীয় হিন্দুদের দাসত্ব 'শৃঙ্খল' 'জেতৃভেদে কতবার' নতুন হবে এ কথা ভেবে কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন—

গিয়াছে পাঠান ;
গতপ্রায় মোগলেরা ; কিন্তু শৃঙ্খলিত
আছে এক ভাবে যত ভারত সন্তান
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ ! না জানি কখন
ভারত দাসত্ব বিধি করিবে মোচন !

তাছাড়া ইতিপূর্বে 'মন্ত্রণা করে পূর্ণিয়ার পাপী দুরাচার'কে যে বরণ করা হয়েছিল সে 'সুরামত্ত কামাসক্ত' 'সংগ্রামে' পরাস্ত হয়েছিল এবং নিতান্ত 'পুণ্যফলে'ই 'নবাব কোপ' থেকে সকলে রক্ষা পেয়েছিল। পূর্ণিয়ার এই 'পাপী দুরাচার' হচ্ছেন পূর্ণিয়ার নবাব, সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা শওকত জঙ্গ। চরিত্র দৌর্বল্য ও সৈন্যের স্বল্পতা তার পতনের কারণ।[১]

এখন 'অন্ধকূপ-অত্যাচার প্রতিবিধানিতে এসেছে বৃটিশ সিংহ বীর অবতার' ; হুগলীতে 'সভয়ে সিরাজদ্দৌলা ত্যাজিল' সমর আর চন্দননগরে দুর্দ্ধর্ষ ফরাসীদেরও পরাস্ত করেছে ইংরেজ।

চক্রান্তকারীদের এই ইংরাজ নির্ভরতা সম্বন্ধে কালিকিঙ্কর দত্তের মন্তব্য ঃ

> So when after a few years, Mir Jafar and some of the influencial Zaminder of Bengal assambled in the house of Jagat Seth at Murshidabad to devise plans for the overthrow of Sirajuddaulah, the wisest of them, Maharaja Krishnachandra of Nadia, Suggested the advisability of inviting the help of the English against the Nawab, because of their efficient administration of justice, and steady protection of those who sought their help.[২]

---

১ Sarkar, J. N., *History of Bengal* Vol II (ed by Sarkar J. N.), Dacca, University of Dacca, 1948, p 478-80

২ Datta Kalikinkar, *Alivardi and his Times*, Calcutta 1939, p 118 ; see also মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র, প্রথম সংস্করণ শ্রীরামপুর ১৮০৫ পৃ ৬৯—৭০, লণ্ডন সংস্করণ ১৮১১ পৃ ৪৬—৪৭, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা : ২ কলিকাতা ১৩৪৩ পৃ ৩৫ ;
আমার 'উন্মেষ যুগের বাংলা গদ্যে মুসলিম প্রসঙ্গ', সাহিত্য পত্রিকা, (ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বর্ষা ১৩৬৮ পৃ ১১৩—১১৭ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু এত পরামর্শের পর রাণী ভবানী সমগ্র দেশের যে চিত্র উপস্থিত করলেন তা সম্পূর্ণ বর্তমান ষড়যন্ত্র বিরোধী। 'আরঙ্গজিব সনে' 'মোগল গৌরব রবি' 'অস্তমিত', 'দিল্লীর পতনের' দেরী নেই, দাক্ষিণাত্যে ফরাসী বিক্রম মহাবল ক্লাইব দমন করেছেন ; একদিকে 'যবনেরা ক্রমে হতবল' হচ্ছে অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রপতি হচ্ছে বিক্রমশীল এবং কিছু দিন পরেই 'মহারাষ্ট্রপতি হবে ভারত ভূপতি'।

অচিরে হইবে পুণঃ ভারত-উদ্ধার।
সার্দ্ধ পঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে
আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে। (১ : ৫৫)

কিন্তু ইংরেজের বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ সব আশা দুরাশায় পরিণত হবে। 'বঙ্গদেশ তুচ্ছ কথা'

আছে মহারাষ্ট্রীয়ের। বিক্রমে যাহার
মোগল সাম্রাজ্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত কম্পিত,
দস্যুব্যবসায়ী তারা, হবে ছারখার
বৃটিশের রণদক্ষ সৈনিক সহিত
সন্মুখ সমরে।..... ( ১ : ৫৪ )
.....সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচুত, শান্ত হবে না ইংরাজ। ( ১ : ৫৭ ).

তাছাড়া

জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্নজাতি, তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত ;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্মের কারণে।

অবশ্য সম্পূর্ণরূপে তাদের এদেশীয় বলে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না ;

অশ্বথ-পাদপ-জাত উপবৃক্ষ মত,
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত। (১ : ৫৮)

বিশেষত 'তাদের এই পতন-সময়' 'পাতশাহ' 'নবাব' সকলেই হিন্দুদেরই 'হাতের পুতুল'।

কিবা সৈন্য, রাজকোষ, রাজমন্ত্রণায়
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার
সমরে, শিবিরে হিন্দু প্রধান সহায়। (১ : ৫৯)

অন্যদিকে ইংরেজদের সঙ্গে

কিবা ধর্ম্মে, কিবা বর্ণে, আকারে, আচারে,
ভয়ানক অসাদৃশ্য!

বানিজ্য করতে এসে তারা রাজ্য বিস্তার করছে। 'বীরশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় নবাব' 'বৃদ্ধ আলিবর্দ্দি'ও 'চিরদিন' মনে করতেন, 'অচিরে ভারত হবে বৃটিশ-অধীন'।

বাণিজ্যের ব্যবসায়ে, নবাব-ছায়ায়
এতই প্রভাব যার, ভেবে দেখ মনে
নবাব অবর্ত্তমানে, এই বাঙ্গালায়
কে আঁটিবে তার সনে বীর-পরাক্রমে

এহেন স্পষ্টোক্তির পর 'ইন্দ্রিয়-লালসা মত্ত সিরাজদ্দৌলায় রাজচ্যুত' করতে রাণী ভবানী অনিচ্ছুক নন বটে; যদিও স্বগতোক্তিতে তিনি বলছেন—'আহা! কিন্তু অভাগার কি হবে উপায়!'; কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতায় তিনি সম্পূর্ণ বিমুখ। 'দাসত্ব অসহ্য' হলে বরং 'বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে' উড্ডীণ করবার জন্য 'সম্মুখসমরে' প্রবেশ করাই শ্রেয়।

দ্বিতীয় সর্গে কবি বৃটিশ শিবিরে চিন্তামগ্ন ক্লাইবের দুঃসাহস ও বীরত্বের প্রশংসা-গাথা রচনা করেছেন। কিন্তু চতুর ক্লাইবকে কবি অকলঙ্ক চরিত্ররূপে উপস্থাপন করেননি। ক্লাইবের দৃষ্টি 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক' বটে তবে তা আবার 'দেখায় চিত্তের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি যত'। ছলে ও কৌশলে চক্রান্তকারীদের সাহায্যে তিনি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান। স্বীয় দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন, তাই তাঁর চিন্তা—

একই ভরসা মিরজাফর যবন।
যবনেরা যেইরূপ ভীরু প্রবঞ্চক,
ইহাদের সন্ধিপত্রে বিশ্বাস স্থাপন
করি কোন মতে? যেন ভীষণ তক্ষক
আছে পাপী উমিচাঁদ, ফণা আস্ফালিয়া। (২ : ২৪)

যদি এই সন্ধি মিরজাফরের সনে
হয় দুষ্ট নবাবের ষড়যন্ত্র সার ;
সসৈন্য সমরক্ষেত্রে না মিশিয়া যদি
পাশে সেনাপতি নিজে সম্মুখ সমরে ;
তবেই ত বিপদের না রবে অবধি
পড়িব পতঙ্গ যেন অনল ভিতরে।
এই স্বল্প সেনা লয়ে কি হইবে তবে,
ভেলায় ভরসা করি ভাসিয়া অর্ণবে ? (২ : ২৫)

তাছাড়া

কিন্তু যদি আমাদের হয় পরাজয়
বাঙ্গালার স্বর্ণপ্রসূ বাণিজ্যের আশা
ডুবিবে অতল জলে ; ঘুচিবে নিশ্চয়
ইংলণ্ডের আন্তরিক রাজ্যের পিপাসা। (২ : ২৬)

নিজের অতীত বীরত্বের কথা স্মরণ করে আজ 'নরাধম কাপুরুষ যবনের করে' মৃত্যুবরণ করলে অন্তরে খেদ থাকবে একথা ক্লাইব যখন চিন্তা করছেন তখন 'জ্যোতির্বিমণ্ডিতা' 'ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী'র সর্গীয় আবির্ভাব হল এই ভীরু 'বাছনি'কে সান্ত্বনা দেবার জন্য।

ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত প্রায়
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপুর্ব্ব অধ্যায়

যখন—

সোনার ভারতবর্ষে, বহুদিন আর
মহারাষ্ট্রী মোগল বা ফরাশি দুর্জ্জয়
করিবে না রক্তপাত ;...
দিল্লীর ভাণ্ডার রাশি করিতে লুণ্ঠন
ভীমবেগে দস্যুস্রোত আসিবে না আর। (২ : ৪০)

'ভারতের' প্রতি বিধিবাম। তাই—

বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র বৃটন-অধীন।
বিধির নির্ব্বন্ধ বাছা খণ্ডন না যায়, (২ : ৪৪)

এবং অচিরেই—

ভাসিবে যবন লক্ষ্মী শোনিতে সমরে। (২ : ৪৬)

তাই, আজ যখন—

যবনের অত্যাচার সহিতে না পারি
হতভাগ্য বঙ্গবাসী—চিরপরাধীন—
লয়েছে আশ্রয় তব, দমি অত্যাচারী,
যেই ধূমকেতু বঙ্গ-আকাশে আসীন
স্বর্গচ্যুত করি তারে নিজ বাহুবলে
শান্তির শারদ শশী করিতে স্থাপন।
ভাবে নাই এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্থলে
উদিবে নিদাঘ তেজে বৃটিশ তপন
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দ্দয়
ডুবিবে বৃটিশ রাজ্য, ডুবিবে নিশ্চয়। (১ : ৪৯)

তৃতীয় সর্গ 'পলাশির ক্ষেত্র'। সিরাজের মঞ্চে প্রবেশ। এবং প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই কবি প্রথম সর্গে মন্ত্রী ও রাণী ভবানী উক্তিতে যা বলেছিলেন তাই এখন স্বকণ্ঠে ধ্বনিত করে উঠলেন। 'পাপাত্মা যবনের' 'চিররুচি স্বাধীনতা ধন' হারাবার পলাশী ক্ষেত্রে 'বিরাজে সিরাজদ্দৌলা স্বর্ণ সিংহাসনে বেষ্টিত রূপসীদলে'। এই বিলাস মন্দিরের অতুল ঐশ্বর্যে আজ সিরাজ বিমর্ষ। কবি আর্ত কণ্ঠে বলছেন—

ধিক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র! ধিক উমিচাঁদ!
যবন-দৌরাত্ম্য যদি অসহ্য এমন,
না পাতিয়া এই হীন ঘৃণাস্পদ ফাঁদ
সম্মুখ সমরে করি নবাবে নিধন,
ছিঁড়িলে দাসত্ব পাশ, তবে কি এখন
হ'ত তোমাদের নামে কলঙ্ক এমন? (৩ : ৭)

রে পাপিষ্ঠ রাজা রায়দুর্ল্লভ দুর্ব্বল!
বাঙ্গালী কুলের গ্লানি, বিশ্বাসঘাতক
ডুবিলি ডুবিলি পাপি! কি করিলি বল্?
তোর পাপে বাঙ্গালির ঘটিবে নরক।...

প্রতিদিন বঙ্গবাসী পাবে প্রতিদান।
প্রতিদিন বাঙ্গালির শত মনস্তাপ,
প্রতি মনস্তাপে তোরে দিবে শত শাপ।

সিরাজ বিমর্ষ—সেকি ওই পাপ মন্ত্রণার সংবাদ পেয়ে, না কুসুমশরাঘাতে! কবি বলছেন : যাই হোক না কেন, 'উড়ুক কামের ধ্বজা—কালি হবে রণ।' কিন্তু অকস্মাৎ ইংরাজের রণবাদ্য ধ্বনি শুনে নবাবের—

ঘুরিল মস্তক, ভয়ে কাঁপিতেছে অঙ্গ
শিরস্ত্রাণ পড়ি ভূমে দিল গড়াগড়ি। (৩ : ১৮)

কবি বলছেন, 'বিধবার অশ্রুধারা, অনাথ রোদন, সতীত্বরতন হারা রমণীর মুখ' ইত্যাদি দেখেও যার বদন কখনো ম্লান হতনা 'তার কেন আজি হল সজল লোচন?' সিরাজ ভবিষ্যৎ ভেবে শিহরিত হচ্ছেন। 'এক রাজা' গেলে 'অন্যরাজা' আসবে, 'বাঙ্গালার সিংহাসন শূণ্য নাহি রবে', তাঁর মৃত্যু হলেও প্রজারা দুঃখবোধ করবে না। সুতরাং আততায়ী সেনাপতি পাপ কুলাঙ্গার' অনায়াসেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারেন। এবং চক্রান্ত কথা জেনেও তাকে জীবিত রাখাই হয়েছে মুর্খতা। তাছাড়া ক্লাইবের পত্রে নিশ্চিত থাকাও ভুল হয়েছে। তবে,

কে জানে ইংরাজ জাত এত মিথ্যাবাদী?
এত আত্মম্ভরী? এত কাপট্য-আধার?
কথায় সপক্ষ হয়, কার্যে প্রতিবাদী?
তাদের ভরসা আশা মরীচিকা সার? (৩ : ৩২)

কিন্তু কবি যখন বলেন এই ভীষণ 'ষড়যন্ত্র দন্তে' পড়েছে 'উনবিংশ বর্ষে'র 'শিশু-মাত্র'[১] এই সিরাজদৌলাহ, তখন সিরাজ চরিত্রের পাপকর্মের এ যাবৎ প্রদত্ত বর্ণনা কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত বোধ হয়। সিরাজ চরিত্রের দুর্বলতা সম্বন্ধে বিদেশী ঐতিহাসিকেরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে উচ্চকণ্ঠ। এমনকি সিরাজের তথাকথিত 'প্রিয়বন্ধু' কাশিমবাজারের ফরাসী কুটির প্রধান ল'র অভিমত :

> The character of Sirajud-dowlah was reputed to be one of the worst ever known. In fact he had distinguished himself not only, by all sort of debaucheries, but by a revolting cruelty.....Everyone trembled at the name of Sirajud-dowlah."[২]

---

১ স্যার যদুনাথের মতে সিরাজের বয়স ছিল ২১ বৎসর, See Sarkar, J, N, *op cit.*; এ প্রসঙ্গে বিস্তর মতভেদ আছে।

২ Memoirs of Monsieur Jean Law, trans in Hill, S.C. *Bengal in 1756-57, Vol III* (Indian Records Series) 1911, p 162, quoted in Sarkar, J. N., *op cit*, 469.

ফরাসী ও ইংরেজদের প্রিয়পাত্র মুসলিম ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সমার্থক মন্তব্য করেছেন।[১] বলাবাহুল্য, পতনযুগের একজন মধ্যযুগীয় নবাব চরিত্রে দুর্বলতা বিচিত্রবস্তু নয়। কবির বর্ণনায় তার কিঞ্চিৎ রঞ্জনাতিরেক ঘটেছে। কারো কারো মতে সিরাজদৌল্লার পতনের প্রধান কারণ আলিবর্দ্দীর অতিরিক্ত স্নেহে রাষ্ট্রপরিচালনার উপযোগী সকল শিক্ষা লাভ না করা:

> "He was given no education for his future duties, he never learnt to curb his passionate impulses, none durst correct his vices, and he was kept away from manly and martial exercises as dangerous to such a precious life."[২]

অন্যদিকে সিরাজ চরিত্রের অধিকাংশ আরোপিত দোষ স্খালনের সাম্প্রতিক প্রয়াসে এ সব কথা অস্বীকার করা হয়েছে।[৩]

যা হোক, কাহিনীঅঙ্গে অতঃপর সিরাজের 'নিজ অনুচর'কে মিরজাফরের চর ভেবে আতঙ্কিত হওয়া; ক্লাইবকে প্রাণের বিনিময়ে রাজ্যদান করার চিন্তা, পুনরায় অবিশ্বাস; বেগম পরিচারিকা'কে 'শত্রুচর' ভাবা; মিরজাফরের পায়ে 'রাজমুকুট', 'রাজদণ্ড' 'তরবারী' রেখে জীবনভিক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়ে 'উন্মাদ আকারে' 'বিস্তৃত নয়নে' 'কম্প কলেবরে' ছুটে যেয়ে 'অবিশ্বাসী-আততায়ী-বধিল জীবন!' বলে বেগমের বাহুতে মূর্ছিত হয়ে পড়া এবং তদবস্থায় ছয়টি স্বপ্নদর্শন কিঞ্চিৎ নাটকীয়, বলা চলে অতিনাটকীয়, তবে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিশেষত ষষ্ঠ স্বপ্নের শেষে অন্ধকূপে নিহতদের অভিশাপ হাস্যোদ্রেকী।

> দেখিবি দেখিবি পাপি। জীয়ন্তে যেমন
> ইংরাজের প্রতিহিংসা মলেও তেমন। (৩ : ৪৪)

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে 'অন্ধকূপ হত্যা' হলওয়েল ও মিলের মিথ্যাগল্পপ্রচার

---

১ Tabatabi, Seid-Gholam-Hossein, *Seir Mutaqheirn*, Trans by Notamanus, reprint, Calcutta, n.d. Vol II, p 122.

২ Sarkar, J. N., *History of Bengal*, II, 468.
see also, *Seir Mutaqherin*, II, 64-65.

৩ Nadvi, Sayed Muzffaruddin, An impartial stndy of Nawab Siraj-ud-dhwla, *The Proceedings of the Pakistan Historical Conference* (*Third Session*) Dacca 1953, (Karachi, Pakistan Historical Society 1955) p 190-202.

মাত্র[১] ও এই দুর্ঘটনার জন্য সিরাজদ্দৌলা দায়ী নন।

> Neither can we say that Nawab was responsible for it..... Holwell and Mill are utterly unreliable.'[২]

এই সর্গেই ক্লাইবের পুনঃ পরিচয় আদৌ গৌরবব্যঞ্জক নয়। বরং ইংরেজের যে বাহুবলের প্রশংসায় কবি ইতিপূর্বে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন এখানে তারই অন্তঃসার-শূণ্যতাকে ব্যক্ত করেছেন। ক্লাইবের উক্তি—

একে ত সংখ্যায় অল্প মম সৈন্যদল
তাহাদের মধ্যে তাহে নাহি একজন
সুশিক্ষিত যুদ্ধশাস্ত্রে ; প্রায় ত সকলে
সমরে অদূরদর্শী শিশুর মতন।
অধিকাংশ এইমাত্র লেখনী ছাড়িয়া
অনিচ্ছায় তরবারী লইয়াছে করে ; (৩ : ৫২)

'ছ'মাসের পথ' 'স্বদেশে' ফিরে যাবার উপায় নেই ; 'ভাগিরথী নদী' পার না হতেই 'কালসম দুরন্ত যবন' 'জনে জনে নিজহস্তে' বধ করবে। সুতরাং 'কি কাজ পালায়ে তবে শৃগালের প্রায়।' বরং 'বীরের পুত্র' 'যুদ্ধব্যবসায়ী'-দের রণক্ষেত্রেই অনন্তশয়ন ভাল। এরপর 'প্রিয়ে ! কেরোলাইনার' উদ্দেশ্যে জনৈক বৃটিশ যুবকের হতাশাময় বিরহগীতি তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্থ সর্গে 'যুদ্ধ'। মিরমদনের পতনে নবাব সেনা ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করলে দেশপ্রেমিক মোহনলাল গর্জন করে উঠলেন—

"দাঁড়া রে ! দাঁড়া রে ফিরে। দাঁড়া রে যবন !
দাড়াও ক্ষত্রিয়গণ !
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"
গর্জিলা মোহনলাল,—"নিকট শমন।...(৪ : ২৩)

---

১ বিস্তৃত বিবরণের জন্য রহমান, মুজিবর, "অন্ধকূপ হত্যা"-রহস্য, (মালদহ, তফাজ্জল হক, ১৯৩৮) দ্রষ্টব্য।

২ Halim Dr. A., in the *History of Freedom Movement*, Karachi 1957 Vol I, ch XI, pp 351-2.

See also Sarkar, J. N., *op.cit.* pp 476-77, 488
Hill, I, XCIV, XCVI CXLXIII (cited in Sarkar, *ibid*)

"সেনাপতি! ছি ছি এ কি! হা ধিক তোমারে!...

দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার;
যায় বঙ্গ সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর? (৪ : ২৮)
ভেবেছ কি শুধু রণে করি পরাজয়
রণমত্ত শত্রুগণ
ফিরে যাবে ত্যজি রণ,
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয়? (৪ : ২৯)

মূর্খ তুমি! মাটি কাটি লাভি কহিনুর
ফেলিয়া সে রত্ন হায়!
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর? (৪ : ৩০)
কিম্বা, যেই পাপে বঙ্গ করেছে পীড়িত
হতভাগা হিন্দুজাতি
দহিয়াছ দিবারাতি
প্রায়শ্চিত্ত কাল বুঝি এই উপস্থিত! ...(৪ : ৩১)

নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়,
দাসত্ব শৃঙ্খল-ভার
ঘুচিবে না জন্মে আর
অধীনতা বিষে হবে জীবন সংশয়! (৪ : ৩৩)

যেই হিন্দুজাতি এবে চরণে দলিত
সেই হিন্দু জাতি সনে
নিশ্চয় জানিও মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত।...(৪ : ৩৪)

হারাস্‌নে হারাস্‌নে, রে মূর্খ যবন!
হারাস নে এ রতন!
এই অপার্থিব ধন!
হারাইলে আর নাহি পাইবি কখন। (৪ : ৩৮)

চঞ্চলা যবন-লক্ষ্মী বুঝিনু এখন।..(৪ : ৩৯)

চির-উপার্জিত সেই কুলের গৌরব...

ততধিক যবনের কি আছে বিভব?..(৪ : ৪১)

ভারতের লাগি তবে কর সবে রণ (৪ : ৪২)

কিন্তু যুদ্ধে যখন ইংরাজ সৈন্য প্রায় পরাস্ত হয়ে এসেছে তখন নবাব পক্ষ থেকে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হল। সুযোগ পেয়ে ইংরেজরা শত্রু নিধনে উল্লসিত হয়ে উঠল; 'অস্তগেল যবনের গৌরব ভাস্কর'। আহত মোহনলাল অস্তগামী সূর্যকে উদ্দেশ্য করে এবার বেদনাবিদ্ধ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন —

কোথায় ভারতবর্ষ!—কোথায় ব্রটন!...(৪ : ৬৩ : ৪)
সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়
ভারত অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত।...

বহুদিন আর
কাষ্ঠপুতুলের মত অভাগা যবন
বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমে নাহি করিবে বিহার
কলঙ্কিত করিবেনা বঙ্গ সিংহাসন।
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি!
যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বর্দ্ধিত,
কোন্ হিন্দু চিত্ত নাহি,—নিরাশাসদন—
হয়েছিল স্বাধীনতা আশায় পুরিত? (...৬)

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মোহনলাল বলছেন বঙ্গ-উদয়-অচলে তার পুনরায় ওঠার কোন প্রয়োজন নেই।

ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন!
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ! (...৭)

আর 'চির-অধীনা' 'ভারতের' 'সুখ' 'অসুখ' কি? 'পরাধীন স্বর্গবাস' থেকে স্বাধীন নরকবাস শ্রেয়। 'চাহিনা স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন, যদি পাই,—কিন্তু হায় ফুরাল স্বপন!' অবশ্য

ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন
আজি হতে যবনেরা হল হতবল
কিবা ধনী মধ্যবিৎ কিবা দীন হীন
আজি হতে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।... (...১৬)
এখন শরীর কাঁপে স্মরি অত্যাচার
করাল-কৃপাণ-মুখে ধর্ম্মের বিস্তার।...(...১৭)

কিন্তু বৃথা,—নাহি কাজ সুদীর্ঘ কথায়।
জানি আমি যবনের পাপ অগণিত;
জানি আমি ঘোরতর পাপের ছায়ায়
প্রতিছত্রে ইতিহাস আছে কলঙ্কিত।
আছে,—কিন্তু হায়! এই কলঙ্ক সাগরে
ছিলনা কি স্থানে স্থানে রতন নিচয়
চিরোজ্জ্বল, ইতিহাসে রক্ষিত আদরে?
ছিল কি সম্রাটমাত্র সম নৃশংসয়!
পাপী আরঙ্গজীব, আলাউদ্দীন পামর,
ছিল যদি, ছিল না কি বাবর, আকবর?...(...১৮)

স্বাধীন অপক্ষপাতী আর্য্যরাজ্য পরে,
তেমতি যবন রাজ্য—স্বজাতি প্রবণ—
যতই কলঙ্কে খ্যাত, কিন্তু স্থানান্তরে
এত কলুষিত বোধ হত না কখন।

'ঐশ্বর্যে বীর্যে এই ধরাতলে' যে 'যবনের সমকক্ষ' কেউ ছিল না 'বাঙ্গালীর মন্ত্রণায়' বণিকের করে' আজ তার পতন হল। অথবা 'রমনী অঞ্চলে' বাধা, বিলাসমগ্ন এখনকার এই যবন-'কুলাঙ্গারেরা' কি সেই পাঁচশ' বছর আগের 'ভারতরাজ্য'স্থাপনকারী দুর্ব্বার-বিক্রমশালীদের যোগ্য উত্তরাধিকারী? অথবা 'ভারতেই' কোন 'গুপ্তবিষ' আছে যার প্রতিক্রিয়া 'বীরসিংহ'কে 'কামিনীকোমল' করে ফেলে? যার ফলে—'চিরস্থায়ী কোন রাজ্য ভারতে কখন'ও হবে না!

এই সুদীর্ঘ বিলাপের পর মোহনলালের মৃত্যু হল। স্মর্তব্য যে, এই সব উক্তি প্রথম প্রকাশকালে কবির নিজের উক্তি হিসেবেই প্রচারিত হয়েছিল, পলাশির যুদ্ধ সমালোচনাকালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলেছিলেন, "যদি এই বাক্য কয়টি

কবির মুখ হইতে নিঃসৃত না হইয়া স্বদেশ বৎসল মোহনলালের মুখ হইতে নিঃসারিত হইত, তবে আর কথাই ছিল না।"[১] সম্ভবত এই সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই কবি পরে নিজের কথাকে মোহনলালের সংলাপে পরিবর্তিত করে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মোজাফফর নামায় এ বক্তৃতা সিরাজের বলে উল্লিখিত হয়েছে।

> "Siraj-ud-daula on seeing the signs of weakness and defeat among his troops, told them, high and low, about the good qualities of Alivardi, and said, "The effect of handing Bengal over to the English will be nothing but ruin and loss. Fight bravely now, that you may not be ranked among cowards"[২]

এ বর্ণনার সঙ্গে নবীন সেনের পরিচয় ছিল না সম্ভবত ; থাকলে সিরাজের চরিত্র অধিক মর্যাদাবান হতে পারত। অবশ্য

> 'It is difficult to regard Siraj-ud-daulah as a national hero in the strict sense of the term. His public and private character lacked those qualities which would have enabled him to face difficulties and danger. He would have made a greater appeal to the imagination of the posterity if he had fought heroically and lost his life in the battlefield. Then again he left the capital for Patna when the valiant course would have been to organise the defence of the capital."[৩]

প্রথম সর্গের রাণী ভবানী ও চতুর্থ সর্গের মোহনলালের প্রসঙ্গে কবি এত উত্তেজিত বোধ করেছেন যে পঞ্চম সর্গের নাম দিয়েছেন 'শেষ আশা'। সিরাজ নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার সকল আশাই শেষ হল। এবং 'ইংরাজ বণিক করে' 'এই বঙ্গ সিংহাসন' অচিরে পণ্যদ্রব্যে পরিণত হবে। 'ভবিষ্যৎ অন্ধ মুর্খ' 'অহিফেন মুগ্ধ মিরজাফর পামর' হবে ক্লাইবের হাতের পুতুল।

---

১ ঘোষ, কালীপ্রসন্ন, 'পলাশির যুদ্ধ', বান্ধব, ঢাকা, ১২৮২ ; বন্দ্যোপাধ্যায়, ও পাল, পূর্বোক্ত পৃ ২৪৩-৪।

২ Karam Ali's *Muzaffar Namah*, translated by Sarkar, J. N. in *Bengal Nawabs*, Asiatic Society, Calcutta, 1952, p 76.

৩ Halim, Dr. A., in *op. cit.*

রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের মত কবি বঙ্গভূমির উর্বর স্বর্ণপ্রসবিনী রূপকেই যত বৈদেশিক আক্রমণের কারণ ভেবে আক্ষেপ করছেন।

সিরাজ হত্যার আগে আর দুটি মুসলিম চরিত্র এ কাহিনীতে এসেছে: নবাবের স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত মিরণ ও মহম্মদীবেগ। মিরণ সিরাজের বেগমদেরকে নৌকাডুবী করে হত্যা করেছে; মহম্মদীবেগ স্বয়ং সিরাজকে! কবি এই দুই পাপিষ্ঠের চরিত্র স্বল্পকথায় সুষ্ঠুরূপেই চিত্রিত করেছেন। সিরাজের 'শিবির সঙ্গিনী'র কারাযন্ত্রণা কবি চিত্তবেদনার সঞ্চার করেছে। কবি এ 'সঙ্গিনীর' নাম উল্লেখ করেননি, 'সতী' নারী বলেছেন এবং জানিয়েছেন 'যে চাহে পশুত্ব-বলে রমণী প্রণয়' সেই মিরণ অপেক্ষা মৃত্যুকে সে শ্রেয় জানে। বলাবাহুল্য এ নারী সিরাজের প্রধানা মহিষী লুৎফুন্নিসা।[১] সর্বোপরি সিরাজের আসন্ন পরিণাম চিন্তায় কবি ব্যথিত হয়েছেন। 'হতভাগ্য; দুরাচার, যুবক দুর্জ্জন!' সিরাজকে বধ করতে উদ্যত ঘাতকের উদ্দেশ্যে কবি ব্যাকুল কণ্ঠে বলেছেন—

ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও! আপনার পাপে
ডুবিতেছে যেই পাপী, কি কায তাহারে
বধিয়া আবার?..... (৫ : ৪৪)

কি করিস! কি করিস! ওরে অনুচর!
তুলিস না তীক্ষ্ণ অসি, ওরে নৃশংসয়! (৫ : ৪৭)

এবং সিরাজের মৃত্যুতে 'নিবিল তখন ভারতের শেষ আশা'।

॥ ২ ॥

সুতরাং ব্যাহত সিরাজের পতন ও ইংরাজের জয় কাহিনীর বিষয় হলেও কবি নবীন সেন ভিন্নতর আবেগে আন্দোলিত হয়েছেন। হীন চক্রান্ত জালে অপরিণামদর্শী বাঙালীরা কিভাবে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে তার এক ভীষণ সুন্দর মর্মস্পর্শী চিত্র তিনি রচনা করেছেন। বিচক্ষণ রাণীভবাণীর উক্তি ও রণক্ষেত্রে বিপর্যস্ত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে মোহনলালের বজ্রকণ্ঠ আবেদন কবিরই হৃদয়ার্তি। ক্লাইব চরিত্রে কোন বীরোচিত পৌরুষ নেই। তার জয় যে নিতান্তই এক হীন চক্রান্তের ফল, এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য নবীন সেনের দৃষ্টি দ্বন্দ্বমুক্ত ছিলনা বলে একাব্যে দেশাত্মবোধের গভীর মর্মস্পর্শী

১ Karam Alis' *Muzaffar Namah, Bengal Nawabs*, P 78.

আবেগের পাশাপাশি ইংরেজ তোষণের স্থূল নিদর্শন বিদ্যমান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে "কবি ইহার একটি বিদ্যালয় পাঠ্য" সংস্করণও প্রকাশ করেন।[১]

বস্তুত ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্য কবির কাছে স্পষ্ট ছিলনা। বঙ্কিমের ভাষায় 'পলাশির যুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। পলাশির যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেননা ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার।'[২] এবং সমকালীন অন্য সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষায়, "পলাশির যুদ্ধ বলিলে বালকেরা মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাস পুস্তক স্মরণ করে এবং বৃদ্ধেরা বিলাতের কোন প্রসঙ্গ মনে করিয়া বীতস্পৃহ হন! কিন্তু যাহাদিগের চক্ষু দৃষ্টি শক্তি লাভ করিয়াছে···তাহাদিগের নিকট···পলাশির যুদ্ধ বর্তমান ভারত ইতিবৃত্তের প্রথম পৃষ্ঠা; পলাশির যুদ্ধ ভারতের নিয়তি-নেমির শেষ আবর্ত্ত।"[৩]

বঙ্কিম ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ উভয়েই, বায়রণ সুলভ আবেগাতিশয্য ও প্রবল সহানুভূতিকে নবীন সেনের রচনার, পলাশির যুদ্ধের নানা অসমঞ্জস ঘটনা সংস্থাপনা ও মন্তব্যের কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। কালীপ্রসন্ন বলেছেন, "এ শোক কি?—না, মোগলের দুঃখে দুঃখ, শত্রুর জন্য সহানুভূতি, উৎপীড়কের জন্য উৎপীড়িতের সকরুণ খেদ, অথবা কারণ বিনা কার্য্য। ভাল, শোকের স্রোতই প্রবাহিত হউক; অকস্মাৎ আবার ক্রোধের স্ফূর্তি কোথা হইতে? যদি মোগলের দুঃখেই দ্রবীভূত হইয়া থাক, তবে আবার তাহাকে 'পাপাত্মা' ও 'যবন' বলিয়া তিরস্কার কর কেন? আর বাঙ্গালিদিগেরই বা সেই পাপাত্মা যবনের নিপাত গীতে বিশেষ দুঃখ কি?"[৪] এবং বঙ্কিম এই অসামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা করেছেন—বায়রণের মত 'নবীনবাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্যের স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না!'··· এবং 'অনেক সময়েই নবীন বাবু···বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।'[৫]

---

১ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৪১ঃ নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বি-স, কলিকাতা ১৩৫১, পৃ ১৬

২ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ ৯০৭

৩ ঘোষ, কালীপ্রসন্ন, পূর্বোক্ত, বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাল, পূর্বোক্ত

৪ ঐ পৃ ২৩৮

৫ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, ৯০৮

কিন্তু এই মন্তব্য নবীনসেনের সীমাবদ্ধতার যথেষ্ট ব্যাখ্যা নয়। বস্তুত যুগধর্মেই ওর বীজ নিহিত রয়েছে। নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্ত স্বাধীনতার কামনার অংশীদার রূপে মুসলমানদের কল্পনা করতে, মুসলমানদের এ-দেশী বলে মেনে নিতে অসমর্থ। নবীন সেনের কবি কল্পনায়ও ইংরাজ অপেক্ষা মুসলমানদেরকে আপন বলে মনে হলেও একান্ত মনে হয়নি। অন্যদিকে ডেপুটি নবীন সেনের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ বিরোধিতা করাও অসম্ভব ছিল। ফলে সিরাজ সম্পর্কে একাধারে বিদ্বেষ ও সমবেদনা, ক্লাইব সম্পর্কে প্রশংসা ও নিন্দা, স্বাধীনতা প্রসঙ্গে প্রবল উচ্ছ্বাস ও ইংরেজ তোষণ, মারাঠাদের দস্যু ব্যবসায়ী বলা আবার তাদের কেন্দ্র করে স্বাধীনতার কামনা, ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী ধারায় নবীন সেনের চিন্তা প্রবাহিত হয়েছে। যুগধর্ম-বশ বলেই বঙ্কিম মানসের দোলাচলবৃত্তিতে এর সমর্থন মেলে।[১] তবু "যদি উচ্চস্বরে রোদন যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়,—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীন বাবুর এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে।"[২] এখানেই পলাশির যুদ্ধের সফলতা।

২

নবীন সেনের পরবর্তী কাব্য রঙ্গমতীর (১৮৮০)[৩] নায়ক বীরেন্দ্র তপস্বিনীর কাছে মনের কপাট খুলতে যেয়ে হিন্দু ভারতের ঐশ্বর্যময় দিনগুলির কথা চিন্তা করেছেন। এবং ভারতের সেই দিন কি ভাবে ফিরিয়ে আনা যায় সে স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। সেই প্রসঙ্গে শিবাজী ও মহারাষ্ট্র শক্তির উত্থানের কথা আছে। সুতরাং এখানকার হিন্দুরাষ্ট্র পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃত 'সর্বভারতীয়' এবং রঙ্গমতীতেই ত্রয়ী কাব্যের মূলমন্ত্রের পূর্বসূত্র লক্ষ্য করা যায়।

মুসলমানদের 'পঞ্চশত বৎসরের ঘোর নির্যাতন' বীরেন্দ্রকে পীড়িত করেছে এবং 'শিবজী'র সঙ্গে নাটকীয় পরিচয় ও দীক্ষা তাকে নবজীবন দান

১ দ্রষ্টব্য আনন্দ মঠ।

২ বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ ৯০৮

৩ সেন, নবীন চন্দ্র, রঙ্গমতী, কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী, চতুর্থ ভাগ বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃঃ ১২৯—১৯৪

করেছে। 'দস্যু শিবজী'র 'পুণা দুর্গ' আক্রমনের ফলে 'দিল্লীশ্বর' বাহিনীর সৈনিক বীরেন্দ্র বন্দী হলেন। আত্মপরিচয় দিয়ে শিবজী বললেন ঃ

বীরেন্দ্র ! শিবজী
দস্যু, শিবজী তস্কর ; কিন্তু আর্য্যরক্ত
সেই শিবজী শিরায় বহিছে বিদ্যুত-
বেগে ; সেই খরস্রোত নিবারে কেমনে ?
আর্য্যের সন্তান মোরা হায় ! আমাদের
অদৃষ্টেতে দস্যুত্ব—লিপি শিখিলা বিধাতা
আর এই নৃশংসয় দস্যুর সন্তান,
পিতৃদ্বেষী, ভ্রাতৃহন্তা, পাপী আরঙ্গজীব,
আজি সে ভারতপতী দিল্লীর ঈশ্বর।...
জান কি তুমি সোনার ভারত
-বর্ষ আছিল কাথার ? সেই রাজ্য হায় !
কোন ধর্ম্মনীতি বলে পেয়েছে যবন
ঘোরি গিজনী ছিল কিহে ধর্মের যাজক
দস্যুত্ব দস্যুত্ব বলে ভারতে যবন ?
করিয়াছে অধিপত্য ! দস্যুত্বে সে রাজ্য
আজি করিছে শাসন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে
কি পাপ দস্যুত্বে তবে করিতে হরণ ?
বীরেন্দ্র দাসত্ব হতে দস্যুত্ব উত্তম !...

'ভারতের স্বাধীনতা ! মহারাষ্ট্র জয় !'
সাধিব এ মন্ত্র আমি।"

শিবাজীর প্রশ্নের উত্তরে বীরেন্দ্র বলেছেন যে 'দাসত্বের' জন্য নয়, 'যবনের যুদ্ধনীতি' শিখতেই তিনি মোগল দলে যোগ দিয়েছিলেন। শিবাজীর কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আর্য্য অরি বুকে' 'আর্য্য সুত পরাক্রম' শোনিতাক্ষরে লেখাই হবে তার ব্রত।

পরে কুচক্রী পিতৃব্য মর্কট রায়, দস্যুপতি বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে, শায়েস্তা খাঁর সপক্ষে অস্ত্রধারণ করতে বললে প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বীরেন্দ্র আপত্তি করলেন। চতুর মর্কটরায় বললেন 'যবন বিন্ধ্য হতে হিমাচল শাসিছে বিক্রমে' ; 'ভারত

উদ্ধারের' জন্য তাই কৌশলে অগ্রসর হতে হবে। যবনের সহায়তায় চট্টলের পিতৃসিংহাসন বর্তমানে রক্ষা করলে, পরে পশ্চিমে শিবজী ও পূর্বে বীরেন্দ্র একযোগে 'বিজয় শঙ্খ' বাজালে 'কাপিবে যবনলক্ষ্মী'। তাছাড়া 'আর্য্য অরি নহে কি হে মগ পর্তুগীস' —এ যুক্তিতে বীরেন্দ্র পুনরায় মোগল দলে যোগ দিতে চললেন। কাব্যের শেষাংশে কবি আক্ষেপ করেছেন।

ভারত সন্তান
এত দীর্ঘ শিক্ষা পরে শিখিল না আজি
জাতিত্বের মহামন্ত্র,

লক্ষ্যণীয় যে নবীন সেন পলাশীর যুদ্ধ ও রঙ্গমতী উভয় কাব্যেই শিবাজীকে 'দস্যু' সম্বোধন করলেও তাকে সর্বভারতীয় স্বাধীনতার অগ্রনায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই চেতনাই পরবর্তী কালে যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'শিবাজী' কাব্য রচনার মূলে ক্রিয়া করেছে। 'শিবাজী' কাব্য আলোচনা কালে এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

৩

ত্রয়ী[১] কাব্যের গৌরব এখানে যে এর ভাবকল্পনাটি অতি মহৎ। একটি অখণ্ড মহাভারত 'The Great Indian Empire'—এর স্বপ্ন এ কাব্যের মর্মমূলে প্রেরণা জুগিয়েছে। যে নিষ্কাম প্রেমের আদর্শ সম্মুখে রেখে শ্রীকৃষ্ণ আর্য আর্যকে মিশিয়েছেন—খণ্ড খণ্ড ভারতের এক অখণ্ড রূপদান করেছেন, সেই গীতোক্ত নিষ্কাম প্রেম ধর্মের আদর্শই ছিল কবির মূল মন্ত্র। তাছাড়া অর্জ্জুনের বাহুবল, ব্যাসদেবের জ্ঞান, সুভদ্রার প্রীতি ও শৈলের প্রেম—এই সকল গুণের সম্মিলনেই যে কল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভবঃ এ বিশ্বাস নবীন সেনের ছিল। আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই একাধারে জ্ঞান, স্বপ্ন ও প্রেমের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। বঙ্কিমও অনুরূপভাবেই আদর্শ পুরুষের কল্পনা করেছেন।[২] কিন্তু নবীন সেনের

১ রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), প্রভাস (১৮৯৬)

২ দ্রষ্টব্য, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র

উদারতা এখানে যে যেখানেই যে কোন মহাপুরুষের জীবনে তিনি তার প্রতিফলন দেখেছেন সেখানেই তিনি তার বন্দনা করেছেন; বিভিন্ন গ্রন্থও রচনা করেছেন। বলেছেন: "ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য পৃথিবীর ধর্ম্মগুরু সকল যথা, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, হজরত মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা সকলেই আমাদের নমস্য। আমাদের ধর্ম্মান্ধতা শুধু ভ্রান্তিমাত্র।"

তাই ত্রয়ী কাব্যে কথিত 'এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন' এর অর্থ হিন্দুধর্ম, হিন্দু জাতি ও আদর্শ নায়ক শ্রীকৃষ্ণ হলেও ত্রয়ী কাব্য প্রাচীন সনাতন মহাভারতের প্রচার নয় আধুনিক দৃষ্টিতে তা নবরূপে গঠিত, 'উনিশ শতকের মহাভারত'।[১] মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ একদা আর্য হিন্দুর মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন বলেই তিনি 'ভগবান স্বয়ং'। নবীন সেন সেই সাম্রাজ্য স্থাপনের আবেগাকুল স্বপ্ন দেখেছেন, 'বুঝিলাম তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলে ভারতে আবার সেরূপ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইবেনা।' প্রাচীন মহাভারতের এই নব পরিকল্পনায় নবীন চন্দ্র ইংরেজী শিক্ষিত সমকালীন হিন্দুমধ্যবিত্তের ভাবস্বপ্নে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। বলাবাহুল্য, উনিশ শতকের এই মহাভারত পরিকল্পনায়, এই আদর্শ রাষ্ট্র চিন্তায় নবীন সেনের দেশাত্মবোধ তুঙ্গতম পরিণতি লাভ করেছে।

---

১ "If executed adequately, many will probably consider it as the Mahabharat of the Nineteenth Century."—বঙ্কিমচন্দ্র।

## ৭ প্রসন্নকুমার নাগ

প্রসন্নকুমার নাগের রাজপুতাঙ্গনা কাব্য[১] এ যাবৎ সমালোচক কর্তৃক অনাদৃত ও অনালোচিত একটি কাহিনী কাব্য। বলাবাহুল্য গ্রন্থটির কাব্যমূল্য গৌণ ; এবং আমাদের বিষয়ানুগতাই কাব্যটির বর্তমান আলোচনাভুক্তির কারণ।

কবি বা প্রকাশক গ্রন্থটির রচনাকাল বা প্রকাশকাল উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। ডঃ সুকুমার সেন এই কাব্যটিকে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনার অনুকরণে' ১৮৮৩, '৮৪ ও '৮৫ সালে লেখা 'কাব্য'গুলির পূর্বে উল্লেখ করেছেন।[২] অর্থাৎ সম্ভবত ১৮৮২-৩ সালে এটি রচিত। অবশ্য নামের সাদৃশ্য (বীরঙ্গনা—রাজপুতাঙ্গনা) ছাড়া ডঃ সেন কেন যে কাব্যটিকে বীরাঙ্গনার অনুকরণ বলেছেন তা স্পষ্ট নয়। আমাদের মতে এটি বরং রঙ্গলালের সচেতন অনুকৃতি।

কাব্যটি 'His Highnes Sir Fateh Sing Bahadur, G.C. S. ! Maharana of Meywor' কে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং 'উৎসর্গ পত্রে' কাব্যবিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে 'The romantic story of the desolation of chitore and of the golden deeds of the citizens thereof.

বস্তুত আকবরের চিতোর বিজয় এ কাব্যের বিষয়। এবং উৎসর্গ পত্রানুযায়ী চিতোরবাসীদের ও কাব্যে রাজপুতাঙ্গনাদের বীরত্ব প্রদর্শনই কবির উদ্দেশ্য। কবি কোথাও উল্লেখ না করলেও সম্ভবতঃ টডের রাজস্থান থেকেই এ কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে।[৩] ফিরিস্তার বর্ণনায় আকবরের একবার চিতোরাধিকারের কথা আছে।[৪] কিন্তু টড দুবার আক্রমণের কথা লিখেছেন।[৫] আবুল

১ নাগ, প্রসন্নকুমার, রাজপুতাঙ্গনা কাব্য, 'শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রী পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত,'

২ "বীরাঙ্গনার অনুকরণে 'কাব্য' লেখা হইয়াছিল—রামকুমার নন্দীর বরাঙ্গনা পত্রোত্তর', প্রসন্নকুমার নাগের 'রাজপুতাঙ্গনা,' গুরুনাথ সেন গুপ্তের 'বীরোত্তর' (১৮৮৩), যাদবানন্দ রায়ের 'বীরসুন্দরী' (১৮৮৪), অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'পত্রাষ্টক' (১৮৮৫), ইত্যাদি।"—সেন, সুকুমার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৪।

৩ see Tod, *op.cit.* vol. 1, p. 378—384

৪ Ferishta, ii, 299 f.

৫ Tod, *ibid* p 378—9

ফজল সুস্পষ্ট করে কিছু বলেন নি, 'but there is also difficulty in believing the alleged fact to be an invention'।[১] কবি অবশ্য সর্বত্র টডকে অনুসরণ করেন নি। জয়মল্ল. পুত্ত, সহিদাসের বীরত্ব এবং উদয়সিংহের বর্ণনায় যেমন তিনি টডানুসারী তেমন আকবরের চরিত্র নির্মাণে ও রাজপুতাঙ্গনাদের বীরত্বগাথায় তিনি স্বকল্পনা-নির্ভর এবং স্পষ্টত রঙ্গলাল প্রভাবিত। ফলত প্রসন্নকুমারের কাব্য ঐতিহাসিক ত্রুটিপূর্ণ এবং অন্তত টডকে পূর্ণ অবলম্বনরূপে গ্রহণ না করায় তাঁর কাব্যে উপস্থিত সকল অজ্ঞতা ও ত্রুটির দায়িত্ব তাঁরই।

॥ ২ ॥

প্রথম সর্গ, 'দূত সংবাদ'। কুম্ভোদর সংবাদ এনেছে 'যবনের অগনিত চমু পারাবার চিতোর অবরোধ করেছে। মোগল শিবিরে

উন্নত আসনে বীর
আকবর বিজয়ী দিল্লীশ্বর প্রতিভায়
জগত ঈশ্বর (৪)

অত্যন্ত ক্রোধান্বিত। কেননা সমগ্র ভারত তাঁর বশ্যত স্বীকার করেছে, 'দিল্লীশ্বরে কন্যারত্নে মৈত্রীপুষ্পে' সকলেই ভজনা করেছে, কেবলমাত্র 'মিবার না কয় কথা আত্ম-অভিমানে'। তাই 'প্রেমাহ্বান, ভেদদান, ভীতি-প্রদর্শন' কিছুতেই ফল না হওয়ায় আকবরের প্রতিজ্ঞা –

অতীব নির্দ্দয়ভাবে বধিব এবার
চিতোরের জনপ্রাণী, পোড়াইব
প্রতি গৃহ. প্রতি তরুলতা, ভূতলিব
প্রতি সৌধ তুষার ধবল অদ্রভেদী,
শৃঙ্খলি রাণায় রাখি লৌহের পিঞ্জরে
ঝুলাইব দিল্লীর তোরণে।

দূত সংবাদ শেষ করতেই সভায় 'অনলাক্ষবীর' এসে জানালেন যে 'হীনচেতা' কাপুরুষ উদয় দুর্ম্মতি'র 'দুর্ব্বাক্য' ও 'দুর্ব্ব্যবহারে পরিতপ্ত' ও 'অতীব কঠিন হৃদয়'

১ Smith. V.A., *Akbar, the Great Mogul*, p 81 ;
also quoted in Tod, *ibid*, p 380 f n.

হয়ে 'সর্দ্দারগণ' এখন আর মেবার রক্ষায় সম্মত নন। এ কথা শুনে 'জয়মল্ল··· ভল্লপাণি' সগর্জনে ঘোষণা করলেন—

যবন কদলী-
বন দলিয়া সমরে, রাণার প্রসাদে
ফিরিবার পথে প্রতি নরাধমে ধ্রুব
তাড়াইব রাজদ্রোহী রাজস্থান হ'তে ;...
.....কি কব কাপুরুষ
রাণা, (১০)

'নবীন যুবক পুত্ত' রাণার প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে বললেন 'ভীরুচিত্ত অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘৃণিত'। অনলক্ষ সদম্ভে 'তুচ্ছ ম্লেচ্ছ' বলায় মোগল-বিক্রমসচেতন অতিবৃদ্ধি বীরসিংহের সঙ্গে তাঁর তর্কযুদ্ধ শুরু হল ; জয়মল্ল আশু বিপদ স্মরণ ক'রে বিরোধ মিটিয়ে দিয়ে এ সঙ্কটে রাণার পরামর্শ নিতে চললেন, কেননা ঃ

রণভীরু কাপুরুষ তবু রাণা রাজা,
প্রজার পরম মান্য পরম দেবতা, (১৬)

ওদিকে, দ্বিতীয় সর্গে, অন্তঃপুরে রাণার অবস্থা করুণতম—

কিম্বা বঙ্গ অধিরাজ সেনাকুল গ্লানি
লক্ষণ দুর্ম্মতি যথা ম্লেচ্ছ সমাগমে (১৭)

রাণীর উক্তি—

লভি জন্ম বীরকুলে ডর কি যবনে ?
কেন ডর ? আপনি দুর্ব্বল যদি, লক্ষ
সেনা তব মহাবল সমর দুর্ম্মদ...

তাছাড়া রাণা অসমর্থ হলে রাণী ও রাজপুতাঙ্গনাগণই দেশরক্ষার্থে সমরে ব্যাপৃত হবেন।

অবিলম্বে
পশিব সংগ্রামে, পারি যদি পাখালিতে
যবন-শোনিতে নাথ, পৌণ্ডলী-প্রান্তর
ফিরিব পুজিতে পুণ ও পদ পঙ্কজ
নতুবা সমরাঙ্গনে শোব ফুল্লমুখে।

শূণ্য এ চিতোর পুরী ত্যাজিয়া তখন
যেও তুমি কাপুরুষ ম্লেচ্ছ রাজ পাশে,
যাচিও শরণ তাঁর, জীবন মমতা
যদি তখনো না ঘুচে, ধর্ম্মপরায়ণ
বীর মোগল-তিলক, দিবেন অভয়
তিনি পরম দয়ালু,...

এ কথা শুনে রাণা স্বীয় দুর্বল চিত্ততা স্মরণ করেছেন। কাব্যের শুরু থেকেই এই রাণা চরিত্রকে কাপুরুষ করে চিত্রিত করা হয়েছে যদিও যথেষ্ট কারণ বা ইঙ্গিত নেই সেই ভীরুতার পেছনে। সৈন্য সামন্ত সকলেই সমর চিন্তায় উচ্চকিত কেবলমাত্র রাণাই ভীত বিহ্বল। তাই তার আক্ষেপবাণী নিতান্তই দুর্বলের স্বীকারোক্তি। কোনরূপ কাব্যিক মহিমা কবি তার উপরে আরোপ করতে চান নি।

তৃতীয় সর্গে 'মন্ত্রণা', মুসলমানদের চিতোর আক্রমণের উদ্দশ্যে সম্বন্ধে আলোচনা। রাণার বয়স্য—জহরলালের ধারণা :

দুর্ম্মদ যবন দল
ধনলোভী, ধনরত্নে রজত কাঞ্চনে
তুষিলে ত্যাজিবে ধ্রুব চিতোর নগরী (২৬)

কিন্তু 'বীরেন্দ্র রাবত মাদেরী-নৃমণি'র মতে

বিভবে কুলের ম্লেচ্ছ
নহে কভু তুচ্ছ ধনের ভিখারী, উচ্চ
আশা তার প্রভুত্ব বিস্তার, (২৭)

সহিদাস বললেন 'সন্ধি অসম্ভব; স্বাধীনতা বিনিময়ে অথবা সম্ভব।' কিন্তু 'সংসারে একমাত্র সুখ স্বাধীনতা'।

আর রাজপুত বীরেন্দ্র কুলের ধর্ম্ম
স্বাধীনতা প্রিয়, চালিবে সে স্বাধীনতা
যবন চরণে রক্ষিতে জীবন ধন
অনিত্য অসার? অসম্ভব। যুদ্ধ বিনা
অন্যোপায় নাহি.....

ধীর সিংহ যুদ্ধে সংশয় প্রকাশ করলে বীরেন্দ্র পুত্ত বললেন 'চিতোরের ভূমিখণ্ড হৃদপিণ্ড সমজ্ঞান করে রাজপুত' সুতরাং দুর্বল রাণা উদয়সিংহ বিয়োগে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই কিছু।

জয়মল্ল 'কুতর্কে' সমর রায়ের পক্ষপাতী নন সুতরাং দ্রুত সিদ্ধান্তে চিতোর পক্ষের শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল 'সহিদাস সালুম্বরাধীশ্বর' 'অযুত সৈনিক বলে' 'সূর্য্যদ্বার' রক্ষা করবেন ; পুত্তের 'দ্বাদশ সহস্র সেনা' 'সমর দুর্মদ লক্ষ ম্লেচ্ছ সৈন্য বল' স্বরূপ ; 'ঝালোর পতি শশিগুরু'র 'অযুতার্দ্ধ চমূ' বর্ত্তমান বল লক্ষার্দ্ধ-যবন-সম' ; 'দেবল পতি আরন্দম বলী রাঘব কুলতিলকের' 'ঝালোরের সৈন্যসম···সৈন্য বল' ; 'ঈশ্বরদাস রাঠোর গৌরব' 'ত্রিসহস্র সৈন্যবল' ; 'গৌরব গম্ভীর' 'তুয়ার রাজের' 'অযুত সৈনিক বল সম্বল' ; 'বিকট মুরতী' কনম চাঁদের সহস্র সৈনিক ; এবং জয়মল্ল ভল্লপানি বীরেন্দ্র কেশরীর 'বিংশতি সহস্র সৈন্য মহাবল, প্রতিসেনা পঞ্চ অশ্ব বল।' [১]

চতুর্থ সর্গ 'কবি, কাব্য ও রস'—এ কাব্যের জন্য সম্পূর্ণ অবান্তর এবং স্বতন্ত্র কাব্যরস সৃজনেও অসমর্থ। এ সর্গের শেষে পুত্ত নিদ্রিত হলে তাঁর স্ত্রী কমলা স্বামীর

উর্দ্ধ ভুজে মহা অসি চিত্রিয়া যতনে
ফলকে লিখিলা তার বাপ্পা মহানাম
সুকণ্ঠে লিখিলা বামা, "সম্মুখ সমরে
যুঝ প্রাণপণে, কভু পৃষ্ঠ না দেখাবে।"

বলাবাহুল্য, 'সুকণ্ঠে লিখিলা' অর্থহীন প্রয়োগ।

পঞ্চম সর্গে রাণার 'পলায়ন'। কবি কাব্যাঙ্গে ও পাদটীকায় উদয়সিংহের ইতিহাস কিঞ্চিৎ বর্ণনা করে রাণার এই কাপুরুষতার জন্য আক্ষেপ করেছেন। কিন্তু টডের মতানুযায়ী যুদ্ধ শেষে উদয়সিংহ পালিয়ে যেয়ে উদয়পুর স্থাপন করেন। [২]

ষষ্ঠ সর্গে 'সমরসজ্জা'—ত্রিদিবা শর্ব্বরী রণ হইল তুমুল

সপ্তম সর্গে 'সম্রাটের কূটনীতি।' 'রত্ন সিংহাসনে বীর আকবর বিজয়ী স্তিমিত লোচনে' বসে আছেন। 'অদূরে'

---

১ Tod, *op.cit.* p 379-80

২ See *ibid*, p 383-4

'বীর সেলিম দুর্ম্মদ সম্রাট প্রসূন'[১], গীয়াস, নাসের শূর, বেরাম প্রবীর···স্পন্দহীন বিষণ্ণ বদনে' দাঁড়িয়ে আছেন। যুদ্ধে জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত না হওয়ায় আকবরের মনে দুশ্চিন্তা ; এই দুশ্চিন্তার পরিচয়—

কি কুক্ষণে হায়
এনু রাজস্থানে, মুষ্টিমেয় রাজপুত,
অসংখ্য সৈনিক মম সমর কুশল
চিররণজয়ী ; পড়িছে মোগল সেনা
প্রতি রণে কত শত, রাজপুত প্রতি
রণে লভিছে সুনব বল। গেল নাম,
গেল আকবর গৌরব, ডুবিল মোগল
ঘোর কলঙ্ক সাগরে।

বলাবাহুল্য, এই আতঙ্কিত-চিত্ততা ইতিহাসের আকবর সুলভ নয়। এরপর অনলাক্ষ ও ধীরসিংহের বাকযুদ্ধের মত আকবরের সভায় প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে প্রবীন নাসের ও নবীন গীয়াসের বাকযুদ্ধ সম্রাটের হস্তক্ষেপে বন্ধ হ'ল। নাসের পরামর্শ দিলেন 'কেবল কৌশল-বধ্য বীর বাপ্পা-কুল'। কিন্তু আকবর কৌশলকে বীরধর্ম্মোচিত মনে করেন না। অবশেষ বৃদ্ধ মন্ত্রী বেরামের পরামর্শে তিনি রাজী হলেন এবং মন্ত্রী সহস্র সুবর্ণমুদ্রা ঘোষণা করলেন জয়মল্লকে হত্যা করবার জন্য। 'অপ্রিয়দর্শন শঠ নামে খাঁ আলম' স্বীকৃত হল।

খাঁ আলম সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে রাজপুত শিবিরে এল। প্রস্তাব হেতু রাজপুত শিবিরে উৎসব শুরু হল। অবশেষে সকলে নিদ্রিত হলে অস্ত্রহীন হ'য়ে জয়মল্ল 'সৈনিক পল্লী' দর্শন ক'রে আপন শিবিরে চল্লেন। এমন সময় আলম তাঁকে 'সুতীক্ষ্ণ ভল্লে' বিদ্ধ করল। সুদীর্ঘ বিলাপ উচ্চারণ করে জয়মল্ল মৃত্যু বরণ করলেন।

---

১ টডের বর্ণনা অনুযায়ী চিতোর আক্রমণ কালে আকবরের সঙ্গে জাহাঙ্গীর ছিলেন না। টড লিখেছেন এই সময় he ( Akbar) had just attained his twenty fifth year...' সুতরাং আকবরের ২৫ বৎসর বয়সে সেলিমের পক্ষে 'বীর' বেশে সমরাঙ্গনে উপস্থিতি সম্ভব নয়।

অষ্টম সর্গ সমর। পুত্তের প্রতিজ্ঞা

মরিলে পাইব স্বর্গ রণে
দেব-মানব-দুর্ল্লভ, বাঁচিলে মিবার।

যুদ্ধে সহিদাস জয়মল্লের হত্যাকারী আলমকে বধ করলেন। এবং অতঃপর আকবর অগ্রসর হ'লে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান জানালেন।

ভাষিলা আরক্ত নেত্রে মোগল তিলক
আকবর, "বধিলে তোরে রে বীর-পাংশুল,
নাহি যশঃ এ অসির, লোকে বলে, ভাষে
যদি উচ্চ নীচ, উচ্চ উড়ায় হাসিয়া
তেঁই ক্ষমিলাম তোর ধৃষ্টতা অধম।

সহিদাসের প্রত্যুত্তর ঃ

সক্ষমের ক্ষমা
অলঙ্কার বটে, অক্ষমের ক্ষমা ভীরু।
নহে কি ভীরুতা ? (১২৩)

এ হেন বাক্যালাপের পর যুদ্ধে আকবর সহিদাসকে হত্যা করলেন।

কাব্যে বর্ণিত জয়মল্লের 'গুপ্ত হত্যা' ও সহিদাসের মৃত্যু ইতিহাস-সম্মত নয়। সহিদাস 'সূর্যদ্বার' রক্ষা কালে মৃত্যু বরণ করেন।[১] জয়মল্লের মৃত্যু সম্বন্ধে মতান্তর আছে। টডের মতে When a ball struck Jaimall, who took the lead on the fall of the kin of Mewar. His soul revolted at the idea of ingloriously perishing by a distant blow.[২] অন্যদিকে আকবর স্বয়ং জয়মল্লকে নিহত করেছেন এ কথা আবুল ফজল[৩] ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের[৪] বর্ণনায় জানা যায়; আকবর জয়মল্ল ও পুত্তের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসাও করেন।[৫]

---

১ Tod, *op.cit.* p 380

২ *ibid* p 381

৩ Abdul Fazl, Allami, *The Ain-i-Akbari*, Vol I, p 116, 617

৪ 'He (Akber) named the matchlock with which he shot Jeimul *Singram* being one of great superiority and choice, and with which he slain three or four thousand birds and beasts"—*Jahangir Nama*, Ed, Rogers-Beverage, 45. quoted in Tod, *op.cit*, p 382 f.n. see also Badaoni, *Muntakhabat tawarikh*, ed. G. S A. Ranking, W.H. Lowe, E.B. Cowell, Calcutta 1884—98 Vol 11, p 107

৫ Tod, p 380, 382, 382 f.n. (Berniers impression)

নবম সর্গে অঙ্গনা সংগ্রাম। মোগলের জয়নাদ চিতোর অন্তঃপুরে পৌঁছুতেই সকলে বিচলিত হয়ে পড়ল। পুত্তের জননী 'দেবী কর্মদেবী'র নেতৃত্বে 'নারীব্রজ' রাজস্থান রক্ষার্থে রণাঙ্গনে চলল। নারীদের যুদ্ধসজ্জা মধুসূদনের প্রমীলার রণ-সজ্জার ব্যর্থ অনুকরণ। যুদ্ধক্ষেত্রে নারী—বাহিনী দর্শনে 'স্তম্ভিলা যবন তরু'। অতঃপর যবন সৈন্যদের মুখে রাজপুতাঙ্গনাদের রূপ বর্ণনা করে পাঁচটি গান (পৃঃ ১৩৪—১৪৬) সংযোজিত হয়েছে। গানগুলি অবাস্তবতায় হাস্যকর এবং অকাব্যিকতায় পীড়াদায়ক। ১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী পাঁচটি গান শেষেঃ

অবাক অঙ্গনা চমূ হেরি ম্লেচ্ছ চমূ
অবাক যেমতি ম্লেচ্ছ হেরি বামাদলে
বিশ্ববিমোহিনী। (১৪৭)

মুসলমান সেনাদল রাজপুতাঙ্গনাদের 'বিশ্বমোহিনী' মূর্ত্তি দেখে মুগ্ধ আর বামাদল মুসলমানদের শ্মশ্রুমণ্ডিত দীর্ঘ দেহ দেখে অবাক। কর্ম্মদেবী 'নিরস্ত্র যবনে' অস্ত্র হানতে বামাদলকে নিষেধ করলেন। তিনি স্বীয় পুত্র পুত্তের সন্ধানে চললেন; সংবাদ এল পুত্র নিহত।[১] মোগল শিবিরে জয়বাদ্য বাজল। কর্ম্মদেবীর নেতৃত্বে রাজপুতাঙ্গনারা যুদ্ধে ব্যাপৃত হল। সংবাদ পেয়ে আকবর যুদ্ধে ছুটলেন। মোগলবাহিনী নারী অস্ত্রাঘাতে মোহনিদ্রা ভেঙ্গে যুদ্ধে মত্ত হল। কিন্তু

> "কর্ম্মদেবী প্রায় সমস্ত অঙ্গনা সেনা যুদ্ধে বিনষ্টা দর্শন করিয়া জয়লাভে হতাশ হইয়া হস্ত হইতে অসি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিলেন; এবং তন্মুহূর্তে কমলা প্রভৃতি পঞ্চদশটি রমণী (যাহারা অবশিষ্টা ছিলেন) নিজ হস্তের অসি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যবন-দলনী কর্ম্মদেবী যবন-নিধনে কেন সন্তুষ্টা হইলেন, পাঠকের হৃদয়ে এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে। ইহার কারণ এই কর্ম্মদেবী যে উদ্দেশ্যে কৃতসংকল্প হইয়া সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যখন দেখিলেন যে সে উদ্দেশ্য (পুত্র, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, স্বদেশরক্ষা) সফল হইবে না, তখন অযথা কতিপয় যবন বিনাশ করিয়া ফল নাই

---

১ সহিদাসের মৃত্যুর পর পুত্ত সূর্যদ্বার রক্ষা কালে নিহত হল। Tod, *op. cit* p 380

> বিবেচনায় যবন বিনাশে দুঃখানুভব করিয়া অসি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অথবা রাজপুতাঙ্গনারা আসন্ন বিপৎকালে জহরব্রত অবলম্বনে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন। সম্ভবত তৎকালে তাহাদের মনে জহরব্রতাবলম্বনে দেহত্যাগের বাসনা হওয়ায় অসিত্যাগ করিয়াছিলেন। (পৃ ১৪৫, পা. টী)

রাজপুতাঙ্গনারা অসিত্যাগ করা মাত্রই আকবরের আদেশে সেনাপতি তাঁদের বন্দী করলেন।

টডের বর্ণনায় আকবরের প্রথমবার চিতোর আক্রমণকালে 'The successful defence is attributed to the masculine courage of the Ranas concubine queen, who headed the sallies into the heart of the Mogul camp, and on one occasion to the emperors head quarters. The imbecile Rana proclaimed that he owed his deliverance to her; when the chiefs indignant at this imputation on their courage, conspired and put her to death.'[১] অভ্যন্তরীণ এই গোলযোগকালে আকবর দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করেন[২] এবং এই যুদ্ধে পুত্তের মাতা (নাম উল্লেখ নেই) ও স্ত্রী এবং অন্যান্য রাজপুতাঙ্গনাগণ বীরত্ব প্রদর্শন করে অবশেষে জহরব্রত পালন করেন।[৩]

এই রাজপুতাঙ্গনাদের সম্বন্ধে আকবরের চিত্তচাঞ্চল্যের কোন ঐতিহাসিক সংবাদ দেখিনা; এমনকি টডের বর্ণনাতেও তা নেই। কিন্তু কবি দশমসর্গে রঙ্গলালের অনুরূপ 'অপূর্ব্ব কারাগৃহ' নির্মাণ করেছেন। ১৫৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

> "সাগর যেরূপ পূর্ণিমা-চন্দ্র দর্শন করিয়া উথলিয়া উঠিয়া বেলাভূমি লঙ্ঘন করে, আনন্দ-সাগর আকবরও তদ্রূপ রাজপুতাঙ্গনাদের মুখকান্তি দর্শনে প্রেমভরে অতিশয় চঞ্চল হইয়া আপন স্বভাব সীমা লঙ্ঘন করিলেন। আকবর চরিত্রবান হইয়াও অঙ্গনামুখ কান্তি দর্শনে অধীর হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক নীতির মস্তকে পদার্পন করিতে অভিলাষ করিলেন।"

---

১ Tod *op. cit.* p 378-9
২ *ibid*, 379
৩ *ibid*, 380-81

অতঃপর আকবরের উক্তির দ্ব্যর্থকতা—পবিত্রতা ও কলুষতা —সম্বন্ধে কবি বারংবার নির্দেশ করেছেন। 'কর্ণবতী' তখন সম্রাটসমীপে রঙ্গলালীয় পদ্ধতিতে জগৎ সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা পেশ করে অবলা নারীদের প্রতি সম্রাটের এহেন আচরণের অসারতা জ্ঞাপন করলেন। এই দার্শনিক উক্তি 'প্রাণিধানে নৃপ ব্যথিত হৃদয়।' এরপর আকবর কর্ণবতীকে বিভিন্নবারে 'শশিবদনে,' 'বিদ্যুন্মালে', 'মদলেখা', ইত্যাদি বলে সম্বোধন করলে কর্ণবতী যথাক্রমে 'শশিবদনা', 'বিদ্যুন্মালা', 'মদলেখা' ইত্যাদি ছন্দে উত্তর দিলেন। কবির পাণ্ডিত্য প্রকাশের এই মধ্যযুগীয় পন্থা বর্তমান ক্ষেত্রে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও ক্লান্তিকর। শশিবদনা ছন্দের উক্তিটি লক্ষণীয়ঃ কর্ণবতীর আকাঙ্ক্ষা কিছুই নেই; আকবরের যদি ইচ্ছাই থাকে তবে যেখানে যথার্থ প্রয়োজন সেখানে যেন তিনি করুণা বিতরণ করেন। তবু সম্রাট কর্ণবতীকে প্রার্থনা করতে বলায় কর্ণবতী সকলের সঙ্গে সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং বন্দীদের মুক্তি প্রার্থনা করলেন। স্বীকৃত আকবর মিনতি করলেন, 'ত্যাজ পরিতাপ, ক্ষমহ আক্বরে'।

একাদশ সর্গে 'জহরব্রত'। এখানে কতকগুলো অতিলৌকিক কথকতা আছে যা ঐতিহাসিক-মূল্যহীন।

॥ ৩ ॥

আকবরের চরিত্রে কলঙ্কলেপন প্রয়াসে প্রসন্নকুমার রঙ্গলালের পথেই অগ্রসর হয়েছেন এবং রাজপুতাঙ্গনা-কর্ণবতী শূরসুন্দরী-'সতী'রই দ্বিতীয় সংস্করণ। পার্থক্য এই, রঙ্গলালের কাব্যকথা টডনির্ভর এবং রাজপুত-লোককবিদের উদ্ভাবিত আর প্রসন্নকুমারের উদ্ভাবনা টড কিম্বা লোককবিদেরও সমর্থনহীন।

কাব্যশেষে আকবর চিতোরের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করেছেন কর্ণবতীর বাকছলে পরাস্ত হয়ে। টডের বর্ণনায় আকবর আলাউদ্দিন অপেক্ষা নির্মমভাবে চিতোর ধ্বংস করেন।[১] স্মিথ অবশ্য একথা সত্য মনে করেননি ঐতিহাসিক সমর্থনহীনতার জন্য।[২]

---

১ *ibid*, 381-2

২ "There is no good evidence that Akbar destroyed the buildings"—Smith, *op. cit*, p 90

## ৭ যোগীন্দ্রনাথ বসু

### ১

॥ ১ ॥

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭—১৯২৭) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তীকালে, প্রৌঢ় বয়সে, দুটি কাহিনী কাব্য রচনা করেন। কবি পৃথ্বিরাজ[১] এবং শিবাজী[২] উভয় গ্রন্থকেই ঐতিহাসিক মহাকাব্য বলে আখ্যাত করেছেন। এবং বলেছেন—

> 'Pardise Lost এর পর Paradise Regained পাঠ যেরূপ প্রয়োজনীয়, পৃথ্বিরাজে হিন্দুজাতির পতন পাঠের পর শিবাজীতে হিন্দুজাতির উত্থান, পাঠ করাও সেইরূপ আবশ্যক।'[৩]

যোগীন্দ্রনাথ বসুর ঐতিহাসিক তথ্যপ্রীতি তাঁর কাব্যের সর্বাঙ্গে চিহ্নিত। টীকা-টিপ্পনীর অযুত যোজনায় কাব্য গবেষণা প্রবন্ধের রূপ ধারণ করেছে। এবং কবির মূল বক্তব্য উভয় কাব্যেই ছন্দোবন্ধে, পাদটীকায় এবং সর্বোপরি দীর্ঘ দীর্ঘ ভূমিকায় পুনঃ পুনঃ কথিত হয়েছে। কবি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—

> কি রাষ্ট্রীয় ঘটনায়, কি সামাজিক আচার ব্যবহার, কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহে যাহা পাইয়াছি, তাহাই কাব্যোচিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি। যাহাতে হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ কোনও শ্রেণীর পাঠক ব্যথিত হইতে পারেন, মনঃকল্পিত এরূপ কোন কথা বলি নাই। কোন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থাকিলে পাঠক, ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে, তাহা ক্ষমাযোগ্য বিবেচনা করিবেন। পাদটীকা একটু বিস্তৃত হইয়াছে; কিন্তু আশা করি তত্ত্বান্বেষী পাঠকের নিকট তাহা অপ্রাসঙ্গিক বা বিরক্তিকর বোধ হইবে না। এ দেশে ঐতিহাসের প্রচার থাকিলে এরূপ বহুল পাদটীকার প্রয়োজন হইত না।"[৪]

---

১ বসু, যোগীন্দ্রনাথ, পৃথ্বিরাজ, ঐতিহাসিক মহাকাব্য, (প্রথম প্রকাশ ১৩২২,) গ্রন্থকার, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩২৭

২ বসু, যোগীন্দ্রনাথ, শিবাজী, ঐতিহাসিক মহাকাব্য, (প্রথম প্রকাশ ১৩২৫,) গ্রন্থকার, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩২৮

৩ ঐ, ।।০

৪ বসু, যোগীন্দ্রনাথ, পৃথ্বিরাজ, উপক্রমণিকা, ১৭

নবীন সেনের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বসুর এখানেই পার্থক্য। কবি সুলভ আবেগে নয়, ইংরেজের অধীনে নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যচিত্তের আত্মসচেতনা উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে হিন্দু-ভারতের 'ইতিহাস' রচনার বঙ্কিম-সুলভ অন্তরপ্রেরণায় যোগীন্দ্রনাথ বসু কাব্য রচনা করেছেন। 'কবিতা-রস-বিতরণ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।' 'পৃথ্বিরাজ পাঠ করিয়া যদি কোন হিন্দু আমাদিগের জাতীয় অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধানে ও প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমি শ্রম সার্থক মনে করিব।' নবীন সেনের পরিকল্পনা দার্শনিক ও মনজাগতিক, যোগীন্দ্রনাথ বসুর পরিকল্পনা ঐতিহাসিক-বাস্তব-ভিত্তিক। এ জন্যেই যোগীন্দ্রনাথের কাব্য অপেক্ষা ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং পাদটীকা অপরিহার্য।

পৃথ্বিরাজ কাব্য রচনার উদ্দেশ্য একটি একটি করে হিন্দু অধঃপতনের কারণ নির্দেশ করা এবং উপক্রমনিকায় তা গবেষকের ধৈর্য ও চাতুর্যে ব্যক্ত হয়েছে।

> "মুসলমানেরা এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু অধঃপতন হয় নাই, হিন্দুরা অধঃপতিত হইয়াছিলেন বলিয়াই মুসলমানেরা এদেশে আসিতে ও স্থায়ীভাবে বসিতে পারিয়াছিলেন।" (১)

> 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, মুসলমান আক্রমণ বৌদ্ধ দুর্নীতির ও অসদাচারের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন.....(নারায়ন, আশ্বিন ১৩২২)...কিন্তু 'ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠা, মূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধি লাভের চেষ্টা, ভূত, প্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তি' প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়ের মধ্যে...কে কাহার শিক্ষক তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে।..." (২—৩)

> "একদিকে হিন্দু অপর দিকে মুসলমান উভয়ের পেষণে অপেক্ষাকৃত ন্যূন সংখক বৌদ্ধগণ বিচূর্ণ হইয়াছিলেন; তাদৃশ কারণের অভাবে সংখ্যাধিক হিন্দুগণ হন নাই।" (আঙ্গরিকা ধর্ম্মপাল, *The Bengalee* January 18, 1917; O' Malley, *Bengal, Bihar and Orissa, Sikkim* p 216)

> "রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দুজাতির শক্তিক্ষয়ের 'একাধিক কারণের' মধ্যে 'রাজপ্রজাসাধারণ ব্যভিচার' এক 'প্রধান কারণ' ধলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।" ('মধ্যযুগে ভারতের সামাজিক জীবন,' সাহিত্য সংহিতা, বৈশাখ, ১৩২১)

> "ভূদেব মুখোপাধ্যায়...বলেন,...হিন্দুর স্বধর্ম্মবিদ্বেষরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের

জন্যই বিধাতা মুসলমানকে শাস্তারূপে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন। (এডুকেশন গেজেট, ২২ এ বৈশাখ ১৩২৩)

"বিবেকানন্দ...বলেন ভারতবাসীদিগের সর্ব্ববিধ জ্ঞান যে সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এবং তাঁহারা যে অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই জ্ঞান প্রচার করিতে উদাসীন, স্থল বিশেষে, পরিপন্থী ছিলেন, ইহাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পতনের কারণ। (*Swami Bibekanandas' Works* Mayavati Memorial Edition Part III, p 653)

আমি দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্মগত ও প্রদেশগত পার্থক্যের জন্য ভারতবাসীগণ সম্মিলিত হইয়া কার্য করিতে অক্ষম ছিলেন; ঔদাসীন্য, অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা বশতঃ ভারতীয় জনসাধারণ মুসলমান আক্রমণের পরিণাম বুঝিতেন না; উত্তর ভারতের দুইটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য পারিবারিক কারণে, বিচ্ছিন্ন ও বিবদমান হইয়া বিজেতার পথ সুগম করিয়াছিল; তাহার উপর হিন্দুগণ উদ্যোগিতায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞায়, সামরিক শিক্ষায় এবং কূট রাজনীতিতে ও রণনীতি কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অপেক্ষা অনেক পশ্চাৎবর্ত্তী ছিলেন। এই সকল কারণেই বীর্যে ও বুদ্ধিমত্তায় হীন না হইলেও, তাহাদিগের পতন ঘটিয়াছিল। (৫-৬)

'পৃথ্বিরাজ স্বয়ং বীর ও নির্মল চরিত্র হইলেও, যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলি অর্পিত হইয়াছিলেন।' (৭) পৃথ্বিরাজের পতনের ইতিহাস সমগ্র হিন্দু জাতির পতনের ইতিহাস। কিন্তু এই পতনের কারণ কি তাহা হিন্দুমুসলমান কেহই আলোচনা করেন নাই!... পৃথ্বিরাজের পরাজয় হইতে হিন্দুজাতির যে পতন ঘটিয়াছে, তাহার পর আর প্রকৃত উত্থান হয় নাই। কেবল মহাপ্রাণ শিবাজী হিন্দুর অন্তর্নিহিত শক্তি যে লোপ পায় নাই, মহারাষ্ট্রে তাহার আংশিক প্রমাণ দেখাইয়াছেন।

হিন্দু অধঃপতনের পূর্বোক্ত কারণগুলো পুনরায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও 'ভারতবর্ষে মুসলমান-অধিকারে'র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করে যোগীন্দ্রনাথ বসু উপক্রমণিকার শেষে আশা প্রকাশ করেছেন—

"কাব্য রচনার প্রবৃত্ত হইলেও আমি যে ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য লিখিতেছি তাহা আমি যেমন বিস্মৃত হই নাই, আশা করি আমার পাঠক—বর্গও, তেমনি, সে কথা বিস্মৃত হইবেন না। ...আমার পাঠক পাঠিকা যদি স্মরণ রাখেন যে

ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণ চাঁদ—কবির এবং কবিতারস বিতরণ মুসলমান ঐতিহাসিকদের চিন্তার বিষয় ছিলনা, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য ও অবলম্বিত উপায়, (১৮) উভয়ই তাঁহাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবে।"

উপক্রমণিকা অংশের আর একটি তথ্য মূল্যবান। সেটি পৃথ্বিরাজ সম্পর্কিত যাবতীয় উপাদানের উৎস নির্দেশ (পৃ ৯—১১)। কবি লক্ষ্য করেছেন, এসম্পর্কে ঐতিহাসিক বর্ণনার নিতান্ত অভাব। 'হিন্দী ভাষায় পৃথ্বিরাজের সভাসদ চন্দ বরদাই প্রণীত' সুবৃহৎ গ্রন্থ পৃথ্বিরাজ রাসো-র 'ঐতিহাসরূপে মূল্য অতি সামান্য'। তাছাড়া, মূল গ্রন্থের 'তিন চার হাজার শ্লোক' (Ref. *Bardic chronicles* by Mahamahopadhyaya Hara Prosad Sastry p 26) আকবরের কাল পর্যন্ত নানা হস্তের প্রক্ষেপে লক্ষাধিকে পরিণত হয়েছে (Ref. V. Simth's *Early History of India* p 387)। তবু পৃথ্বিরাজ রাসো উপেক্ষণীয় নয় বলে কবিও তা উপেক্ষা করেননি, যদিও 'স্থলে স্থলে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে বাধ্য' হয়েছেন। তবে টডের বর্ণনা পৃথ্বিরাজরাসো অনুযায়ী এবং 'পৃথ্বিরাজরাসোর হিন্দী দুর্বোধ্য' বলে কবি 'প্রয়োজন মত, টডের উক্তির মর্মানুবাদ পাদটীকায় উদ্ধৃত' করেছেন। সংস্কৃত কাব্য পৃথ্বিরাজ বিজয় অসমঞ্জস ও অচলিত বলে কবি উপেক্ষা করেছেন।

'মুসলমান লেখকগণ মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধ ব্যতীত পৃথ্বিরাজ সম্বন্ধীয় অপর কথা লিখেন নাই। তাহাদিগের বর্ণিত ঘটনার সহিত বহুস্থলে পৃথ্বিরাজরাসোর বিশিষ্ট পার্থক্য আছে। পৃথ্বিরাজরাসোতে আছে যে, পৃথ্বিরাজ বন্দীরূপে গজনীতে নীত হইবার পর, অন্ধাবস্থায় মহম্মদ ঘোরীকে শরবিদ্ধ করিয়া বধ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচরগণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তবকাৎ-ই-নাসিরী নামক প্রামাণিক মুসলমান ইতিহাসে আছে যে পৃথ্বিরাজ দ্বিতীয় তারায়ণের যুদ্ধের পর ধৃত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে নরকে প্রেরিত হন। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন যে, পৃথ্বিরাজের মৃত্যুর বহুদিন পরে, মহম্মদ ঘোরী গক্ষরদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। পৃথ্বিরাজ রাসোতে আছে যে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বিরাজের নিকট সাতবার পরাজিত হইয়াছিলেন এবং একাধিকবার বন্দীরূপে দিল্লীতে আনীত হইবার পর নিষ্ক্রয়দানে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। (Ref. *Tabakart-i-Nasiri*, fn. 466) তবকাৎ-ই-নাসিরী প্রণেতা মিনহাজ ও ফেরিস্তা দুইবার যুদ্ধের ও একবার পরাজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন

নিষ্ক্রিয় সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। অপর এক মুসলমান লেখক পরাজয়ের কথা উল্লেখমাত্র করেন নাই (Ref. *Rauzatu-T--Tahirin*, Elliots' *History of India* Vol VI, p 198)। এইরূপ পার্থক্যের মধ্যে সত্য নির্ণয় কঠিন। ইতিহাসোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে যাহা সামঞ্জস্যসহ ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।" (১০—১১)

পৃথ্বীরাজ কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৩২৩ সনের ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে টডের উক্তি সমর্থন করে 'arrogance' ও 'inactivity' পৃথ্বীরাজের পতনের কারণ, একথা বলা হয়। তাঁর নায়কের নির্মল চরিত্রে গভীর আস্থাবান যোগীন্দ্রনাথ বসু এ মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং 'প্রতিবাদ ভারতবর্ষে প্রকাশিত না হওয়ায় পরে নব্যভারতে প্রকাশিত' হয়। এবং পরবর্তী সংস্করণে তাঃ কাব্যের উপক্রমণিকায় পাদটীকাকারে যুক্ত হয়। আবুল ফজল, হাণ্টার ও টডের উক্তি উল্লেখ করে যোগীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেন ঃ

"প্রকৃত কথা এই যে, ধর্ম্ম প্রচার ও লুণ্ঠন প্রয়াসী মুসলমান স্বতঃই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কাহারও arroganceএর জন্য করেন নাই। পৃথ্বীরাজ স্বজাতীয়গণের সাহায্যপ্রাপ্ত না হইয়াই পরাজিত হইয়াছিলেন; নিজের inactivityর জন্য হন নাই'

পৃথ্বীরাজ রাসোতে কথিত মহম্মদ সাহাবুদ্দীন ঘোরীর ছয়বার পরাজয়ের কথা মুসলিম ঐতিহাসিকদের সমর্থিত নয় বলে কবি এ কাব্যে তার উল্লেখ করেননি। "যাহা হিন্দু মুসলমান উভয়ের স্বীকৃত তাহাই উল্লেখ করিয়াছি।"

এই সুদীর্ঘ ভূমিকায় যে কথা গদ্যে বর্ণিত হয়েছে সমগ্র কাব্যে কবি তাই ছন্দোবন্ধে পুণঃপ্রচার করেছেন। তথ্যনিষ্ঠ কবি সাধ্যমত পৃথ্বীরাজের জীবনকথা ঘটনাসূত্র অনুসরণ করে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু অন্তস্থিত তত্ত্বকথাটি সর্বদাই উদ্যত হয়ে আছে—নৈতিক অতঃপতনে হিন্দুজাতির পতন ঘটেছে, 'প্রায়শ্চিত্ত' করলেই তার পুনর্জাগরণ ঘটবে।

॥ ২ ॥

কাহিনী আরম্ভের আগে একটি কাব্য-ভূমিকা—'গ্রন্থাভাস'। স্বর্গে পাঁচজন ঋষি 'ভারত উদ্ধারের' কথা ভাবছেন। দৈববাণী হল, তার জন্য কাল অনুকূল

নয়। দুর্নীতি ও পাপপঙ্কে নিমজ্জিত দেশবাসীরা 'প্রায়শ্চিত্ত' না করলে পাপমুক্ত হবেনা।

প্রথম সর্গ 'পৃথ্বীরাজের দিল্লীলাভ'। দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল ভাবী তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম কনিষ্ঠাকন্যার-পুত্র পৃথ্বীরাজের হাতে রাজ্যভার তুলে দিলেন। অকস্মাৎ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা, কনোজরাজ জয়চন্দ্রের মাতা সুন্দরী সভাস্থলে এসে এই সিদ্ধান্তের অবৈধতা ঘোষণা করলেন এবং পৃথ্বীরাজকে অভিশাপ দিলেন। পৃথ্বীরাজ তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁকে সহায়তা করতে আহ্বান জানিয়ে ঘটনার পারম্পর্যে ভীত সভাসদদেরকে উৎসাহিত করলেন।

দ্বিতীয় সর্গ 'মহম্মদ ঘোরীর মন্ত্রণা'। 'অষ্টাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ' করে যিনি বহুনগর তীর্থ ও দেবমন্দির লুঠন করেছিলেন—সেই 'গজনীর অধিপতি স্বনামখ্যাতবীর' সুলতান মামুদের গজনী' সহরের দুর্গে 'বীরবর মহম্মদ ঘোরী' দক্ষিণে কুতুব', 'বামে.. হামজবী' ও মধ্যে সাধু ভক্ত মৈনুদ্দীন সমাভিব্যহারে উপবিষ্ট।[১] সভায় প্রথম দূত আলি 'ভারতবর্ষের' ঐশ্বর্য কথা বর্ণনা করল। দ্বিতীয় দূত হানিফ এই ঐশ্বর্যময় ভারতের 'ধর্ম্মহীন, জ্ঞানহীন' মূর্ত্তিপূজক 'অধম জাতি' হিন্দুদের নানা মত পথের জাতিধর্ম্মদ্বেষ ও বর্ণাশ্রমের কথা সবিস্ময়ে উল্লেখ করল। তৃতীয় দূত বলল, 'হিন্দুজাতি দুর্দ্ধর্ষ সমরক্ষেত্রে' এবং

---

১ ঐতিহাসিকদের মত উদ্ধার করে কবি এই সভাসদত্রয়ের পরিচয় পাদটীকায় দিয়েছেন। (ক) কুতুবুদ্দীন আইবক 'ভারতের প্রথম মুসলমান সম্রাট।' বহুগুণে অলঙ্কৃত কুতুব ক্রীতদাস থেকে কালক্রমে এই উন্নতি করেন। তাঁর চরিত্রগুণের সমর্থনে Briggs Ferista Vol 1, pp189—190 থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। (খ) 'Kowam-ool-moolk Humzvy মহম্মদ ঘোরীর অন্যতম প্রধান কর্মচারী', দূতরূপে পৃথ্বীরাজের নিকট প্রেরিত হন। ibid p174., Elliot's *History of India* Vol II, pp212—13. (গ) খাজা মৈনুদ্দীন চিশতী 'ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য মুসলমান সাধু।' 'আজমীর... সমাধি...মুসলমানদিগের একটি প্রধান তীর্থ।' 'He never preached aggression, was a man of peace and good will towards all Gods' creature—মুস্তাকবুল তোয়ারিখ ; *Ajmer Historical and Descriptive* pp 90—91 ; কিন্তু তাঁর 'রণদক্ষতার অভাব ছিলনা।' 'খান্দেশের অন্তর্গত নন্দুরবর ইনিই জয়' করেন—*Imperial Gazetteer* **Vol XVIII, 362.**

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ; হক ধর্ম্ম তাহাদের
ভ্রমাত্মক, তবু প্রাণ দিবে তার তরে।

তবকৎ-ই-নাসিরি (পৃ ৪৬০) অনুসরণে দূত মহম্মদ ঘোরীকে 'দ্বিতীয় রুস্তম' বলে সম্বোধন করল। দূতদের বিদায় দিয়ে ঘোরী সভাসদত্রয়ীর পরামর্শ চাইলেন। কুতুবের নীতি 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' ; 'দুর্দ্ধর্ষ সমরে হিন্দু'—একথার উত্তরে তিনি বললেন—'বালক কাসিমে'র আক্রমণকালে, 'বীর সুলতান মামুদের' 'অষ্টাদশ বার' 'হিন্দুর দেশ' লুণ্ঠনের সময় 'হিন্দুর বীরত্ব' কোথায় ছিল।

হিন্দু নহে বীর্যহীন
সত্য ; কিন্তু অন্ধপ্রায় ভ্রমে, কুসংস্কারে।

কুতুবের উক্তিতে কবি এই কুসংস্কারের দুটো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন : মন্দির-চূড়ার পতাকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভীত নগরবাসীদের 'কাসিমের' হাতে পরাজয় বরণ (Elphinstone's *History of India*, Cowell's Edition p 308) এবং রাজা দাহিরের 'দৈবজ্ঞ-নির্ভরতা' (*Chachnama*, Elliot's *History of India*, Vol I, p 169)। কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'স্বভাবে সরল' হিন্দু 'ব্যাধি-বহ্নি-সমর সঙ্কটে ক্ষণমাত্র কালক্ষেপে···সর্ব্বনাশ' ঘটতে পারে তা বোঝে না, তারা দিনক্ষণ 'শুভাশুভ যোগ' ইত্যাদি দেখতে থাকে। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নেই, রাজার পতনে তারা ছত্রভঙ্গ হয়।[১] তাছাড়া হিন্দুর শাস্ত্রে লেখা আছে

মুসলমান হিন্দুস্থান আক্রমিবে যবে
হ'বে তারা পরাজিত ; সাম্রাজ্য তুর্কের
প্রতিষ্ঠিত হবে সেথা।

কবি পাদটীকায় লক্ষণসেনের বৃত্তান্ত উল্লেখ করে 'কাসিমের নিকট' কাকা কোটলের 'আত্মসমর্পণ' প্রসঙ্গে চাচনামা ( Elliot Vol I, p 16—62 ) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

১ দাহির ও অনঙ্গপাল হস্তি আরোহণে যুদ্ধে এসেছিলেন। হস্তি 'জ্বলন্ত কন্দুকে'র ভয়ে পলায়নপর হলে সৈন্যগণও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দাহিরের ক্ষেত্রে Elphinstones *History of India*, p309 ও অনঙ্গপালের ক্ষেত্রে Briggs Ferista Vol I, p 47 থেকে সমর্থক উদ্ধৃতি দিয়েছেন কবি।—পৃ ২৯—৩০ পা. টী.।

The astrologers and credible persons of his country had found out by their calculations of the stars that his country would be taken by the Muhammadan army, ...he was sure that this was the will of God, and that no device or fraud would enable them to withstand the Muhammadans.

সুতরাং কুতুব ঘোষণা করলেন, হিন্দুর দেশ অধিকার করে মাহমুদের বিজয় স্তম্ভ অপেক্ষা উচু স্তম্ভ নির্মাণ করা আশু কর্তব্য। স্তম্ভ শীর্ষ থেকে

ঘোষিবে মোজীন "আল্লা আক্‌বর" বলি ;[১]
বুঝিবে তা হলে হিন্দু, বীর মুসলমান
কার বলে বলী যুদ্ধে অজেয় কি হেতু। (৩১)

কুতুবের পর 'সাধুবর মৈনুদ্দীন' 'ধীর, মধুর বচনে' বললেন, 'পরধনে পরদারে' লোভ 'অকর্ত্তব্য' হলেও হজরৎ 'প্রাণ পণে সত্যধর্ম্ম' প্রচার করতে বলেছেন। 'মোহান্ধ ভ্রমান্ধ হিন্দু ভুলি' পরমেশে, আছে মূর্ত্তিপূজা লয়ে' তাদের ভুল ভাঙানো দরকার। প্রথমে দূত পাঠিয়ে সত্যধর্মে দীক্ষার আহ্বান জানাতে হবে ; সম্মতিতে যুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন ; অন্যথায়, 'যোগ্য শিক্ষা দিতে' হবে। 'শিক্ষক যেমতি শিক্ষা দেন দণ্ড দিয়া অশিষ্ট বালকে'। হিন্দু বীর হলেও মুসলমানের সহায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ। এ প্রসঙ্গে পাদটীকায় তবকত-ই-নাসিরী (পৃ ৮৩) থেকে একটা সমর্থক ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে কবি মৈনুদ্দীনের উক্তিতে বলেছেন, 'সোমনাথ আক্রমণে ব্যথিত হৃদয় প্রতিহিংসাপর' জনৈক হিন্দু-পথপ্রদর্শক (guide) সুলতান মাহমুদকে সসৈন্যে মরুভূমিতে এনে ফেললে আল্লাহই তৃষ্ণার্ত মুসলিম বাহিনীর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। তাই

উপধর্ম্ম সেবী হিন্দু না পারিবে কভু
রোধিবারে সত্যধর্ম্মসেবী মুসলমানে।

---

১ কুতুবমিনার যে প্রধানত আজান দেবার জন্য ব্যবহৃত হত, এ তথ্যের স্বপক্ষে *Imperial Gazetteer* Vol XI p 234 থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে 'muazzin' শব্দটি থাকলেও কবি ছন্দের খাতিরে 'মোজীন' ব্যবহার করেছেন। 'আল্লাহু আকবর' বাক্যাংশের 'হু' শব্দটিও একই কারণে উহ্য থেকে গেছে।

অতঃপর হামজবী সুলতান মাহমুদের মত লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত না হয়ে স্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠার সার্থকতা ব্যাখ্যা করলেন। প্রসঙ্গত হামজবী ঘোরীকে "ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, বীর্য্যে জাঁহাপনা সম আছে কেবা ভাগ্যবান" বলে সম্বোধন করলেন। পাদটীকায় কবির মন্তব্য, "হিন্দুদিগের দৃষ্টিতে মুসলমান নেতৃগণ যাহাই হউন, মুসলমানের নিকট তাঁহারা কিরূপ লক্ষিত হইতেন, তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।" এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরিস্তার বর্ণনা থেকে ঘোরীর খোদাভক্ত ও প্রজাবাৎসল্যের কথা উদ্ধৃত করেছেন।[১]

ঘোরী কুতুবুদ্দীনকে ভারত বিজয়ের ভার দিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু 'শত জাতি, শত ধর্ম্ম, শত রাজ্যে' বিভক্ত, পরস্পর ধ্বংসরত, স্বদেশ স্বধর্ম্মদ্রোহী,' অন্যপক্ষে মুসলমান "একজাতি, এক ধর্ম্মী, এক ভূপতির আজ্ঞাধীন"। সুতরাং মুসলমানদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

লক্ষ্যণীয় যে, কেন্দ্রীকরণেই শক্তি নিহিত—এই চিন্তাই বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণচরিত এবং নবীন সেনের ত্রয়ীকাব্যের 'এক ধর্ম্ম একজাতি এক সিংহাসন' কল্পনার মূলে। বহুধা-বিভক্তরূপই হিন্দুর দুর্গতির কারণ এ সিদ্ধান্তে উনিশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা উপনীত হয়েছিলেন। বিশ শতকের শুরুতে যোগীন্দ্র নাথ বসু ঐতিহাসিক তুলনার মাধ্যমে 'ভারত'বিজয়ের পূর্ববর্তী মুসলমান ও হিন্দুর শক্তি ও অশক্তির উৎস স্পষ্টভাষায় নির্দেশ করলেন।

দ্বিতীয় সর্গের শেষ পৃষ্ঠার (পৃঃ ৩৭) দুটি পাদটীকা লক্ষ্যযোগ্য।

এক,

> "সুপ্রসিদ্ধ কুতুব মিনার হিন্দু অথবা মুসলমান কাহাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। যে মতই প্রকৃত হউক, কুতুব তাঁহার নামে পরিচিত স্তম্ভ আমূল নির্ম্মাণ করিয়া থাকুন, বা পূর্ব্ব নির্ম্মিত স্তম্ভের যাবনিক আকার প্রদান করিয়া থাকুক, তাঁহার মুখে আরোপিত কথাগুলি, বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।"

কাব্যাংশে কবি কুতুবের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। পাদটীকায় 'মতভেদের'[২] কথা উল্লেখ করলেও তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক—ঐতিহাসিক প্রমাণ-পঞ্জীর সাহায্যে—কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা এখানে নেই।

---

১ পৃঃ ৩৩ পাঃ টী—Briggs Ferista vol I, p 187.

২ তুলনীয়—মিত্র, দীনবন্ধু, সুরধুনী কাব্য, পরিষৎ সং পৃঃ ২৯। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

দুই,

এই সর্গে বক্তাদিগের মুখে যে সকল কথার আরোপ করা হইয়াছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের পক্ষে সেই সকল কথা সম্ভবপর কিনা যদি কাহারও তৎবিষয়ে সন্দেহ হয়, তবে, তাহাকে পৃথ্বীরাজের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্ববর্তী মুসলমান লেখক আলবেরুণীর গ্রন্থ পাঠ করিতে বলি। তাহাতে মুসলমানের হিন্দুজাতি সম্বন্ধে জ্ঞানের ও অনুসন্ধিৎসার বিস্ময়জনক প্রমাণ আছে।

তৃতীয় সর্গ—'সংযুক্তার উপবন বিহার।' জয়চন্দ্রের কন্যা সুন্দরী সংযুক্তার চিত্ত বিনোদনের জন্য উপবনে 'ভাট চাঁদবরদাই এর আগমন' হল। গীতপ্রসঙ্গ জানতে চাইলে সঙ্গীগণ হিন্দুবীরদের সম্পর্কে খেদোক্তি করলেন—

যবনের পদে নত হয়ে যারা
বিকায়েছে দেশা, পুরুষ কি তারা ?...(৪৩)

কাসিম, মামুদ আসিল যখন,
পুণ্য আর্য্যভূমি করিতে লুণ্ঠন
পুরুষ এদেশে থাকিলে তখন
শিখাতেন তারা যবনে। (৪৪)

ভাট তখন 'পুরুষকেশরী' পৃথ্বীরাজের বীরত্বগাথা বর্ণনা করলেন। সংযুক্তার চিত্ত চঞ্চল হল। বর্ণনা পৃথ্বীরাজরাসো অনুযায়ী ; মূলের শেষাংশ অবাস্তববোধ বর্জিত।

চতুর্থ সর্গ—'রাজসূয় ও স্বয়ংবরোদ্যোগ'। জয়চন্দ্রের যুদ্ধোদ্যম সম্বন্ধে নাগরিকদের কথোপকথন প্রসঙ্গে বৌদ্ধদের সম্বন্ধে কবির উষ্মা প্রকাশিত হয়েছে :

"হিংসা, দ্বেষ, রক্তপাত অনুচিত কাজ
বলেছেন আমাদের বৌদ্ধ ধর্ম্মরাজ।"
শুনি নাগরিক এক মহাক্রোধে কয় ;—
"বৌদ্ধ তুমি, যুদ্ধে তাই পাইতেছ ভয়।
তোমাদের উপদেশে গেল যশ মান
কাপুরুষ হল যত ভারত সন্তান।
'অহিংসা অহিংসা' এই প্রচারি ধরম
পুরুষেরে করিয়াছে নারীর অধম।...(৫৫)

ধিক্ বুদ্ধে। ধিক বৌদ্ধে। ধিক্কার তোমায় ;
অসিঘাতে রক্তপাতে এত যদি ডর,
মাথায় সিন্দুর পর, নাসায় বেশর। (৫৬)

ওদিকে তীর্থপর্য্যটন প্রত্যাগত রাজগুরু তুঙ্গাচার্যের আশ্রমে রাজা জয়চন্দ্র ও রাণী এসেছেন গুরু'চরণ বন্দনা' করতে। যুদ্ধোদ্যমের প্রতিপক্ষ পৃথ্বীরাজ শুনে গুরু চিন্তিত হলেন। এবং আশু মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হবার পরামর্শ দিলেন। 'কি দুর্দ্ধষবীর জাতি এই মুসলমান।' পাদটীকায় কবির মন্তব্য :

> আমরা এক্ষণে মুসলমানদিকের আমাদিগেরই ন্যায় হতবীর্য্য ও নিরুদ্যম, দেখিতেছি কিন্তু ভারতবিজেতা কাশিম, মামুদ, মহম্মদঘোরী, কুতবুদ্দীন, বাবর, প্রভৃতি মুসলমানবীর দৃঢ়তা, সাহস, উদযোগিতা প্রভৃতি গুণে এক একজন আদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। সেরসার নিকট পরাজয় হইতে সাধারণে দিল্লীশ্বর হুমায়ুনকে দুর্ব্বল ও ভীরু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু দুর্গম চম্পানীর গিরিদুর্গের পর্ব্বতগাত্রে কীলক প্রোথিত করিয়া যে তিনশত দুঃসাহসী বীর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, এই হুমায়ূন তাহাদিগের অন্যতম ছিলেন। ( Elphinstons *History of India*, Cowell's Edition p 443 )

ফিরিস্তার বর্ণনা নির্ভর, 'অকুতোভয়' সুলতান মাহমুদের সোমনাথ বিজয়ের কাহিনী এবং হিন্দুর অনিবার্য চিরদাসত্বের সম্ভাবনা উল্লেখ করে তুঙ্গাচার্য জয়চন্দ্রকে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে বিবাদ সমাপ্ত করতে নির্দেশ দিলেন। জয়চন্দ্র সদম্ভে মুসলিম শক্তিকে নগণ্য বিবেচনা করলে তুঙ্গাচার্য স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে যবনের 'ধর্ম্ম, রাজনীতি', 'সমরের রীতি'র অভিনবত্ব ও অজেয়রূপ বর্ণনা করলেন কিন্তু জয়চন্দ্র অনমনীয়ই রইলেন। হিন্দু সমর কৌশলের শাস্ত্রমুখীন প্রাচীনত্ব 'who cared nothing for the sastras'[১] সেই মুসলমানদের নবীন সমরকৌশলের সামনে তুচ্ছ, একথা যোগীন্দ্রনাথ বসু একাধিকবার বলেছেন।

পঞ্চম সর্গে পৃথ্বীরাজের ব্যঙ্গমূর্তি কন্যার স্বয়ম্বর সভার দ্বারে জয়চন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছেন, এসংবাদ পৃথ্বীরাজের কানে এল। কিন্তু এ অপেক্ষাও গুরুতর সংবাদঃ জয়চন্দ্র তুর্কীদের আহ্বান করেছেন কনোজে ; ঘোরীকে দিল্লীদান তাঁর বাসনা।

---

১ 'Smith V. A., *Oxford History of India p220*' ; বসু, যোগীন্দ্রনাথ, পৃ ৭৩, পা. টী. তে উদ্ধৃত ;

ষষ্ঠ সর্গ—'সংযুক্তা সয়ংবর'। সভায় ছদ্মবেশী পৃথ্বীরাজের কণ্ঠেই সংযুক্তা বরমাল্য দিলেন। তড়িৎগতিতে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাসহ দিল্লীঅভিমুখে যাত্রা করলেন।

সপ্তম সর্গ—'মহম্মদ ঘোরীর দ্বিতীয় মন্ত্রণা'। ঘোরীর সামনে কুতুবুদ্দীন নবীন যুবক বক্তিয়ারকে উপস্থিত করলেন। ঘোরী হামজীব ও বক্তিয়ারকে 'ভারতবর্ষে' যেতে আদেশ করলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধের পরস্পর বিরোধ ও হিন্দুদের আভ্যন্তরীণ অসম্প্রীতির কথা উল্লেখ করে ঘোরী উপদেশ দিলেন—'ভেদনীতি আমাদের হইবে সহায়।' পৃথ্বীরাজ-শত্রু মিত্রবৎ গ্রাহ্য হবে। রাজসভা থেকে শ্মশান পর্যন্ত এই পৃথ্বীরাজ-শত্রুদের সন্ধান করতে হবে। 'মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণ শাসে হিন্দুস্থান' ফলে অন্যান্য সকলেই 'রাজতন্ত্রে অজ্ঞ উদাসীন নীচবর্ণ হিন্দুরা তাই বলবীর্যহীন। কিন্তু মুসলমানমাত্রই সমপর্যায়ের, তাই দারিদ্র্যপীড়িত যে সেও বলবীর্যহীন নয়। বক্তিয়ার 'মুসলমান প্রতি' হিন্দুদের 'দারুণ বিদ্বেষ, ঘৃণা'র কথা উল্লেখ করলে ঘোরী বললেন,

> "বলে যাহা সাধ্য নয় সাধিবে কৌশলে।
> বিচারিলে ধর্ম্ম জয় নাহি হয় রণে;
> বিশেষতঃ কিবা ধর্ম্ম কাফেরের সনে।"

পাদটীকায় কবি বলেছেন "বিধর্মীর সহিত সত্য রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন এই সংস্কার বহু মুসলমান বীর চরিত্র কলঙ্কস্পৃষ্ট করিয়াছে।" এবং তিনি মন্তব্যের সপক্ষে ফিরিস্তা থেকে ( Brigg's Ferista Vol II, 120) শের শাহের রৈসিন দুর্গে হিন্দুহত্যার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কাব্যাংশে কৌশলের প্রমাণ স্বরূপ স্বামীদ্বেষী, ঘোরীর প্রস্তাবে প্রলুব্ধ, রাণীর রাজাকে হত্যা ও ঘোরীর উচারগড়দুর্গ অধিকারের ফিরিস্তা সম্মত কাহিনী কবি বর্ণনা করেছেন। পাদটিকায় ফিরিস্তার উদ্ধৃতিও ( vol 1 pp 169-170 ) যুক্ত হয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকায় যোগীন্দ্রনাথ বসুর ঐতিহাসিকের সতর্কতাযুক্ত উক্তিটি মূল্যবান:

> হিন্দু রমনীর এইরূপ ব্যবহার মুসলমান ঐতিহাসিকের বিদ্বেষকল্পিত বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ঠিক এইরূপ না হউক, আরও কোন কোন হিন্দু রমনীর বিসদৃশ আচরণ ইহার যাথার্থ সপ্রমাণ করে। গুজরাটের রাজা করুণরায়ের মহিষী কমলা, আলাউদ্দীনের পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়া, যতদিন না আপনার পুর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাতা, কন্যাটি কাড়িয়া আনিতে পারিয়াছিলেন, ততদিন সম্রাটকে উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। বীরবর দাহিরের

এক পত্নী কাসিমকে সতী ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়া হিন্দু-বীর দিগকে মুসলমান জাতির অধীনতা গ্রহণে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। চিতোরাধিপতি স্বদেশবৎসল রাণা সংগ্রাম সিংহের এক পত্নী বাবরের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। ঐতিহাসিক টড ইহার কারণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ;—Polygamy is the fertile source of evil, moral and physical in the east, (*'Rajastan* Vol 1 pp 326)'

অষ্টম সর্গে স্বামী সন্নিধানে সংযুক্তার 'হর্ষ' ও পিতৃচিন্তায় 'বিষাদ'। নবম সর্গে 'দিল্লীতে প্রেতাবির্ভাব' : ভাবী অমঙ্গলের পূর্বাভাস।

দশম সর্গ—দৌত্য। যে আজমীরের জন্য যুগে যুগে 'হিন্দু মুসলমানে', 'মোগল পাঠানে', 'রাজপুতে রাজপুতে', 'মাহাটা ইংরাজে' কত 'মহাযুদ্ধ' সংঘটিত হয়েছে সেই আজমীরে দুর্গবেষ্টিত চৌহান-রাজপুরীতে রাজসভায় সপার্শ্বদ পৃথ্বীরাজ আসীন। গজনী থেকে যবনদূত এসেছেন। অনুমতি নিয়ে দূত হামজবী বললেন, মোহান্ধ হিন্দুস্থানে হজরত মহম্মদের (দঃ) সত্যধর্ম প্রচারের ইচ্ছা গজনীর অধিপতি মহম্মদ ঘোরীর : "অভিলাষ তাঁর আল্লাহু আকবর ধ্বনি উঠে হিন্দুস্থানে।" এরপর হামজবী ও তার সঙ্গী মদিনানিবাসী সেখ এর সঙ্গে পৃথ্বীরাজ সভায় উপস্থিত তুঙ্গাচার্যের ধর্ম্মযুদ্ধ ; ভারতচন্দ্র রঙ্গলালের পদ্ধতিতেই রচিত ; তবে যোগীন্দ্রনাথ মার্জিত ভাষা প্রয়োগ করেছেন। স্বল্পজ্ঞানী মুসলিম সৈনিক-দূতের সামনে 'কাঠোপনিষদ' থেকে আহরিত শ্লোকের সাহায্যে তুঙ্গাচার্য প্রবীণ হিন্দুধর্মে একেশ্বর-বাদের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করে 'ভারতবর্ষে' ইসলাম ধর্মের অপ্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলেন। হিন্দুর আচার নিষ্ঠার সমর্থনে মুসলমানদের 'আবে জমজমের' পবিত্রতা ও কাবামুখীন নামাজের রীতি বিষয়ে প্রশ্ন তুললেন। প্রশ্ন অবশ্য Hughes, *Dictionary of Islam* ( p 701, 256, 57 )-এর তথ্যনির্ভর প্রশ্নের উত্তর যেহেতু কবির জানা নেই অতএব 'নিরুত্তর দূতগণ', 'নতশির হামজবী'।

যাহোক, কবি কৌশলে যুক্তিতে পরাস্ত হামজবী ঘোরীর আদেশ মোতাবেক পৃথ্বীরাজকে কোরাণ ও কৃপাণের মধ্যে পছন্দ করতে অনুরোধ জানালেন। পৃথ্বীরাজ 'গ্রন্থ' ফেলে 'তরবারী' গ্রহণ করলেন। বললেন,

কহিও প্রভুরে তব, জন্মজন্মান্তরে
থাকে যদি পুণ্য, নর জন্মে হিন্দু কুলে ;
পারে বুঝিবারে হিন্দু ধর্ম্মের মহিমা।

অন্যের 'প্রভুত্ব স্বীকার' করতে তিনি চান না, কেননা, 'কি পার্থক্য পরাধীনে পালিত বৃষভে'। মোহম্মদ ঘোরী

আত্ম-বঞ্চনায়

ধর্ম্মপ্রচারের নামে, অধর্ম্মপ্রচার
কেন চান করিবারে ? চাহে মুসলমান
রাজধন দাস দাসী ভোগ্য ইন্দ্রিয়ের ;
তবে বৃথা ধর্ম্মযুদ্ধ কি হেতু ঘোষণা ?
বুঝিয়াছে হিন্দু, ধর্ম্ম নহে তোমাদের
একমাত্র লক্ষ্য ; ধন, প্রিয় ধর্ম্ম হ'তে।

পাদটিকার ফিরিস্তার বর্ণনা থেকে (Vol I, p 187) মহম্মদ ঘোরীর 'অপরিসীম অর্থ লুণ্ঠনে'র প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। 'নিরপরাধ ভারতভূমি' আক্রমণ করলে আক্রমণকারীও সমানভাবে আততায়ীর হাতে প্রাণ দেবেন, কাব্যাংশে একথা বলে, পাদটীকায় গক্ষরদের হাতে মহম্মদ ঘোরীর শোচনীয় মৃত্যুর কথাও, ফিরিস্তার বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে (Vol I, p p 185-86)।

একাদশ সর্গে 'গৌরীপূজা'। তুঙ্গাচার্য 'কালীমাহাত্ম্যকীর্ত্তন' করে হিন্দুদের সঙ্কট-কালে, অর্থাৎ মুসলমান আক্রমণকালে, নারীদের পৌরুষপ্রিয়তা ও স্বামীপুত্রের কার্য্যে উৎসাহদান সম্বন্ধে উপদেশ' দিলেন।

দ্বাদশ সর্গে 'যুদ্ধোদ্যোগ'। বিষয়বস্তু—সংযুক্তাকে রাজ্যভার দিয়ে পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ-প্রস্তুতি। তুর্কী সৈন্য আসছে, রাজপুত অন্তঃপুরে তার প্রতিক্রিয়া—

.....“কেমন তুরুক,
কোথায় তাদের ঘর ?”
কেহ বলে ;—“তারা কলির রাক্ষস
গিরিশৃঙ্গে বাস করে ;
বৃষভের মুণ্ড ভাঙ্গে চিবাইয়া
রুধিরে উদর ভরে।
নাহি করে স্নান, দেহের দুর্গন্ধে
প্রেত পলাইয়া যায় ;

না পারি বুঝিতে 'ক্যাফ গ্যাফ' করি,
কথা কহে কি ভাষায়।"
অন্য কহে—"তারা নরাকার পশু
রোমাবৃত কলেবর,"
রাজদূতগণে দেখেছিল যারা
তারা শুধু বলে 'নর'।

লেখক কৌতুকউদ্দীপন করতে চাইলেও সততা যে চাপল্যরঞ্জিত হয়েছে, তা বলা বাহুল্য।

পৃথ্বীরাজের প্রতি নগরবাসীর প্রবল আস্থা ধ্বনিত হয়েছে—

"মামুদের কালে জন্মিতেন যদি
পৃথ্বীরাজ মহাবীর
তা হলে কি হত শক্তি যবনের
লুণ্ঠিবারে আজমীর?"

পৃথ্বীরাজ ও গোবিন্দ যুদ্ধের আয়োজন সম্পর্কে আলাপ করছেন। নানা গুরুতর বিষয়ের মধ্যে 'রক্ষি জাতিধর্ম রন্ধন ভোজন কোথায় কিরূপ হবে' সেটিও তাঁদের চিন্তার বিষয়।

ত্রয়োদশ সর্গে যুদ্ধ। ঘোরীর বীরত্ব বর্ণনায় কবি কার্পণ্য প্রদর্শন করেননি, মিনহাজ, ফিরিস্তা, টড, চাঁদ বরদাই ইত্যাদির বর্ণনা অনুসরণ করে মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজ ভ্রাতা গোবিন্দের এই যুদ্ধ কবি রচনা করেছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে পরাস্ত ঘোরীকে তাঁর সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যান;[১] চাঁদ বরদাই-এর কাব্যে বন্দী অবস্থায় তিনি দিল্লীতে নীত হন ও 'নিষ্ক্রয়দানে মুক্তি পান।[২] যোগীন্দ্রনাথের কাব্যে পৃথ্বীরাজের অনুমতিক্রমে অচেতন ঘোরীকে মুসলমান সেনারা শিবিরে নিয়ে যান। যাহোক, 'মরিয়াছে তুর্করাজ' এ সংবাদ নগরে ছড়িয়ে পড়ায় বিপুল বিজয় উৎসব আরম্ভ হল। সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের প্রধানা মহিষী ইঞ্জিনী সহ স্বামী বরণে চললেন। নগরবাসীরা সপত্নী প্রেমের অপূর্ব দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হল।

---

১ *Tabkat-i-Nasiri*, p 456-60; Briggs Firista, 1, 173-3,
২ বসু. যোগীন্দ্রনাথ, ২০৯ পা. টী',
৩ ঐ, ২০৯

সর্গশেষে বীরত্বগাথার সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তাহানীর কথা স্মরণ করে কবি খেদোক্তি করছেন :

চলিয়া গিয়াছে দিন
স্মৃতিমাত্র ছিল তার
তাও বুঝি, ক্রমে, লুপ্ত হয়;
ভারতের কবিগণ
গাইছেন অন্যগান
বীরকীর্ত্তি গেয় কার (ও) নয়।

এখন সকলেই গীতিকাব্যের চর্চায় মগ্ন। তাই

নিঃসঙ্গ বিহগ সম
গাইব আপন মনে
ডাকিয়া শুনাব আপনারে;
সার্থক হইবে শ্রম
এক জন (ও) শ্রোতা যদি
পাই এই ভারত মাঝারে।

চতুর্দ্দশ সর্গ : মহম্মদ ঘোরীর তৃতীয় মন্ত্রণা। রণে পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের অজেয় চিত্ততায় সংশয় দেখা দিয়েছে এবং হিন্দুরা পৃথ্বীরাজের নিকট নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সন্ধান পেয়েছে। মন্ত্রণায় অশ্বারোহী সৈন্যের বায়ুবেগ পরবর্তী যুদ্ধের প্রধান কৌশল হবে একথা ঘোরী ঘোষণা করলেন। এবং বললেন হিন্দুস্থানের অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জাতিদের 'ভাই' বলে আহ্বান করলে তারা 'দলে দলে' এসে মুসলমান হবে। এ প্রসঙ্গে পাদটীকায় কবির উক্তি ও উদ্ধৃতি মূল্যবান—

> মুসলমান তরবারির সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস; কিন্তু হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণীর হীনাবস্থা এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যই ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের বিশিষ্ট কারণ হইয়াছিল। সূক্ষ্মদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—The Mahommedan conquest of India came as salvation to the down-trodden, to the poor. That is why one fifth of our people have become Mahommedans. It was not the sword that did it all. It would be the height of madness to think it was all the work of sword and fire....

The poor Pariah is not allowed to pass through the same street as the high caste man, but if he changes his name to a hodgepodge English name it is all right ; or to a Mahommedan name, it is all right. (*Swami Bibekanande's Works*, Mayabati Memorial Edition Vol III p 652)

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিতেন,—অন্ত্যজ প্রভৃতি যতক্ষণ হিন্দুয়ানী মানে ততক্ষণই ঘৃণিত। উহারা যেই মুসলমান হয়, অমনি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বলেন, "সেলাম মিয়া সাহেব।" তখন উহাদের বসিবার জন্য কাঠের চৌকী দিতে হয়।" (এডুকেশন গেজেট, ২২-এ বৈশাখ, ১৩২৩)।

"The Musalman religion, with its doctrine that all men are equal in the sight of god, must necessarily have presented for greater attractions to the chandals and koches who were regarded as outcasts by the Hindus...The convert to Islam could not of course expect to rank with the higher class of Muhammadans, but he would escape from the degradation which Hinduism imposes upon him ; he would no longer be scorned as a social leper ; the mosque would be open to him ; the Mullah would perform his religious ceremonies and when he died he would be accorded a decent burial. (*Census Report of Bengal*, 1901, part I p 384)

সুতরাং মহম্মদ ঘোরী 'ভেদনীতি' কৌশল অবলম্বন করে দিল্লী আজমীর অধিকারের সংকল্প করলেন।

বীর্য, ধর্ম্ম মুসলিমের হবে পরীক্ষিত
পৌত্তলিক হিন্দু, সত্যধর্ম্মী মুসলমান
কেবা শ্রেষ্ঠ, সাক্ষী তার রবে হিন্দুস্থানে।

কবির পাদটীকা ঃ 'যদি কোন হিন্দু ইহাতে ব্যথিত হইবার কারণ পান তাহা হইলে নিরপেক্ষ ইংরাজ ঐতিহাসিকের লিখিত হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের পরিণাম ফল তাঁহাকে আলোচনা করিতে বলি।' পরবর্তীকালে মুসলমানদের সঙ্গে রাজপুত, শিখ ও মারাঠাদের দ্বন্দ্বের পরিণামে 'As far as can now be

estimated the advance of English power alone saved the Mughal Empire from passing to the Hindus' (Hunters' *Indian Empire*, p 328). কবির মন্তব্য,

"হিন্দুর কর্ম্মফলে যাহা হইয়াছিল, তাহাই দেখাইয়াছি। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কর্ম্মফলে যাহা হইয়াছে, কোন ভবিষ্যৎ কবি তাহা দেখাইবেন।"

কিন্তু ইতিপূর্বেই মহাশ্মশান (১৯০৪) রচনার মাধ্যমে কায়কোবাদ যে তা প্রদর্শনের প্রয়াস পেয়েছেন সে কথা যোগীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

পঞ্চদশ সর্গে 'তুঙ্গাচার্য্যের রাজনীতি চর্চ্চা'। রাজগুরু স্বয়ং যুদ্ধকৌশল প্রণয়নে অংশ নিয়েছেন। তিনি হিন্দু অধঃপতনের মূল কারণ হিন্দু বৌদ্ধ ও হিন্দুবর্ণাশ্রমে অসম্প্রীতি ব্যাখ্যা করে দুঃখ প্রকাশ করছেন। তাঁর একটি তুলনা উল্লেখযোগ্য ঃ

.....কি পার্থক্য হিন্দু মুসলমানে
পরাজিত জয়পাল, অভিমান ভরে,
পশিলা অনলে ; আর পরাজিত ঘোরী
করিয়াছে প্রাণপন জিনিতে হিন্দুরে !

ষোড়শ সর্গে 'জয়চন্দ্রের প্রতিজ্ঞা'। অপমানিত জয়চন্দ্র সংযুক্তার বৈধব্য কামনা করছেন। তুঙ্গাচার্য্য মুসলমানদের সহায়তায় পৃথ্বীরাজের পতন ঘটালে হিন্দু-জাতির যে ভয়াবহ পরিণাম উপস্থিত হবে তা সবিস্তারে বর্ণনা করা সত্ত্বেও জয়চন্দ্র অনমনীয় রইলেন।

সপ্তদশ সর্গে 'তুঙ্গাচার্য্যের অগস্ত্যদর্শন'। স্বপ্নে অগস্ত্যমুনী তুঙ্গাচার্যকে হিন্দু ভারতের নানা পাপ পঙ্কিল অবস্থা ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি উচ্চ বর্ণের অকথ্য অত্যাচার ইত্যাদি দেখিয়ে বললেন—

ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যে, গুপ্ত ব্যক্ত ব্যভিচারে
সারশূন্য হইয়াছে আর্যসুতগণ।

এবং বহু হিন্দুবীরের জীবনদানে 'প্রায়শ্চিত্ত' সাঙ্গ হলে তবে হিন্দু মুক্তি পাবে।

অষ্টাদশ সর্গ—'তরায়ণের দ্বিতীয় যুদ্ধ। ঘোরী আবার যুদ্ধে আসছেন শুনে নগরবাসীরা প্রথম যুদ্ধে তাকে হত্যা না করার মূঢ়তা'[১] এবং সঙ্গে সঙ্গে এবার যুদ্ধে 'স্বরস্বতী তীরে' 'পুত নদীনীরে' মৃত ঘোরীর 'অস্থিগুলি ধৌত' হলে যে তার 'ম্লেচ্ছ জন্ম' থেকে 'মুক্তি' হবে এ কথাও আলোচনা করছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরী কৌশলের আশ্রয় নিলেন। যুদ্ধারম্ভেই ঘোরী কিছুকাল যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব পাঠালেন। এবং রাত্রে শিবিরে আলো জ্বালিয়ে রেখে অন্যপথে পৃথ্বীরাজ শিবিরের দিকে সৈন্যচালনা করলেন ( *Jampu L. Hikayat* Elliot's *History of India* Vol II p 200)। প্রত্যুষে জাগরণ ক্লান্ত হিন্দুসৈন্য আকস্মিক মুসলিম আক্রমণে হতচকিত হলেও নেতৃত্বগুণে যখন পরাক্রমে দীপ্ত হল তখন ঘোরীর সৈন্য পলায়নের ভান শুরু করল। যুদ্ধের বদলে এই লুকোচুরিতে হিন্দুসৈন্য যখন বিভ্রান্ত তখন অকস্মাৎ দ্বাদশ সহস্র ঘোরীর অশ্বারোহী তাদের মুহূর্তে বিধ্বস্ত করে ফেলল। কবি ঘোরির বুদ্ধিমত্তায় ও রণ-কৌশলে চমৎকৃত হলেও পৃথ্বীরাজের পতনে ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ মনেই তিনি পাদটীকায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

> A vigorous charge by twelve thousand Musalman horsemen repeated the lesson given by Alexander, long ages before, and demonstrated the inability of mob of Indian Militia to stand the onset of trained cavalry (V. Smith's *Early History of India*, p 389)

---

১ প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ঘোরীকে মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধেই টড পৃথ্বীরাজকে arrogant বলেছিলেন—যোগিন্দ্রনাথ একে 'রাজপুত উদারতা' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু জনৈক ঐতিহাসিকের উক্তি—"১১৯১ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্র পৃথ্বীরাজ একাকী মহারণে অগণিত মুসলমান বীরকে সমশায়ী করিয়া জয়গর্বে দুরন্ত আততায়ীকে ছাড়িয়া দিলেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে, তাই কেন, সকল জাতির শাস্ত্রেই কথিত আছে—আততায়ীকে বিনাসসাধন অবশ্যকর্ত্তব্য। "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচরয়ন্'। রাজনীতি জ্ঞানশূন্য বিজয়ীগর্বী পৃথ্বীরাজ এই কথা বিস্মৃত হইয়া কোটি কোটি নর-নারীর আশ্রয় স্থল ও রক্ষাকর্ত্তা হইয়াও তাহাদের সর্বনাশ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইতে শত্রুকে অবসর দিলেন। এই মহাপাপের উপযুক্ত শাস্তির সময় শীঘ্রই উপস্থিত হইল।" —ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ, হুগলী হাওড়ার ইতিহাস, চ-স, তা. বি ৩২৯—৩০।

কবি বলেছেন, পৃথ্বীরাজের পতনে যুদ্ধক্ষেত্রে যে হাহাকার উঠল "আজও প্রতিধ্বনি তা'র উঠিতেছে দেশে দেশে, প্রতি হিন্দু হৃদয় মাঝারে।"

উনবিংশ সর্গ—'সংযুক্তার চিতারোহণ' ও কাব্যের সমাপ্তি। পৃথ্বীরাজের মৃত্যু সম্পর্কে হিন্দু মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতান্তরের কথা উল্লেখ করে "he was taken prisoner and they despatched him to hell" মিনহাজের এই মতটিই কবি 'কাব্যোচিত বর্ণে চিত্রিত' করেছেন।[১] মৃত্যুকালে পৃথ্বিরাজের পাপমোচন প্রার্থনার অংশ—

"জ্ঞানকৃত দোষ আর না পড়ে স্মরণে
বহুপত্নীকতা বিনা,"

স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পিশাচী ও দাসী মারফৎ সংযুক্তার কানে এল। শ্মশানে এসে পরিচয় হল : পিশাচী হচ্ছে পৃথ্বিরাজের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত 'দুই মহাবীর' 'আল্‌হ, উদালের' মাতা।[২] সংযুক্তার প্রতি স্নেহবশত সে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সংযুক্তার সহমরণ শয্যা চিতা প্রস্তুত করে রেখেছে। সংযুক্তার সখী 'চিতোরের পতি' সমর্ষির পত্নী পৃথা পিশাচীর কাছে স্বীয় স্বামীবার্তা জিজ্ঞাসা করলে পিশাচী পৃথাকে নিয়ে দ্রুত স্বরস্বতী তীরে চলল। শ্মশানে একাকী সংযুক্তা—তুঙ্গাচার্য এসে জানালেন পৃথ্বীরাজের শেষ ইচ্ছা সংযুক্তা যেন একাকী সহমরণে প্রবৃত্ত হন, 'পরলোকে' পৃথ্বীরাজ বহুপত্নীকত্বের পাপ রাখতে চান না। সংযুক্তা সহমরণের অনুমতি চাইলেন। তুঙ্গাচার্যের উক্তিতে কবি-চিত্তের দ্বন্দ্বই প্রকাশিত হয়েছে :

আত্মহত্যা মহাপাপ ; সে পাপ আচারে।
দিতে অনুমতি চিত্ত হয় সঙ্কুচিত।
কিন্তু শাস্ত্র, সদাচার কহে রমণীর।
সতীত্ব রক্ষণ শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব ধর্ম্ম হ'তে।
আসিছে তুরুক ... .. ... ... ..."

সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের চিতারোহণে তুঙ্গাচার্যের প্রার্থনা বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রতাপের মৃত্যুতে উক্তির অনুরূপ—

---

১ পৃ ৩৩৩—৪, প. টী দ্রষ্টব্য। 'উপক্রমনিকা'ও দ্রষ্টব্য।

২ পৃথ্বীরাজ রাসোর একটি দীর্ঘ উপকাহিনী, যোগীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন।

যাও পৃথিরাজ! যাও সংযুক্তাসুন্দরী!
সেই পুণ্যলোকে, যথা, নাহি পাপ, তাপ;
নাহি জাতি ধর্ম্মদ্বেষ, পররাজ্যলোভ;
নিত্যানন্দ, নিত্যপ্রেম বিরাজে যেখানে।

তাদের পুনরাবির্ভাবে—ভারত সন্তান

লভে যেন, জাতি ধর্ম্ম বর্ণ-নির্বিশেষে,
সুখশান্তি ... ... ...

এবং সবশেষ 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পতি'র উদ্দেশ্যে তুঙ্গাচার্যের প্রার্থনা—

পতিত পাবন তুমি, করেছ উদ্ধার
কতই পতিত জাতি, পতিত ভারতে
উদ্ধারিও কৃপাগুণে। হিন্দু নর, নারী
দ্বিধাহীন হয়ে যেন পারে বুঝিবারে,
হিন্দুর দুর্গতিমূলে দুর্ম্মতি হিন্দুর,
প্রায়শ্চিত্ত অন্তে দুঃখ, দৈন্য হ'বে দূর।

২

॥ ১ ॥

যোগীন্দ্রনাথ বসুর পরবর্তী গ্রন্থ শিবাজী, 'ঐতিহাসিক মহাকাব্য'। কবির উক্তি অনুযায়ী *Paradise Lost* এরপর *Paradise Regained* এর মতই তাঁর 'পৃথ্বীরাজে হিন্দুজাতি পতনে'র পর 'শিবাজীতে হিন্দুজাতির উত্থান'। কাব্যের প্রস্তাবনায় কবি বলেছেন যে, 'পৃথিবীর কোন কোন প্রসিদ্ধ পুরুষের' 'চরিত্র' 'বিদ্বেষ্টা'দের হাতে কালিমালিপ্ত হয়ে থাকে; যেমন 'হজরত মহম্মদ' (দঃ)কে 'প্রবঞ্চক impostor'[১] ও 'মহাবীর নেপোলিয়ন'কে 'অত্যাচারী tyrant' বলা হয়েছিল; 'সৌভাগ্যক্রমে' এ ভুল ধারণা লুপ্ত হয়েছে এবং 'কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই এক্ষণে, মহম্মদকে প্রবঞ্চক বলা সঙ্গত মনে করেন না;' আর অন্য দোষ থাকলেও নেপোলিয়ন অত্যাচারী ছিলেন না। "ইহাদিগের উভয়ের ন্যায়

১ অন্যত্র বহুল পাদটীকার ব্যবহার থাকলেও কে 'হজরৎ মহম্মদ' (দঃ) কে impostor বলেছিলেন তার কোন উল্লেখ গ্রন্থকার করেননি।

শিবাজীরও সম্বন্ধে একদেশদর্শিতার ও অবিচারের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার স্বদেশবাসীগণের নিকট তিনি সর্ব্ববিধ রাজগুণের আধার এবং যুগবতার বলিয়া সমাদৃত হইলেও মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট তিনি পাপের প্রণোদক সয়তানের প্রতিরূপ বলিয়া কল্পিত।"[২] সুতরাং কবি মুসলমান ঐতিহাসিক খাফি খাঁকে স্যার যদুনাথ সরকারের মন্তব্যের সাহায্যে অপাংক্তেয় ঘোষণা করে শিবাজীর আদর্শ চরিত্র নির্মাণে ব্যাপৃত হয়েছেন।

॥ ২ ॥

শিবাজী চরিত্রের নবনির্মাণ শুরু করেন উগ্রপন্থী মারাঠী কংগ্রেসনেতা বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬—১৯২০)। তাঁর মারাঠী পত্রিকা 'কেশরী' (সিংহ)তে নানা প্রবন্ধ লিখে ও 'হিন্দু মেলার ন্যায়' স্কুল কলেজের ছাত্রদের শরীরচর্চার আখড়া স্থাপন করে তিলক মহারাষ্ট্রে এক নবীন আন্দোলন শুরু করেন এবং শিবাজীর সমাধি মেরামত ও 'শিবাজী উৎসব' (১৮৯৫) প্রচলনের মাধ্যমে মারাঠী জীবনে উদ্দীপনা সঞ্চারের চেষ্টা করেন। 'His object was to stimulate hostility to '*mlencchas*' (foreigners), Muhammadan and British.'[৩] ১৮৯৬ সালের দুর্ভিক্ষ ও বোম্বেতে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের পর তিলক সরকার-বিরোধী আন্দোলনের যথার্থ সুযোগ খুঁজে পান। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন 'কেশারী' তে তিনি দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। একটিতে তিনি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মহারাষ্ট্রীয়দের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে শিবাজী দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গ করে উঠে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'স্বরাজের' দুর্দ্দশা দেখে আতঙ্কিত (horrified) হয়ে উঠেছেন; যে বনিক ইংরাজদের তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন তারাই আজ তাঁর দেশের এই দুরবস্থার কারণ।[৪] অন্য প্রবন্ধটিতে শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁকে হত্যা করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, যে মহৎ ব্যক্তিরা সাধারণ নীতিধর্ম্মের অনেক উর্ধে; আফজল খাঁকে হত্যা করে শিবাজী কোন পাপ করেন নি—

---

১ বসু, যোগীন্দ্রনাথ, শিবাজী, প্রস্তাবনা, পৃ ৵০.—৶০,

২ Dodwell, H. H, (ed), *The Cambridge History of India*, Vol VI, Cambridge 1932, p 530.

৩ *ibid.*

> "for the good of others. If thieves enter our home and we have not sufficient strength to drive them out, we should, without hesitation, shut them up and burn alive. God has not conferred on *mlencchas* the grant inscribed on copper plate of the kindom of Hindostan.....Do not circumscribe your vision like a frog in a well. Get out of the Penal Code, enter into the extremely high atmosphere of the Bhagwat Gita, and then consider the actions of great men.[১]"

প্রবন্ধ দুটির জন্য বন্দী তিলক বিচারে আঠারো মাস কারাদণ্ড লাভ করেন "বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র মল্লিক ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তিলকের মোকদ্দমার সাহায্যকল্পে জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া পুণায় পাঠাইয়াছিলেন।" এবং এ উপলক্ষে 'সিডিশন বিল পাশ হইবার পূর্বদিন টৌনহলের জনসভায় রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।"[২] ১৮৯৭ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> "For Mr. Tilak may heart is full of sympathy. My feeling go forth to him in his prison-house. A nation is in tears."[৩]

বস্তুত তিলকের অনুপ্রেরণা বাংলা দেশেই সর্বাধিক আলোড়নের সূচনা করে। এবং ১৯০৫ সালের লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রথমে বাংলাদেশে ও পরে সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তিলকের শিবাজী উৎসবে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তীকালে লেখা তাঁর সুপরিচিত 'শিবাজী উৎসব' কবিতা ছাড়াও কথা ও কাহিনীর 'প্রতিনিধি' (৬ই কার্ত্তিক ১৩০৪); 'বন্দীবীর', 'মানী', 'প্রার্থনাতীত দান', 'শেষ শিক্ষা', 'হোরিখেলা' 'বিচারক' (১৩০৬); ইত্যাদি মারাঠা ও শিখ জাগরণ বিষয়ক কবিতা রচনা করেন। ইতিপূর্বে হিতবাদী সম্পাদক মারাঠী শ্রী সখারাম গণেশ দেউস্কর শিবাজী সম্বন্ধে

---

১ quoted in *ibid* p 550.

২ মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, দ্বি, স, কলিকাতা ১৩৫৩, পৃ ৩৪৬

৩ Dodwell, *op. cit.*, p 551.

সাহিত্যে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[১] সখারাম দেওঘরে যোগীন্দ্রনাথ বসুর ছাত্র ছিলেন এবং যোগীন্দ্রনাথকে তিনিই প্রত্যক্ষভাবে মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে উৎসুক করে তোলেন।[২]

এর অল্পকালের মধ্যেই অক্লান্ত গবেষক (পরে স্যার) যদুনাথ সরকার আওরঙ্গজেব ও শিবাজীর ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন[৩] ও নানা পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে তা প্রকাশ করতে থাকেন। এবং কিছুকাল পরে কবি যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রথমে তুকারাম চরিত[৪] ও পরে শিবাজী (১৩২৫) কাব্য প্রকাশ করেন। এর পর স্যার যদুনাথের *Shivaji and his tims* প্রকাশিত হয় এবং এ গ্রন্থের একটি বাংলা সংস্করণ ও প্রকাশ করা হয়। এর অনেক পরে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৬, ৭ ও ৮ই চৈত্র স্যার যদুনাথ সরকার সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালারূপে[৫] যথাক্রমে 'মারাঠাজাতির অভ্যুদয়', 'শিবাজী' ও 'শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের ধারা' এই তিনটি বক্তৃতা দেন।[৬]

॥ ৩ ॥

শিবাজীর ইতিহাস নির্মাণ-প্রয়াসের এই বিপুল আয়োজন ও এর অনিবার্য ফল মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার তৎকালেই মুসলিম-মানসে বিস্ময় ও প্রশ্নের সঞ্চার করেছিল। যোগীন্দ্রনাথের কাব্য প্রকাশের

---

১ সখারাম গণেশ দেউস্করের 'ছত্রপতি শিবাজী' সাহিত্য, চতুর্থ বর্ষ, ১৩০০ সালের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (পৃ ১৮২, ৩৬৯); ভাদ্র সংখ্যায় 'শিবাজীর মহত্ব' নামে তিনি আর একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখন (পৃ ৩৭৬)।

২ বসু, যোগীন্দ্রনাথ, ।৶০-৵০

৩ ১৯০৪ সাল থেকে স্যার যদুনাথ আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন। See, Sarkar, Jadunath, *History of Aurangzib*, Vol V, 1924, 496, ১৯১২ সালে প্রথম দুখণ্ড গ্রন্থ একত্রে প্রকাশিত হয়। See *ibid* Vol I & II, 2nd edn. 1925, p XVIII,

৪ দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩২৪। প্রথম সংস্করণের তারিখ এগ্রন্থে নেই।

৫ অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালারূপে রচিত চারুচন্দ্র দত্তের রামদাস ও শিবাজী গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪১ সালে প্রকাশ করেন।

৬ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ত্রিচত্বারিংশ ভাগ, কলিকাতা ১৩৪৩ পৃ ১—২২।

দুবছর আগে ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা আল এসলাম পত্রিকায় "এসলামাবাদী" মূল পারসী তথ্য নির্ভর, ক্রমশঃ প্রকাশ্য, আওরঙ্গজেব-এর ইতিহাস রচনা আরম্ভ করেন।[১] আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সকল অভিযোগ খণ্ডন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।[২] উক্ত বর্ষের আল এসলামে নরেন্দ্রনাথ লাহা লিখিত "ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষা বিস্তার" প্রবন্ধটি গৃহস্থ থেকে পুণর্মুদ্রণ করা হয়; অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এ আলোচনার আওরঙ্গজেব প্রসঙ্গ মুদ্রিত হয়।[৩] ১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে আল এসলামে শেখ হবিবর রহমান 'আলমগীর' উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন।[৪] ১৩২৪ সালের পৌষ সংখ্যা ভারতবর্ষে এবরাহিম খাঁ সাহেবের আওরঙ্গজেব প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে ফাল্গুণ সংখ্যায় হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র প্রতিবাদ করেন; এই 'প্রতিবাদের প্রতিবাদ' করেন 'বেগম সৌদামিনী খাতুন;'— ভারতবর্ষে উপক্ষিত হওয়ায় প্রবন্ধটি আল এসলামে ১৩২৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।[৫] যোগীন্দ্রনাথ বসুর পাদটীকা শোভিত কাব্যে এসব সমকালীন তথ্যের অথবা ওগুলো ব্যবহারের কোন উল্লেখ নেই।

॥ ৪ ॥

ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বাংলা ও মারাঠাদেশের এই অভূতপূর্ব সংযোগে বিস্মিত হয়েছেন—

---

১ অগ্রহায়ন ও পৌষ ১৩২৩ ও ভাদ্র ১৩২৪ সংখ্যায় প্রথম দ্বিতীয় ও পঞ্চম কিস্তি মুদ্রিত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। পঞ্চম কিস্তিতেই প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে। (আল-এসলামের সংখ্যাগুলো অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী সাহেবের সৌজন্যে দেখেছি।)

২ আল এসলাম, দ্বিতীয় ভাগ অষ্টম সংখ্যা, অগ্রহায়ন ১৩২৩, পৃ ৪৭৮

৩ ঐ, পৃ ৪৮৭—৪৯০

৪ বৈশাখ সংখ্যায় (পৃ ২১—২৮) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ এবং শ্রাবণ সংখ্যায় (পৃ ১৮৫—১৯৫) অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। অন্যান্য পরিচ্ছেদ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

৫ পৃ ২১৪—২২৩।

Endeavours were even made to introduce into Bengal, the very province which in pre-British days had been scourged by Maratha raids, the singularly inappropriate cult of shivaji"[১]

যদুনাথ সরকার যেন কৈফিয়তের আকারে তাঁর পূর্বোক্ত প্রথম বক্তৃতায় বলেন—

'অথচ বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে যেমন প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তেমন অন্য কোন দুই প্রদেশের মধ্যে হয় নাই। নবাবী আমলে বর্গীর হাঙ্গামা ঝড়ের মত বাঙ্গালার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল ও চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে মতিলাল ঘোষ ও তিলকের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব, বা বঙ্গীয় শিক্ষিত জনমতের উপর গোখলের রাজত্ব না ধরিয়া, এখানে সাহিত্য ক্ষেত্রে দুই জাতির সমন্বয় একটু ভাবিয়া দেখুন। রাজপুতানার পরই মহারাষ্ট্র ইতিহাস বাঙ্গালা সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রমেশ দত্ত রাজপুত জীবনসন্ধ্যার পরই মারাঠা জীবনপ্রভাতের কিরণ দেখিয়া উৎফুল্ল হন।..... সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বৃহৎ সাহিত্য-প্রচেষ্টা মহারাষ্ট্র দেশে। রবীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রের দক্ষিণপ্রান্তে কারওয়ার বন্দরে সেই "তোমায় চিনি ওগো বিদেশিনী"কে দেখিয়াছিলেন, গুজরাতের আহমদাবাদের শাহীবাগের পুরাতন প্রাসাদে ক্ষয়িত পাষাণের মধ্যে অতীতের জীবন্ত চলচ্চিত্র দেখিয়া "সব ঝুটা হ্যায়" এই সত্য বুঝিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের কর্মজীবন একটি মারাঠা রাজ্যেই অবশেষ হয়। আর বঙ্কিমের অনুবাদক ও অনুকারিগণ মারাঠা সাহিত্যে এক যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে।'[২]

শিবাজী ও মারাঠাদের সম্বন্ধে তৎকালীন এই রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ঔৎসুক্যের প্লাবনেই যোগীন্দ্রনাথ বসু শিবাজী কাব্য রচনার প্রেরণারস খুঁজে পান। প্যারাসলিস এবং সরকার ছিলেন তাঁর প্রধান তথ্যকেন্দ্র। খাফি খাঁ-নির্ভর বলে ডাফের বর্ণনা তিনি উপেক্ষা করেছেন।

প্রসঙ্গত শিবাজী চরিত্রের নবনির্ম্মাণের পদ্ধতির সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য যদুনাথ সরকার তিলকের অনুরূপ উগ্রপন্থী আদৌ ছিলেন না এবং

---

১ *Cambridge History of India*, Vol VI, p 551.

২ সা-প-প, ১৩৪৩ পৃ ১-২

৩ Duff, James Cuninghame Grant, *A History of the Mahrattas.* revised and enlarged edn. with an introduction by Edwards, S. M., in two vols, Humphrey Milford, Oxford University Press, London, 1921.

তাঁর ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাও সর্বজনবিদিত। তাই তাঁকেও কিছুটা আবেগাকুল রূপে দেখাটা নিঃসন্দেহে বিস্ময়োদ্রেকী। খাফি খাঁর ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> "Khafi Khan's History a gossipy and unreliable work which enjoys an undeserved reputation among European Scholars on account of its pleasant style and arrangments and freedom from the dryness of treatment chararteristic of most Persian annals" [১]

কিনকেড ও প্যারাসনিস খাফি খাঁর বর্ণনা অগ্রাহ্য ঘোষণা করেছেন একারণে যে, খাফি খাঁ শিবাজী প্রসঙ্গে সর্বদাই 'the vile infidel' 'that hell dog' ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। [২] অথচ অন্যদিকে Elliot-এর উক্তি : এ গ্রন্থটি হচ্ছে

> One of the best and most impartial Histories of Modern India.[৩]

এবং খাফি খাঁ সর্বদা শিবাজীকে কটূক্তি করেননি; এমনকি আফজাল খাঁ হত্যার দৃশ্যেও শিবাজীকে 'শয়তানের বাচ্চা'-জাতীয় কোন সম্বোধন নেই।[৪] বরং শিবাজী চরিত্রের গুণাবলীর যে বর্ণনা খাফি খাঁতে আছে—তাঁর রাজ্যশাসন ও স্বধর্মনিষ্ঠা—তার অতিরিক্ত কথা, ভক্তি-আতিশয্য বাদ দিলে, পরবর্তী গবেষকগণও উপস্থিত করতে পারেননি।[৫] অবশ্য সত্যনিষ্ঠ স্যার যদুনাথ মারাঠা চরিত্রের শঠতার কথা বারংবার বলেছেন :

---

১ The Modern Review 1907 p 200.

২ Kincaid, C. A. & Parasnis, Rao Bahadur D. B. *A History of the Maratha People*, Vol I, Humphray Millard, Bombay 1918, p 164.

৩ Elliot, Sir H. M and Dowson, John, *The History of India*, as told by its own Historians, The Muhammadan Period, Vol. VII, Trubner and Co. London 1877, p 207 (*Muntakhabu-l-Lubab* by Muhammad Hashim, Khafi Khan).

৪ See Khafikhan, *Muntakhabu-l Luba'b*, Elliot & Dowson, *op. Cit.* p 258—61

৫ *ibid*, p 305 ;
সরকার, যদুনাথ, শিবাজী, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, তা, বি, পৃ ২৬০ ; *Modern Review* 1907, p 150, 411 ; Sarkar, J. N, *Shivaji and his Times*, Calcutta 1919, p 474.

"মারাঠা সরদারদের হাত করিয়া স্বপক্ষে আনিবার জন্য আহমদনগরের সুলতান এবং মুঘল বাদশার স্থানীয় প্রতিনিধির মধ্যে নিলাম চলিতে লাগিল। শাহজীর শ্বশুর, শাহজীর খুড়া, প্রভৃতি এবং পরে স্বয়ং শাহজী একবার এপক্ষে যোগ দেন, আর বেশী জাগীর ও টাকার প্রলোভনে ও পক্ষে সৈন্য দল লইয়া পার হন। এইরূপ কাজ জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালময় চলিয়াছিল।"[১]

"শাহজী কর্তৃক হিন্দু স্বরাজ স্থাপনের চেষ্টা তো হয়ই নাই, বরং তিনি হিন্দু সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ লুট ও ভাগাভাগি কাজে সুলতানদের অন্যান্য কর্মচারিগণের সহিত প্রচুর সহায়তা করেন।"[২]

শিবাজীর সফলতা মূলেও এই শঠতার অভাব ছিলনা। শিবাজী—

"প্রবল পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করিতে অথবা সময় বুঝিয়া মৈত্রী করিতে, দ্বিধা বোধ করেন নাই। কোন ভুলের চাল চালেন নাই। ...ভারতে এরূপ চিরসফল সুবিধাবাদী unfailing opportunist আর দেখা যায় নাই।"[৩]

এবং "শিবাজীর মৃত্যুর বিশবছরের মধ্যেই তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল।"[৪] "সর্ব্বশেষ ১৫ বৎসর ধরিয়া মারাঠা ইতিহাস, পেশোয়ার পক্ষে তীব্র বিষসম এবং আমাদের পক্ষে অসীম লজ্জার ও শোকের বিষয়।"[৫]

এতৎসত্ত্বেও, আওরঙ্গজেব চরিত্রের মহত্ত্বের পাশাপাশি তার দুর্বলতার কথা যত উচ্চস্বরে স্যার যদুনাথ ঘোষণা করেছেন[৬] ততখানি স্পষ্টকণ্ঠে শিবাজীর প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত করেননি।

প্রসঙ্গতঃ শিবাজী চরিত্র সম্বন্ধে ডাফের উক্তি স্মরণীয়ঃ

Shivajee was patient and deliberate in his plans, ardent, resolute and preserverıng in the execution; but, even in viewing the favourable side, duplicity and meanness are so much intermixed

---

১ সা-প-প, ১৩৪৩, পৃ ৩

২ ঐ, পৃ ৭

৩ ঐ, পৃ ১১, ১৪

৪ ঐ, পৃ ১৯

৫ ঐ, পৃ ২২

৬ Sarkar, Jadunath, *History of Aurangzib*, Vol I & II, p XIII-XIV; Vol V, Chapter 63.

with his schemes and so conspicuous in his actions that the offensive parts of a worse character might be passed over with less disgust. Superstition, cruelty, and treachery are not only justly alleged against him but he always preferred deceit to open force when both were in his power."[১]

অথচ পিতৃ-চরিত্র ও সামগ্রিকভাবে মারাঠা চরিত্রের অতল দুর্বলতা বশত শিবাজীর ঐতিহ্যহীনতা ও অপদার্থ পুত্র ও অন্যান্যদের চরিত্রদোষে উত্তরসূরী-হীনতার[২] কথা স্পষ্টত স্বীকার করেও স্যার যদুনাথ শিবাজী চরিত্রে এ সবের কোন প্রভাব লক্ষ্য করেননি।[৩] শিবাজীকে এই অকলঙ্করূপে, হিন্দুজাগরণের আদর্শ নায়করূপে প্রতিষ্ঠার এবং একটি স্বভাব-বর্গী, লুণ্ঠনপ্রিয় জাতিকে জাগরণের প্রেরণা হিসেবে কল্পনা করার তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য তিলকের ভাষাতেই স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছিল; যোগীন্দ্রনাথ বসু কাব্য-প্রেরণার সঙ্গে এই চেতনাকে অধিকতর আবেগ-ভক্তি-বিহ্বলতা-মণ্ডিত করে প্রকাশ করলেন। যোগীন্দ্রনাথ শিবাজীর ভবানী-ভক্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "তাঁহার বাহুবল কি ধর্ম্মবল তাঁহার কৃতকার্য্যতার কারণ, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের তাহা বিচারযোগ্য।" এ ক্ষেত্রে স্যার যদুনাথ কর্তৃক উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের উক্তিই পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে—

"শিবাজী এমন কোন ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহা হিন্দু-সমাজের মূলগত ছিদ্রগুলিকে পরিপুর্ণ করিয়া দিতে পারে। নিজের ধর্ম্ম বাহির হইতে পীড়িত অপমানিত হইতেছে এই ক্ষোভ মনে লইয়া তাহাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিজয়ী করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হইলেও সফল হইবার নহে। ...ভেদবুদ্ধিকেই মুখ্যতঃ ধর্ম্মবুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া ...শতদীর্ণ ধর্ম্মসমাজের স্বরাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোন মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ তাহা বিধাতার বিধান সঙ্গত হইতে পারে না।"[৪]

---

১ Duff, *op.cit.*, p229.

২ সরকার, যদুনাথ, শিবাজী, পৃ ১১, ২৫০—২৫৯

৩ ঐ, পৃ ২৫৯—২৬৩; সা-প-প, ১৩৪৩, পৃ ৭

৪ সরকার, যদুনাথ পুর্বোক্ত, পৃ ২৫৩—৪, উদ্ধৃত।

॥ ৫ ॥

আমাদের বর্তমান আলোচনার আলোকে শিবাজী কাব্য বিচার শুরু করলে কবির কল্পনার সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

'প্রস্তাবনায়' কবি পুনর্বার বলেছেন, "পৃথ্বীরাজের ন্যায় এই মহাকাব্যেও, জাতিধর্ম্ম নিরপেক্ষ হইয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। ব্যক্তি বিশেষের মুখে এক দিকে 'কাফের' এবং অপর দিকে 'ম্লেচ্ছ' শব্দের প্রয়োগ পাত্রোচিত বা কালোচিত বলিয়া গণনা করিলে হিন্দু, মুসলমান কাহারও বিরক্তির কারণ থাকিবে না। যদি কোথাও নিন্দা বা দোষারোপ থাকে, তবে তাহা জাতির বা ধর্ম্মের নহে, ব্যক্তি বিশেষের আচরণের জন্যই আছে।" এবং 'উভয় জাতির সম্বন্ধে' কবির অভিমত—

"পাপে ধ্বংস, পুণ্যে স্থিতি, বিধি বিধাতার ;
করে পাপ হিন্দু, নাহি পাবে অব্যাহতি ;
করে পাপ মুসল্মান, না পাবে নিস্তার।"

কবি তাঁর আপন উদ্দেশ্যের কাছে পরিপূর্ণরূপে সাধু। সমকালীন যুগের জাগরণের আদর্শ হিসেবে শিবাজীকে প্রতিষ্ঠার সাধ্যায়ত্ত প্রয়াসে তিনি অশ্রান্ত থেকেছেন। এবং বলাবাহুল্য, সে কারণেই, বারংবার ঘোষণা সত্ত্বেও কাব্য রচনা কালে হিন্দু, মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রে সমদৃষ্টি রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। শিবাজী চরিত্রের নব নির্মাণের ভক্তির আতিশয্য তাঁর সদুদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। কাব্য শুরু হবার আগে 'গ্রন্থাভাসে' দৈববানী—

"নিয়ন্তা বিশ্বের
সত্যধর্ম্মভ্রষ্ট ; হিংসা দ্বেষে জর্জ্জরিত
নিরখিয়া হিন্দুগণে, পাঠাইলা হেথা,
শাস্তারূপে মুসল্মানে। কার্য্য তার শেষ
সমাপ্ত বিধ্বংস ; এবে সৃষ্টি প্রয়োজন
তাই, নিজ কর্ম্মফলে, মুসল্মান এবে
হবে অপসৃত ; নব অভিনেতৃদল
প্রবেশিবে রঙ্গমঞ্চে।"

প্রথম সর্গে শিবাজী দিল্লী এবং বিজাপুরের দ্বৈত শাসনে দুর্দশাগ্রস্ত মহারাষ্ট্রের কৃষকদের রক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দ্বিতীয় সর্গে সাধু সংকীর্তনের আসরে রামদাস, তুকারাম, ও শিবাজী। বিজাপুর সৈন্য আগমনের সংবাদে রামদাস কোপ প্রকাশ করলে শিবাজী শত্রু দমনে চললেন। তুকারামের সঙ্গে কথোপকথনে রামদাসের উক্তিতে নবীন সেনের ত্রয়ী কাব্যের মূল বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হল: শিবাজীর বীরত্ব, রামদাসের জ্ঞান ও তুকারামের প্রেম 'তিন হলে সম্মিলিত' 'মহাকার্য' সাধিত হবে। রামদাস বললেন, বিজাপুর গোলকুণ্ডার মতই 'পাপে পূর্ণ ম্লেচ্ছরাজ্য' 'পিতৃদ্রোহ, ভ্রাতৃহত্যা, বিলাস-ব্যসনে জর্জরিত'। 'হিন্দুর উত্থানে'র এই 'অনুকূল কাল'; 'বাহুবলে'র সঙ্গে 'ধর্ম্মবল' যোগ করে এখন 'অসাধ্য সাধন' করতে হবে।

তৃতীয় সর্গে শাহজী শিবাজীর দস্যুপ্রকৃতির জন্য দাদাজীকে অনুযোগ করলে শিবাজী বললেন যে, মরাঠা জাতির দুর্দশা প্রতিকারের জন্য তিনি চেষ্টা করছেন, দস্যুবৃত্তি তিনি গ্রহণ করেন নি।[১] শিবাজী বিজাপুরের শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান শাসকের অত্যাচারের বিস্তৃত বর্ণনা করলেন। তর্কে পরাজিত হয়ে শাহজী পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন। পাদটীকায় সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রবন্ধের উদ্ধৃতিতে শাহজীর চরিত্রের মহত্ব ও তাঁর স্বতন্ত্ররাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনার কথা বলা হয়েছে। স্যার যদুনাথ সরকার এ গল্প ভ্রান্ত মনে করেছেন; শাহজীর চরিত্রহীনতা ও শঠতা সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই তাঁর মত উদ্ধৃত হয়েছে।

চতুর্থ সর্গে শিবাজীর ইন্দ্রিয় বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। বন্দী 'যবনাধিপ' মৌলনা আহম্মদের পুত্রবধূকে 'মা' সম্বোধন করে শিবাজী সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির সম্মুখে তাকে মুক্তি দিলেন। পারস্য তথ্য নির্ভর স্যার যদুনাথের বর্ণনা অবলম্বনে এই সর্গটি লিখিত।

পঞ্চম সর্গে শিবাজীর আচরণে রুষ্ট বিজাপুর সুলতান শাহজীকে পুত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দাবী করলে শাহজী নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করলেন। সুলতান তাকে বন্দী করে মুক্তিপণ হিসাবে শিবাজীকে আত্মসমর্পনের আদেশ দিলেন।

---

১ প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, "Shivaji become the leader of a band of lawless youths ready to follow him in any raid whether against the wild beast of their native hills or the Mohammadan doweller in the plane," Trotter, L. J., *History of India*, Society for promoting christian knowledge. London, n. d., p. 137.

ষষ্ঠ সর্গে মহারাষ্ট্র-রমনীরা রাজপুতনারীদের মত বীরত্বকথায় মগ্ন। এমন সময় শাহজীর কারাদণ্ডের সংবাদ এল।

সপ্তম সর্গে শিবাজী নিজের অপরাধের জন্য 'নিরপরাধ পিতা' শাস্তি ভোগ করবেন ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে আত্মসমর্পন ভিন্ন অন্য উপায় অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কেননা মুসলমানের সঙ্গে সন্ধি করলেও মুসলমান তার 'গোহত্যা, প্রতিমাধ্বংস'-স্বভাব ত্যাগ করবে না। তাছাড়া 'বন্দী পূজ্য পিতৃদেব,' 'বন্দী মাতৃভূমি···যবনের করে।' শিবাজীর পিতৃউদ্ধার কাব্যে উহ্য।

অষ্টম সর্গে 'ইন্দ্রায়নী তীরে' 'সঙ্কীর্তন রসমগ্ন' তুকারাম। তিনি শিবাজীর সভায় যেতে অসম্মত হওয়ায় ছদ্মবেশে শিবাজী স্বয়ং তাঁর সঙ্কীর্তন শুনতে এলেন। শিবাজীর মাতা জিজাবাঈ পুত্রের মতি বদলের জন্য প্রার্থনা করলে তুকারাম শিবাজীকে তাঁর কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন।[১]

নবম সর্গে প্রতাপগড়ে শিবাজীর দেবী পূজা।

দশম সর্গে শিবাজীর পত্নী সখীবাইয়ের মৃত্যু। মৃত্যু দৃশ্য ভৌতিক।

একাদশ সর্গে শিবাজী কর্তৃক 'আত্মরক্ষার্থে' আফজুল খাঁকে হত্যা। কবি'হিন্দু মুসলমানে'র 'বীরধর্ম্মের' পার্থক্য প্রদর্শন করে শিবাজীর ঔদার্য প্রতিপন্ন করার জন্য শিবাজীর 'আফজুল বুরুজ' নির্মাণের কথা উল্লেখ করেছেন। স্পষ্টত স্বীয় কীর্তি-ঘোষণার উদ্দেশ্য শিবাজী কর্তৃক নির্মিত এই স্তম্ভের প্যারাসানিসকৃত ব্যাখ্যা কবি ব্যবহার করেছেন। দ্বাদশ সর্গে শিবাজী হিন্দু মুসলমান যুদ্ধের পরিণাম চিন্তায় বিমর্ষ, রামদাস তাঁর সংশয় নিরসনের জন্য বললেন—

শার্দ্দুলের সনে আছে মানবের
যে প্রভেদ, বল তুমি আছে কি তা এবে
মোগল মারাঠা মাঝে ?

মোগল সৈন্যেরা 'বেতনের তরে' 'রক্তদান' করে 'কিন্তু মারাঠা সৈনিক দেশধর্ম্মরক্ষা তরে প্রবৃত্ত সমরে'।

---

১ বসু, যোগীন্দ্রনাথ, তুকারাম চরিত, পৃ ৮১—৩ এই ঘটনাই বিবৃত হয়েছে।

ত্রয়োদশ সর্গে আরংজীবের গোড়ামীর বিস্তৃত বর্ণনা ও তাঁর হিন্দু ধ্বংসের সংকল্প গ্রহণ এবং দূতমুখে পাশাপাশি শিবাজীর 'পুণ্য' চরিত্র ব্যাখ্যা।

চতুর্দ্দশ সর্গে সন্ধির জন্য শিবাজীর আগ্রা গমন। শিবাজীর বিশ্বাস—

বটে আরংজীব
পাপাচারী, কিন্তু তার না হবে সাহস
বন্দী করিবারে মোরে ;... (২৩৩)

পঞ্চদশ সর্গে আগ্রা দুর্গে অবরুদ্ধ 'রোগজীর্ণ কলেবর' সাজাহান ও তার কন্যা জাহানারা। জাহানারা শিবাজীকে মারাঠা দস্যু বলে উল্লেখ করে 'বন্দী' অবস্থায় তার আগ্রা আগমনের কথা বললে সাজাহান বললেন "সে তো দস্যু নয় তেজস্বী কৌশলী বীর।" পরে আরংজীব এলে সাজাহান শিষ্ট ব্যবহারে শিবাজীকে বশ করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আরংজীব বললেন

মিত্রতা কাফের সনে ?...
ফল হবে তার
প্রেতপূজা, অনুবাদ ভূতের কাহিনী।

তখন আরংজীব শাজাহানের অবস্থা জানতে চাইলে পিতাপুত্রে প্রবল বাক-বিতণ্ডা হল। শাজাহান অভিশাপ দিলেন শিবাজীই আরংজীবের 'কাল' হবে। এই সর্গের বর্ণনা যদুনাথ সরকারের বর্ণনানুগ।[১]

ষোড়শ সর্গে শিবাজীর বন্দীত্ব। নাগরিকদের কথোপকথনে হিন্দু মুসলিমের শক্তির তুলনা ভবানী কর্তৃক শিবাজীকে অভয় দান।

সপ্তদশ সর্গে পীড়ার ভাণ করে শিবাজীর পলায়ন ও আরংজীবের ক্রোধ। বন্দীদশা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত শিবাজী তীর্থ দর্শনে ব্যস্ত ; তার মাতা জিজাবাই রাজ্যরক্ষা করছেন ; অথচ আওরংজীব নিরুপায়।

অষ্টদশ সর্গে শিবাজীর বিজিত রাজ্য পুনরুদ্ধার। আরংজীব বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করলে প্রত্যুত্তরে শিবাজী সুরাটবন্দর লুণ্ঠন করলেন। সালহের যুদ্ধে মোগল পক্ষের পরাজয় হলে মোগলসেনাদের প্রতি শিবাজী সদয় ব্যবহার করলেন।

---

১ Sarkar, Jadunath, *History of Aurangzeb*, Vol III, 3rd edn. 1928, ch XXX, p 122—145.

উনবিংশ সর্গে শিবাজীর 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ ও অভিষেক।

বিংশ সর্গে শিবাজীর রাজ্য শাসন; পুত্র সম্ভুজীর দুর্ব্যবহারে ক্ষোভ; রোগশয্যা গ্রহণ ও মৃত্যু। রাজ্যশাসন প্রসঙ্গে শিবাজীর হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমব্যবহারে এবং স্বধর্ম্মপ্রীতি ও জ্ঞানীগুণী প্রতিপালনের কথা বলা হয়েছে। শিবাজীর মৃত্যুতে রামদাসের কণ্ঠে কবি বললেন—

ধন্য জন্ম তব
সাধিয়াছ মহাকার্য্য, দেখায়েছ তুমি
লুপ্ত বীর্য নহে হিন্দু; লাঞ্ছনা পীড়ন,
বহু শতবর্ষ ব্যাপী, করে নাই তার
শক্তিলোপ মহারাজ্য স্থাপনে, রক্ষণে।
পালি হিন্দু মুসলমানে বুঝায়েছ তুমি
স্বধর্ম্মানুরাগ নহে পরধর্ম্মদ্বেষ।
ছিলে রাজা কিন্তু দীন; সংসার সন্ন্যাসী
কর্ম্মী কর্ম্মফলত্যাগী। কুলিশ কঠোর
কুসুম কোমল; যুগ অবতাররূপা।
... ... ... ... ... ... ...
জাগিবে তোমার নামে সুপ্ত হিন্দুজাতি।" (৩৩৬-৮)

সুতরাং স্পষ্টতই কবি শিবাজীর চরিত্রে মহত্ত্ব সম্পাদনের জন্য স্বীয় প্রচারিত আদর্শ—হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদৃষ্টি—বজায় রাখতে পারেননি। বিশেষত আরংজীব চরিত্রকে শুধুমাত্র গোঁড়া ও পাষণ্ড হিসেবে উপস্থিত করা, তাঁর মহত্ত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত না করা এবং পক্ষান্তরে শিবাজীকে সর্বদোষ মুক্ত পুণ্যবান মহৎরূপে উপস্থিত করার সরলচিত্ত প্রয়াস কবির চিন্তাদৌর্ব্বল্যের স্পষ্টপ্রমাণ। যোগীন্দ্রনাথ পৃথ্বীরাজের মৃত্যুশয্যায় তাঁর 'বহু পত্নীকতা' একটি দোষ বলে উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু শিবাজী প্রসঙ্গে সেটুকুও তিনি বর্জন করেছেন। অথচ এ প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথের উক্তি—

> "...he (Shivaji) did not rise above the ideas and usage of his age which allowed a plurality of wives and the keeping of concubines even among the priestly caste, not to speak of Warriors and Kings. [১]

---

১ Sarkar, Jadunath, *Shivaji and his times*, p 490

৩

যোগীন্দ্রনাথ বসুর কাব্যের সমকালীন সমাদর উল্লেখযোগ্য। পৃথ্বীরাজ কাব্য প্রকাশের পর বৎসরই '২৫শে মার্চ রবিবার অপরাহ্নে, কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে' 'যুগের গৌরব' নামে যোগীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়; কলকাতার প্রায় সকল প্রখ্যাত জ্ঞানীগুণী এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন।[১] সভায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন "পৃথ্বীরাজ প্রণেতা বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির সঙ্গে আসন পাইবার যোগ্য।"[২] সভাপতি কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র কবিকে 'কবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করতে যেয়ে বলেন "পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য নবযুগের গৌরবকেতন"। ১৩২৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা মালঞ্চে সম্পাদক কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এই সভার বিস্তৃত বর্ণনা লেখেন তাঁর 'কবির সম্বর্দ্ধনা' প্রবন্ধে। প্রসঙ্গত কালীপ্রসন্ন মন্তব্য করেন, "তাঁহার (যোগীন্দ্রনাথ) অক্লান্ত লেখনী সহস্র পথে মাতৃ ভাষার সেবা করিয়াছে, কিন্তু একদিনের জন্যও কাহাকে বিদ্ধ বা ব্যথিত করে নাই।"

অমৃতবাজার পত্রিকা, নব্যভারত, প্রবাসী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, বেঙ্গলী, সাহিত্য সংহিতা ও কায়স্থপত্রিকায় পৃথ্বীরাজের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

> "ইহা বর্ত্তমানে কালোপযোগী এক সম্মোহন মন্ত্র।... স্বদেশপ্রেমময়, স্বাত্বিকতা-পূর্ণ এরূপ মহাকাব্য এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই। (নব্যভারত)
>
> "পৃথ্বীরাজ, গোবিন্দ, মহম্মদঘোরী, প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্র চিত্রণ কবি নৈপুণ্যের সহিত করিয়াছেন।" (প্রবাসী)
>
> "(ঐতিহাসিক টীকা টিপ্পনীর) এত বন্ধনের মধ্যেও তাঁহার রসভঙ্গ ঘটে নাই।" (হিতবাদী)
>
> "পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য জাতীয় জীবনের পতনের ইতিহাস। মহাকাব্যের এমন বিষয় আর নাই। মেঘনাদবধ বা বৃত্র সংহার পৌরাণিকী কাহিনী; তাহার সঙ্গে

১ পৃথ্বীরাজ কাব্যের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

মানবজীবনের বাস্তব সম্পর্ক নাই। কিন্তু পৃথ্বীরাজ আমাদেরই একজন তাহার পতন আমাদের জাতীয় পতনের ইতিহাস।" (সঞ্জীবনী)

"এতদিন পরে প্রকৃত মহাকাব্য পাইলাম।" (বঙ্গবাসী)

"The book deserves to be ranked with the master pieces of our literature." (Bengali)

"আমাদের বিশ্বাস এই মহাকাব্যের আদর হইবে; যদি না হয় তাহা হইলে বুঝিব বাঙ্গালী পাঠক কাব্যামৃত রসাস্বাদের শক্তি হারাইয়াছেন।" (সাহিত্য সংহিতা)

"কবি স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনায়, অন্তহারা হইয়া, উচ্চভাবপূর্ণ যে সঙ্গীত গাহিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক স্বদেশবাসীর অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করাইবে; আত্মমর্য্যাদায় উদ্বোধিত করিয়া তুলিবে।... উৎকট কাব্য ও কবিতার যুগে এরূপ একখানি উপাদেয় মহাকাব্য প্রকাশিত হওয়া বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালীর সৌভাগ্যই বলিতে হইবে।" (কায়স্থ পত্রিকা)

এছাড়া 'বঙ্গীয় নবম সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ,' বঙ্গীয় দশম সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, যদুনাথ মজুমদার, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও কাব্যের প্রশংসাপত্র রচনা করেন।

শিবাজী কাব্য যুগের উদ্দীপ্ত উত্তেজনার অভিনন্দন আরো বেশী পরিমাণেই লাভ করেছিল। নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যসমূহে তার কিছুটা পরিচয় মিলবে।

"The diction of Shivaji is most elegant and classical. The style as elegant and pure as almost Miltonic,..." (*The Bengalee*)

"...notable contribution to Indian history and poetry. It is history rationalised, poetry spiritualised. The fruit, as it is, of wide reading, great industry of research and scholarly zeal, the whole thing has about it the vivifying touch of a master poet to render it irresistibly fascinating," (*The Hindoo Patriot*)

"What to the historians and scholars has been revealed by antiquarians and historians in a critical, dry and matter of fact way, has been presented by the poet of 'Shivaji' to his readers in an eminently fascinating and convincing manner,"
(*The Indian Messenger*)

"In Jogindra Babu, historic erudition, the gift of poesy, the love of country, which is not afraid to speak unpleasant truths, are combined with the political insight and the desire to utilise his rare talents to the best advantage in the service of the country."

(*The Modern Review*)

"যাহাদের কিছুই নাই, তাহারাও যে মহাজাতিতে পরিণত হইতে পারে; শিবাজী এই শিক্ষাদানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে।" (সঞ্জীবনী)

"আমরা যে শত পাপে পাপী, আমাদের পরাধীনতা, দাসত্ব, দারিদ্র্য, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অপমৃত্যু, হাহাকার প্রভৃতি যে আমাদের জাতীয় পাপরাশিরই প্রায়শ্চিত্ত, এ কথা যোগীন্দ্র বাবুর পুর্ব্বে কোন লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক এরূপ জলন্ত ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। সকলেই আমাদের অতীত স্বর্ণযুগের (স্বর্ণযুগ?) বর্ণনায় ব্যস্ত ছিলেন, যেহেতু তাহাতে জাতীয় আত্মাদর পুষ্ট হয়, ও করতালি এবং অর্থ উভয়েরই লাভ হয়। পক্ষান্তরে জাতীয় দোষোদ্ঘাটন চেষ্টায় স্বদেশবাসীর নিকট প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দালাভের সম্ভাবনাই বেশী। এই লাভ-ক্ষতিমূলক, পাটোয়ারী বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া, সৎসাহসে নির্ভর করিয়া, সত্য কথা বলিতে অগ্রসর হইয়া, যোগীন্দ্র বাবু যে প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষিতা দেখাইয়াছেন, অতীত-গৌরব মুগ্ধ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাহা বস্তুতঃ দুর্ল্লভ।

(প্রবাসী)

"পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী ভারত-অভ্যুত্থান মহাযজ্ঞের দুই দুই মহা আহুতি।... জাতীয় উত্থান যদি এদেশে কখনও হয় এই দুই অমূল্য গ্রন্থই তাহার সহায় হইবে।

(নব্যভারত)

"বর্ত্তমান কালে সামাজিক প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং "শিবাজী মহাকাব্য" যুবকদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাঠ্য বলিয়াই মনে হয়।"

(এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ)

লক্ষ্যণীয় যে পৃথ্বীরাজ ও শিবাজীর সমকালীন সমাদর প্রধানতঃ এদের বিষয়-গৌরবের জন্য। যোগীন্দ্রনাথের কবি শক্তি ছিলনা এমন নয়, কিন্তু বিষয়প্রাধান্যে তা কখনই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। এবং বস্তুত তাঁর সমকালীন পত্র পত্রিকায় এসব উচ্ছ্বসিত মন্তব্য ব্যতীত তাঁর কাব্যের কোন যথার্থ সমালোচনা ইতিপূর্বে লিখিত হয় নি। বলাবাহুল্য, আমাদের বর্তমান আলোচনাই যোগীন্দ্রনাথের কাব্য-মূল্যায়ণের প্রথম প্রচেষ্টা।

# ৮ সঞ্জীব চৌধুরী

১

সবশেষে আর একজন অনালোচিত কাহিনীকাব্যকারের পরিচয় দিচ্ছি। সঞ্জীব চৌধুরী লিখেছিলেন পাঠান গৌরব কাব্য।[১] প্রসন্নকুমার নাগের সঙ্গে সঞ্জীব চৌধুরীর একটি বিষয়ে মিল স্পষ্ট; সঞ্জীব চৌধুরীরও তার কাব্যের রচনাকাল বা প্রকাশকাল উল্লেখ করেননি। তবে প্রসন্নকুমারের জীবন-পরিচিতি নেই তাঁর কাব্যে, আর সঞ্জীব চৌধুরী আখ্যাপত্রে লিখেছেন যে তিনি নেপাল কলেজে 'ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক' এবং আনন্দমোহন কলেজ ময়মনসিংহ প্রভাতকুমার কলেজ, কাণ্টাই ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রথম উপস্থিতির তারিখ অনুযায়ী, মনে হয়, পাঠান গৌরব কাব্য সম্ভবত মাত্র বছর ত্রিশ আগের রচনা। গ্রন্থকার তাঁর কাব্য এক কপি ডাঃ এস, কে, দে, মহাশয়কে উপহার দেন, সেই বইটিই পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগারে আসে।[২]

যাহোক, পাঠান গৌরব কাব্য রাজপুতাঙ্গনা কাব্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মার্জিত রুচির এবং কোথাও কোথাও অমিত্রাক্ষর জাতীয় ছন্দের স্বচ্ছন্দ পংক্তি আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ঘটনাসংস্থাপনে অকুশলতা, এবং চরিত্র-সৃজনে নিষ্প্রাণতা কাব্যগৌরব বৃদ্ধির অন্তরায় হয়েছে। 'দিল্লীশ্বর নাছির-উদ্দিনের' শান্তিপ্রিয়তা ও সেনাপতি বলবনের অগ্রিমুখে ধর্মপ্রচারের বাসনার দ্বন্দ্ব এ কাব্যের প্রধান বিষয়। কিন্তু দ্বন্দ্ব, বাকসর্বস্বতা ছাড়া, ঘটনাপ্রবাহে ঘনীভূত না হয়ে, নিরর্থক অলৌকিক ও অসমঞ্জস ঘটনাস্রোতে লঘুত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।

২

প্রথম সর্গে 'রাজপুতানার মহারাজগণ' ও 'লক্ষ সেনা' বন্দী করে 'দুর্জয় পাঠান সেনা দিল্লী প্রত্যাবর্তন করায় নগরে আনন্দোচ্ছ্বাস জেগেছে। সভাকক্ষে সিংহাসনে

---

১ চৌধুরী, সঞ্জীব, পাঠান গৌরব কাব্য, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, তা. বি.

২ "Presented by Dr. S. K. De, D. Litt. to Dacca University Library sd/S. K. De 12. 9, 38"—আখ্যাপত্রে হস্তলিপি।

'দিল্লীশ্বর নাছির উদ্দিন' উপবিষ্ট। সামনে 'সেনাপতি বলবন সদা মহারথী অজেয় রণকৌশলে'; 'পিতৃপার্শ্বে···বঙ্গের ঈশ্বর ধর্ম্মপ্রাণ মহামতি তনয় বুগরা; তাঁর পাশে 'যুবক কায়কুবাদ বুগরা তনয় যৌবনের মদে মত্ত'; এবং 'অদূরে যুক্তকরে' দাঁড়িয়ে আছেন 'সেনাপতিদ্বয় বিনায়েৎ মহবৎ'। সেনাপতি বলবন এই সভায় 'অশনিনাদে' গর্জন করে উঠলেন—

বদ্ধ আজি জাঁহাপনা রাজকারাগারে
রাজপুতানার যত মহারথিগণ।
মহাবীর সবে তারা সুনিপুণ অতি
জটিল রণকৌশলে; শুধু নাহি মানে
একতার মহাশক্তি।... ...
বিলুপ্ত ভারতে আজি শকতি হিন্দুর
ইসলাম গৌরব রবি উদিছে আকাশে!
ছিন্ন ভিন্ন করি ক্লিষ্ট হিন্দুর সমাজে
ঐক্যহীন শক্তিহীন, বসাইব হেথা
ইসলামের মহাস্তম্ভ, হিন্দুর শোণিতে
ভাসাইয়া হিন্দুস্থান,...
...হিন্দুর শ্মশানে
জ্বালাইব দিব্য আলো নবধরমের। (৪)

শুনে সম্রাট নাছিরউদ্দিন বললেন, 'কিন্তু রক্ত সরোবরে ফুটিবে কি ধর্ম্মশতদল' বরং মুসলমানগণ 'ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক হোক';

বহিছে হিন্দুর গঙ্গা হিন্দুস্থানময়
পার্শ্বে তার সিন্ধু হেন চলিনে বহিয়া
ইসলামের পুণ্য স্রোত পরিত্রিবে দোঁহে
এ মহাভারতক্ষেত্র। (৫)

'রাজবাক্যে আশ্বাসিত উল্লসিত' হয়ে 'বলবন তনয় বীর বুগরা সুমতি' বললেন—

দুর্জ্জয় মোগল
গর্জ্জিছে ভীষণ রবে পশ্চিম সীমায়।
এ নহে সময় কভু ইসলাম স্থাপনে
অসিমুখে।

একথায় ক্রুদ্ধ বলবন পুত্রকে তিরস্কার করলেন। তাঁর মতে পুণ্যব্রতে নয় অসিমুখেই ধর্ম্মপ্রচার করতে হবে। বিনায়েৎ মহবৎ কায়কুবাদ বলবনের উত্তেজিত বক্তৃতার সমর্থন করলেন। অকস্মাৎ 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি তুলে 'দীন ফকিরের বেশে বন্দী একজন' সভায় এলেন। বলবনের রোষযুক্ত প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল বন্দী রহিম 'স্বর্গদূত' কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে দিল্লীশ্বরকে 'মুসলমান' অর্থাৎ ধর্মপ্রাণ হবার আহ্বান জানাতে এসেছেন। নাছির উদ্দিন ও বুগরা রহিমকে 'স্বর্গদূত'রূপে সমীহ করায় ক্রুদ্ধ বলবন সভাত্যাগ করলেন।

দ্বিতীয় সর্গে মেওয়াত ও মালোয়ার যুক্তভাবে পাঠান সেনা আক্রমণের প্রস্তুতি। মালোয়ারাজ বৃদ্ধ শূরভদ্র; যুবরাজ সুধীর মেওয়াতের জামাতা; মেওয়াতের যুবরাজ সুরসিংহ ও সেনাপতি ভীমসিংহ মালোয়ারাজের সভা কক্ষে মিলিত হয়েছেন। স্বদেশ উদ্ধার সকলেরই পণ। কেবলমাত্র যুবক সুধীর দূর ভবিষ্যতের মিলন দৃশ্য দেখছেন মানসচক্ষে যখন 'সনাতন' অর্থাৎ হিন্দু ধর্মেই সকল বিরোধ বিলীন হবে—

মুসলমান ধ্বজা
উড়িছে গগণে আজি, ক্রমশ ভারতে
বহুজাতি বহুধর্ম্ম, বহুনীতি ধারা
বহিবে বাহির হতে, প্রতিঘাতে তার
প্রকাশিবে সনাতন নতুন বরণে।.....
বিশাল ভারতে সবে এক ধর্ম্ম পথী?

মালোয়ারপতি যুবরাজের প্রশংসা করেও বললেন

উদ্দীপ্ত যবন শক্তি মত্ত পশুবলে
চাহে নাশিবারে তোমা, ধরম তোমার।
চাহে না সে মৈত্রী হেথা, স্বপ্নেও হেরে না
মৈত্রীর মধুর ছবি আজি এ ভারতে
অসমানে কোথা কবে সম্ভবে মিলন?

সুতরাং এখন 'কর্তব্য'-বিস্মরণ অনুচিত।

তৃতীয় সর্গে যুবক কায়কুবাদ, প্রেয়সী আলেয়া ও অন্যান্য সুন্দরীসহ, উদ্যানে সুরামত্ত। এমন সময় 'দিল্লীর সম্রাজ্ঞী দেবী ফাতেমারূপসী'—কায়কুবাদের 'পিতৃষ্বসা'—এসে ফতেপুরের যুদ্ধে কায়কুবাদকে যাবার নির্দেশ দিলেন। সম্রাট

ও সম্রাজ্ঞী কেন 'দরিদ্র হেন' থাকেন এ প্রশ্নের জবাবে ফাতেমা বললেন, রাজা বিলাস ব্যাসনে থাকবে 'নাহি শাস্ত্রে হেন কথা, না হেরি কোরাণে'। কিন্তু ফাতেমার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আলেয়া, রাবেয়া, আয়েষা, হেলিমা প্রভৃতি রূপসীর প্ররোচনায় 'বিস্মরিল হেলে রাণীর আদেশবাণী বুগরা তনয়'। অকস্মাৎ বলবন এসে তিরস্কার শুরু করলেন—

মত্ত তুমি হেনকালে মোহোন্মাদে হেথা
মত্ত পিতা যথা তোর আদর্শের মোহে।

'হিন্দু মহাস্রোতে' 'দুর্দ্ধর্ষপ্রতাপে' 'মুসলিমের ক্ষুদ্র তরী' ডুবিয়ে দিতে চায়; এ অবস্থায় ধার্মিক নির্লিপ্ততা বা বিলাসমত্ততা মূর্খতা। এ কথায় কায়কুবাদ যুদ্ধে চললেন।

কায়কুবাদের বিলাসমগ্নতা এবং সে অবস্থা থেকে ফতেপুর যুদ্ধযাত্রার কল্পনা মেঘনাদবধের কল্পনালবম্বী। কিন্তু চিন্তাদৈন্যে তা অসমঞ্জস ঘটনাবলীমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। কায়কুবাদ অপরিণত বালক-বৎ বিবেচনাহীন মদ্যপ। সখীদের প্ররোচনায় তিনি সম্রাজ্ঞী ফাতেমার আদেশ অনায়াসেই ভুলেছেন। শুধুমাত্র পিতামহ বলবনের কঠোর বাণীতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়েই তিনি যুদ্ধ যাত্রা করেছেন।

চতুর্থ সর্গে 'কল্পনা'কে উদ্দেশ্য করে কবি বলছেন: যুগে যুগে 'বুদ্ধ' 'খৃষ্ট', 'মহম্মদ' 'গৌর' ইত্যাদিরূপে 'কল্পনা'র আর্ভিাব ঘটেছে। আধুনিক যুগে 'কল্পনা'ই 'বিজ্ঞান শক্তিসুধা' প্রবাহিত করেছে। বলাবাহুল্য, এই উদ্ভট সরলীকরণ তাৎপর্যহীন। এরপর 'স্বরগের দূত' রহিমখান, 'ভস্মময় সত্যের পবিত্র কায়া'-পূর্ণ 'ভারতের প্রতি 'স্বরগরাজের' কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন—

দেহ সত্য আলো পুণঃ দূর অতীতের।
যুগ যুগ ধরি তুমি এ ভারতভূমে
হ'লে অবতীর্ণ পিতঃ। কৃপায় তোমার
হইল গৌরবান্বিত এই পুণ্য ভূমি;...ইত্যাদি। (৫৭)

রহিম খান চরিত্রের এই অদ্ভুতরূপ ও তাঁর প্রার্থনা সম্পূর্ণ ইসলাম ধর্ম বিরোধী; কবির অজ্ঞতা প্রসুত। প্রার্থনাকালে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী এলেন রহিমের কাছে। সম্রাট বললেন, 'ভারতে'র হিন্দু মুসলমান পরস্পর যুদ্ধে রত; ওদিকে 'মোগলের

সেনা' আসছে 'খাইবার পথে' হিন্দু মুসলিম উভয় শক্তিকে আক্রমণ করতে। এখানেও মোগলদের অমুসলমান ভাবা হাস্যকর। রহিম বললেন, বর্তমানে হেরি ভবিষ্যৎ আশা নাহি ত্যাজে জ্ঞানিজনে'। এবং যদি ভারতে বিপদ আসে তবে তিনি 'দূর খাইবার পথে' আপন কুটিরে ফিরে যেয়ে 'সর্ব মেষপাল সনে' পর্বত গুহায় পুণঃ···শ্বেত মেষদল' চরাবেন (পৃ ৬৫)। এহেন 'সাধু' উদ্দেশ্য শুনে সম্রাজ্ঞী বর্তমান যুদ্ধফল জানতে চাইলেন। রহিম বললেন যে তিনি 'বেশধারী পথের ফকির' নন যারা 'শত মিথ্যা' 'মায়াছলে', 'দুর্বল মানব মন' ভুলিয়ে' 'ধর্ম্মের নামে', অর্থের 'জঘন্য নেশা'য়, 'মহাপাপ' বিস্তার করে। অবশ্য—

জানি শুধু শক্তি কথা, জানি মুসলমান
ভারতে বিজয়ী হবে খোদার কৃপায়

তবে —

বুঝি কিছুকাল
বিলুপ্ত গৌরব হবে ভারতে পাঠান
মত্ত যবন তরে।

সুতরাং 'দুর্ব্বল মুসলিম তরু···হিন্দুস্থানে' রাখার জন্য সম্রাট নাছিরউদ্দিনকে যুদ্ধযাত্রার জন্য রহিম আদেশ করলেন।

পঞ্চম সর্গে 'মেওয়াত-রাজ-তনয়া-বধূ মালোয়ার' করুণা এবং তার 'প্রিয় সখী প্রমীলা রূপসী'র কথোপকথন। করুণা বললেন 'ধর্ম্মপ্রাণ দিল্লীশ্বর' ও 'সম্রাজ্ঞী দেবী সতী ফাতেমা' 'ভারতে' 'ঋষির আদর্শ' রাখছেন। প্রমীলার কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়—

জান না যবনগণ দুষ্ট দুরাচারী
জান না যবন তরে নিত্য কতশত
গোমাতা হারায় প্রাণ!
যবনে পবিত্রভাব সম্ভবে না কভু। (৮৫)

কিন্তু স্বামীর অনুরূপ করুণারও বিশ্বাস—

নাহি ভাবি কেবা হিন্দু, কেবা মুসলমান
মাগি নর তরে বর নরের জগতে। (৯২)

ষষ্ঠ সর্গে রাজপুতের সঙ্গে যুদ্ধে সম্রাট নাছির উদ্দিন গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যু শয্যাগ্রহণ করেছেন। তিনি বুগরাকে বললেন—

রক্ষিও এ মহাদেশ, রক্ষিও ইহারে
তীব্র হিংসানল হ'তে, হিন্দুস্থানে কভু
হিন্দুসনে বৃথা রণ শোভা নাহি পায়। (৯৬)

নাছিরুদ্দিন ভাবছেন যে 'মৃত্যুর কোমল সুরে' শান্তির কথা বললে হয়ত বলবনের 'পাষাণ হৃদয়' ভেদ করা যেতো। কেননা, 'মালোয়া যুবক' যুদ্ধক্ষেত্রে শুধুমাত্র 'কৃপাবশে' ও 'মৈত্রী তরে'ই তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন। নাছিরউদ্দিনের অন্তিম দুঃখ তিনি 'ভারতে' 'কুতুবের স্তম্ভ জিনি' 'মিলনের কীর্ত্তিস্তম্ভ' স্থাপন করতে পারলেন না। রহিম বললেন, তার এখনো সময় হয়নি, 'বহু রাজকুল,' 'বহু মুসলমানে'র ধ্বংসের পর সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই 'পবিত্র সত্যের জ্যোতিঃ' উদ্ভাসিত হবে।

'তখন হইবে মৈত্রী হিন্দু মুসলমানে
তখন হইবে শান্তি এ ভারত ভূমে।' (১০৪)
.. ... ...আর আজি আমি
বহুকাল পরে সত্য কহিতেছি তোমা

... ... ...নাহি মৃত্যু মম ;
অমর রহিম শক্তি সৃষ্টির মাঝারে।
যুগ যুগান্তর ব্যাপি খেলে শক্তি মম
সর্ব্ব চরাচর ময় ; ধরার শৃঙ্খলা
রক্ষিতে অমর আমি ধাতার ইচ্ছায়...(১০৫)

ইত্যাদি 'রহিমের' অনৈস্লামিক ভৌতিক উক্তি শুনে নয়ন মেলে রহিমরূপ 'পবিত্ররশ্মি' নেই দেখে

... ... ...হতাশে সম্রাট
ত্যাজিলা পরাণ সেথা দিল্লী প্রাসাদের।... (১০৬)

এবং

...পাঠান গৌরব
লুপ্ত হল চিরতরে ধরণী হইতে।

সকালে মোগল-জয়ী বলবন ফিরে এসে 'শুব্ধ···হেরি সে দৃশ্য ভীষণ।'

৩

এই বিচিত্র কাহিনী সম্পূর্ণ কবি কল্পিত। ইতিহাসে সম্রাট নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে রাজপুতদের এই যুদ্ধের কোন বিবরণ নেই। নাসিরুদ্দিনের সমকালবর্তী মিনহাযের অসম্পূর্ণ বর্ণনাতে[১] এবং টডের রাজস্থানেও এ ঘটনার উল্লেখ নেই। বরং যেমন মোঙ্গল আক্রমণ তেমনি রাজপুত আক্রমণ বলবনই দমন করেছিলেন।[২] এবং

> Before his accession he (Balban) had put down the Mewat brigands who infested the neighbourhood of Delhi with such severity that the country was quited for sixty years."[৩]

আর পর্যটক ইবনে বতুতার মতে বলবন স্বীয় জামাতা নাসিরুদ্দিনকে হত্যা করেছিলেন।[৪] অবশ্য ঐতিহাসিকেরা একথা সমর্থন করেননি।

যাহোক, এই কাল্পনিক কাহিনীতে মুসলিম প্রসঙ্গে কবির অজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'রহিম' চরিত্র কল্পনায়। এবং ঘটনা সংস্থাপনে কবির উদ্দেশ্যমূলকতা ধরা পড়েছে,— মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে বলবন জয়ী অথচ সম্রাট নাছির উদ্দিনের মৃত্যু হল রাজপুত যুবক পুত্তের আঘাতে; এবং এ মৃত্যুতে 'পাঠান গৌরব' 'চিরতরে ধরণী' থেকে লুপ্ত হল।

---

১ মিনহাযের মতে বাইশ বছর হলেও নাসিরুদ্দিন আসলে বিশ বছর রাজত্ব করেন কিন্তু মিনহায তাঁর রাজত্বের ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ণনা করেছেন। see, Minhajus Siraj, *Tabakat-i-Nasiri*, Elliot and Dowson's *History of India* Vol II, London 1869, p 345.

২ See *ibid*, p. 363, 367, 381—3.

৩ Smith, V. A., *The oxford History of India*, p 228.

৪ See *ibid*, p 227. f. *n*,

## ৯ উপসংহার

"ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহিত্যের মধ্য দিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে যে স্বাধীনতা ঔৎসুক্য জাগিয়াছিল তাহা প্রধানত ইতিহাস পাঠের ফল। টডের রাজস্থান-কাহিনী রঙ্গলাল-প্রমুখ লেখকের অস্ফুট রাষ্ট্রিয় চেতনাকে উসকাইয়া দিয়াছিল বাঙ্গালা রচনায়।"[১]

এই 'স্বাধীনতা ঔৎসুক্য', এই 'টডের রাজস্থান-কাহিনী'-জাতীয় 'ইতিহাস পাঠের ফল,' এই অস্ফুট রাষ্ট্রিয় চেতনা'র স্বরূপই আমরা বর্তমান সুদীর্ঘ আলোচনায় উদ্ঘাটন করেছি। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রথম পর্যায়ে জাগরণোন্মুখ মধ্যবিত্ত-চিত্তের অত্যুৎসাহ ও পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যবিত্তের ভগ্ন আশা-বিভ্রান্ত দৃষ্টি ওই সব সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। এবং ভ্রান্ত-ইতিহাসের দিকনির্দেশও সকল ক্ষেত্রেই ক্রীড়াশীল। সমকালীন সমাদরও এই কারণেই অমোঘ মূল্যের নয়। "The historian is compelled to point out that criticism is an imperfect mirror of the contemporary out put; that individuals and groups choose their heroes from mixed and sometimes unconscions motives; and that once a selection which answers a broad, vague need has been made, every kind of fit or unfit reason justifies and adds to its permanance. This is of course the situation of the national idol, and it makes of nationalism in art but a subhead under criticism at large."[২]

জাতীয়তা-উদ্বোধন পরাধীন জাতির সাহিত্যে নব প্রাণ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আসা স্বাভাবিক; তাই বাঙ্গালী হিন্দু জাগরণের অবশ্যম্ভাবী চাঞ্চল্য আলোচিত রচনাসমূহে অনিবার্যকারণেই বিধৃত হয়েছে। এবং এই সঙ্গেই স্মর্তব্য যে, যে কোন জাতীয়-সাহিত্য (national Literature)-রচয়িতা উন্নততর পর্যায়েও

১ সেন, সুকুমার পূর্বোক্ত পৃ, ১৫

২ Barzun, Jacques, 'Cultural Nationalism and the making of fame', in Earle, Edward Mead (ed), *Nationalism and Internationalism* Columbia University, New York, 1950, p 8

চারণ-কবির সগোত্র; ফলত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিভা। "It is further evident that in order to be chosen as people's Representative Man, an artist must be by good luck "available" in these seceondary ways which the temper of the times will dictate."

তাই কোন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাই চূড়ান্তভাবে এই চারণ কবির ভূমিকা গ্রহণ করেন না। সাময়িকভাবে যদিও বা তিনি আন্দোলিত হন কোন একটি ঘটনায়—এমন কি যদি তিনিই হন কোন জাগরণের প্রাণকেন্দ্র—তবু তাঁর রচনা কেবল জাতীয়তাসর্বস্ব হ'য়ে পড়ে না; গোষ্ঠী বা জাতীয় চরিত্র, কি স্থানীয় রঙয়ের স্পর্শ, সত্ত্বেও তা আন্তর্জাতিক সর্বমানবীয় আবেদনে গৌরবান্বিত থাকে। এবং কালান্তরে যে কোন দেশের জাতীয় গৌরব চিরকালই এই মহৎ প্রতিভা থেকে উৎসারিত হয়। অবশ্য মহৎ প্রতিভা কদাচিৎ সমকালীন সমাদর লাভ করেন এবং কালান্তরে জাতীয় গৌরবের আসন লাভও সরলপন্থায় ঘটে না।

"The history of culture considered as a form of national self-expression presents a curious paradox. It shows us great figures which common opinion regards as embodying the soul or spirit of a given people. These famous names—Shakespear, Dante, Goethe, Cervantes — are symbols of national prestige, objects of national cults, even occasions for the venting of national animus. Yet inquiry shows that most often these idols by no means appeared as true incarnations to their contemporaries, nor to their descendants until a long time after their own death. Rather, these culture heroes attain their special eminence because of secondary virtues long unsuspected in their work and sometimes extraneous to it. They rearise because they serve latter passions grounded in faith or politics. Thus Dante did not become the national poet of Italy until the second half of the eighteenth century, and then only after a long controversy: he was thoroughly damned and repudiated as late as 1758 [Ref. Croce, *la poesia di Dante* (2nd ed. Bari, 1922 ), pp 177 ff ].

১ *ibid*, p 5

Obviously the hope of Italian unification and the desire for cultural prestige had to be widely shared before the national poet could emerge from the semi-obscurity he enjoyed as a learned author ( his sixteenth century reputation or an indifferent poet (the Seventeenth Century view)."[১]

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূধন দত্তের প্রতিভার সমকালীন ও পরবর্তী-কালীন মূল্যায়ণ প্রচেষ্টায় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের মধ্যেও এই সত্যই নিহিত। এবং মহাকবি মধুসূদনের সঙ্গে এখানেই রঙ্গলাল ও অন্যান্য কাহিনীকাব্যকারদের পার্থক্য। এ ক্ষেত্রে স্বাজাত্যবোধ ও পরজাতিবৈরিতা এবং জাতীয় রচনার সীমা ও সর্বমানবিক আবেদন সম্বন্ধে স্পষ্টধারণার অভাবই সকল বিপত্তির মূলে; এবং এই তারতম্য অনুধাবনে ও অনুশীলনেই প্রতিভার স্বভাবটি ধরা পড়ে।

ঐতিহাসিক কাব্যে কতখানি ঐতিহাসিকতা ও কতখানি কাব্য প্রার্থিত—এ প্রশ্ন অবান্তর। কেননা, কাব্যমূল্যে মহৎ সৃষ্টি না হলে চরম ঐতিহাসিক সততাও অনর্থক। এবং সৎ কবির রচনায় ইতিহাসের অথবা ঐতিহাসিক বাস্তবতার ইচ্ছাকৃত বিকৃতি কখনই সাধিত হয় না। এই উভয় ক্ষেত্রেই কায়কোবাদ ও যোগীন্দ্রনাথ বসুর কাব্যপ্রয়াস আংশিক অর্থে দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

অবশ্য মহৎ প্রতিভার সংখ্যাধিক্য সকল সাহিত্যেই বিরলদৃষ্ট এবং যুগানুকূল প্রতিভার - যুগোত্তর মহিমালাভও দুর্লভ নিঃসন্দেহে। তাই কালান্তরে অকিঞ্চিৎকর হলেও যেমন সমকালীন বুদ্ধিতে তেমনি দেশকালের ও সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণের প্রয়োজনেই পূর্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিভা আদৃত হয়ে থাকে। যুগলক্ষণ ও দেশ পরিবেশের নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান এই সব গৌণ-মূল্যের সাহিত্য প্রয়াসে বিধৃত থাকে বলেই এদের আলোচনা ও পুনরালোচনার প্রয়োজনীয়তা অব্যহত থাকে। আধুনিক বাংলা কাহিনীকাব্যকারদের সম্পর্কে আমাদের বর্তমান বিস্তৃত আলোচনার সার্থকতাও এখানেই।

---

১ *ibid* p 3

# ১০ পরিশিষ্ট

## বর্ণানুক্রমিক : গ্রন্থপঞ্জী

### ক ॥ মূলগ্রন্থ


'কায়কোবাদ', কাজিম আল কোরেশী, অশ্রুমালা, তাহিরউন্নিসা খাতুন, আগলা, ঢাকা, তৃ-স

_____, মহাশ্মশান, ঐ, চ-স ১৩৪০

_____, শিবমন্দির, ঐ, পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৪

_____, শ্মশানভস্ম, ঐ, ১৩৪৫

চৌধুরী, সঞ্জীব, পাঠান গৌরব কাব্য, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, তারিখবিহীন

দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, মেঘনাদবধ কাব্য, বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা ১৩৪৮

_____, মধুসূদন গ্রন্থাবলী, বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস সম্পাদিত, ঐ

_____, মাইকেল রচনা সম্ভার, বিশী, প্রমথনাথ সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১৩৬৬

নাগ, প্রসন্নকুমার, রাজপুতাঙ্গনা কাব্য, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা, তা. বি.

বসু, যোগীন্দ্রনাথ, পৃথ্বীরাজ, ঐতিহাসিক মহাকাব্য, গ্রন্থকার, তৃ-স কলিকাতা ১৩২৭

_____, শিবাজী, ঐতিহাসিক মহাকাব্য, গ্রন্থকার, দ্বি-স কলিকাতা ১৩২৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, পদ্মিনী উপাখ্যান, রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ, সত্যার্ণব যন্ত্র, কলিকাতা ১২৬৫

_____, ঐ, বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৫৮

_____, কর্ম্মদেবী, রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, নতুন সংস্করণ কলিকাতা, তা. বি,

_____, শূরসুন্দরী, ঐ

_____, কাঞ্চিকাবেরী, ঐ

বন্দ্যোপাধ্যায়. হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পঞ্চদশ সংস্করণ, কলিকাতা, তা. বি.

_____, বীরবাহু কাব্য, ঐ

_____, ছায়াময়ী, ঐ

মজুমদার, বরদাকান্ত কর্ম্ম দেবী (উপন্যাস), আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৩২৬

মিত্র, দীনবন্ধু, সুরধুনী কাব্য, দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, ৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৫৯

_____, ঐ, দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, তা. বি.

_____, লীলাবতী, ঐ

রহমান, শেখ হবিবর, আলমগীর, আল এসলাম, বৈশাখ শ্রাবণ ১৩২৫, (অসমাপ্ত উপন্যাস)

রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা,

সেন, নবীনচন্দ্র, পলাশীর যুদ্ধ, ষষ্ঠদশ সংস্করণ কলিকাতা ১৩৩৪

_____, কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা তা.বি.

## খ ॥ সহায়ক গ্রন্থ

ঘোষ, মন্মথনাথ, হেমচন্দ্র, কলিকাতা, প্রথম খণ্ড ( ১৮৩৮-৭৫ ), ১৩২৬, দ্বিতীয় খণ্ড ( ১৮৭৫-৮২), ১৩২৭, তৃতীয় খণ্ড (১৮৮২-৮৭), ১৩৩০

_____, রঙ্গলাল, কলিকাতা ১৩৩৬

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ১৩৬১

ন্যায়রত্ন, রামগতি, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ, চ-স, চুঁচুড়া ১৩৪২

বসু, যোগীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, চ-স, কলিকাতা

_____, তুকারাম চরিত, গ্রন্থকার, দ্বি-স, কলিকাতা ১৩২৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৩৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, কার্ত্তিক ১৩৫০

_____, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায়, চরিতমালা-৩৭, দ্বি-স, কলিকাতা ১৩৫১

_____, নবীনচন্দ্র সেন, চরিতমালা—৪১, দ্বি-স, ১৩৫১

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও পাল, প্রফুল্লচন্দ্র, সম্পাদিত, সমালোচনা সাহিত্য, এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং লিঃ কলিকাতা, দ্বি-স ১৩৬২

_____, সমালোচনা সাহিত্য পরিচয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১৯৬০

ভট্টাচার্য, জগদীশ, সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা ১৩৬৪

ভট্টাচার্য, বিধুভুষণ, হুগলী হাওড়ার ইতিহাস, চ-স, তা. বি,

মজুমদার, মোহিতলাল, কবি শ্রী মধুসূদন, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, হাওড়া, তৃ-স, ১৩৬৫

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা দ্বি-স, ১৩৫৩

মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, দ্বি-স, লণ্ডন, ১৮১১

সরকার, যদুনাথ, শিবাজী, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা তা. বি.

সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা ১৩৫৬।

রহমান, মুজিবর, "অন্ধকূপহত্যা" রহস্য, মাসদহ, তফাজ্জল হোসেন, ১৯৩৮

সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, তৃ-স ১৩৬২

হাই, মুহম্মদ আবদুল ও আহসান, সৈয়দ আলী, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৫৬

**গ ॥ বাংলা প্রবন্ধ**

'এসলামাবাদী,' 'আওরঙ্গজেব', আল এসলাম, ১৩২৩-২৪

খাতুন, বেগম সৌদামিনী, 'আওরঙ্গজেব' (প্রতিবাদের প্রতিবাদ), আল এসলাম ১৩২৫

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ, 'উন্মেষ যুগের বাঙলা গদ্যে মুসলিম প্রসঙ্গ', সাহিত্য পত্রিকা পঞ্চম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বর্ষা ১৩৬৮

সরকার, যদুনাথ, 'মারাঠা জাতির অভ্যুদয়', 'শিবাজী' ও 'শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের ধারা', অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ত্রিচত্বারিংশ ভাগ, কলিকাতা ১৩৪৩

সখারাম গনেশ দেউস্কর, 'ছত্রপতি শিবাজী', সাহিত্য চতুর্থ বর্ষ, কলিকাতা ১৩০০ সাল

**ঘ ॥ ইংরেজী সহায়ক গ্রন্থ।**

Abul Fazl, Allami, *The Ain-i-Akbari,* translated and edited by Blockman H. and Jarret, H. S. Calcutta 1873—94.

———, *Akbar nama,* trans. Beverage, H., Calcutta vol I 1907, vol II 1912, & vol III.

Badaoni, *Muntakhabat tawarikh*, edited by Ranking, G. S. A., Lowe, W. H & Cowell, E. B. 2 vols, Calcuatta 1884—98.

Bernier, F, *Travels in Mogul Empire*, edited by Constable, A., Smith, V. A., Oxford 1914.

Das, Kumudnath, *A History of Bengali Literature*, Das Brothers, Naogaon, Rajshahi, Bengal 1926.

Datta, Kalikinkar, *Alivardi and His Times*, University of Calcutta, Calcutta 1939.

Duff, James Cuninghame Grant, *A History of the Mahrattas*, revised and annotated edition with an introduction by Edward, S. M., in two vols. Humphrey Milford, Oxford University Press, London 1921.

Dodwell, H. H. (ed.), *The Cambridge History of India*, Cambridge, in six vols. vol IV 2nd edn. 1937 & vol. VI, 1932.

Dutt, Romesh Chunder, *The Literature of Bengal*, Revised edn Thacker Spink & Co, Callcutta 1895.

Earle, Edward Mead ( ed. ) *Nationalism and Internationalism*, Columbia University Press, New York, 1950 ( for Dr. Jacques Barzun's article on *Cultural Nationalism and making of fame*).

Editors, (Dr. Mahmud Hussain and others ), *A History of Freedom Movement*, being the story of Muslim struggle for the freedom of Hind-Pakistan 1707—1947, Karachi 1957 ( for Dr. A. Halim's article on *Struggle in Bengal*).

Firishta, Mahomed Kasim, *The History of the Mahomedan Power in India* till year AD 1612, trans. Briggs, J, Calcutta 1908

Jahangir, *Memoris*, trans. Price, Major D., London, 1892.

———, *Tuzuk-i-Jahangiri* or Memoirs of Jahangir, Trans. Rogers, A. & Beveridge, H. 2 Vols. London 1909-14.

Khafi Khan, Muhammad Hasim, *Muntakhabu-l-Luba'b*, Elliot, Sir H. M. and Dowson, John, *The History of India*, Vol VII, Trubner and Co., London 1877.

Kincid, C. A. & Parasnis, Rao Bahadur D. B, *A History of the Maratha People*, vol I, Humphrey Millard, Bombay 1918

Minhaju-s Siraj, *Tabakat-i Nasiri*, Elliot and Dowson, *The History of India* vol II, Trubner and Co. London 1869.

Sarkar, Sir Jadunath, *History of Aurangzeb*, in five vols Calcutta, 1912—24. vol I & II, 2nd edn 1925, vol III 3rd end 1928, vol IV, vol V 1924.

———, *Shivaji and his times*, Callcutta 1919.

———, ( edited by- ), *History of Bengal*, vol II University of Dacca, 1948.

———, (translated into English by— ), *Bengal Nawabs* containing Azad al Hussaini's *Naubahar-i-Murshid Quli Khan*, Karam Ali's *Muzaffarnamah* and Yusuf 'Ali's *Ahwal-i-Muhaba't Jang*, Asiatic Society, Callcutta 1952.

Sen, Dinesh Chandra, *History of Bengali Literature.*

Smith, V. A., *Oxford History of India* Oxford, at the Clarendon Press, London, 2nd edn, Impression of 1928.

———, *Akbar the Great Mogul*,

Tabatabai, Seid-Gholam-Hussein-Khan, *Seir Mutaqherin* or, view of modern times, being a History of India, 1118-1194 Hedjrah (i.e.A.D. 1706—1783), translated by 'Nota Manus' (M. Raymond, 2nd edn 1902 in four Vols ), reprint, Calcutta, n.d.

Tod, Lieut. Col. James, *Annals and Antiquities of Rajasthan*, or the central and western Rajput states of India, edited with an Introduction and Notes by crooke, William in 3 Vols, Humphrey Millard, Oxford University Press, Edinburgh, 1902.

Trotter L.J., *History of India*, Society for Promoting Chrishtian Knowledge, London, n.d.

## ৬॥ সাময়িক পত্র-পত্রিকা

আল এসলাম, অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩২৩, ভাদ্র ১৩২৪, বৈশাখ, শ্রাবণ ১৩২৫

সাহিত্য, চতুর্থ বর্ষ, ১৩০০, বৈশাখ ১৩১৮

সাহিত্য পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বর্ষা ১৩৬৮

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলিকাতা, ত্রিচত্বারিংশ ভাগ, ১৩৪৩

*Calcutta Review*, Vol I.

*Modern Review*, 1907

*Proceedings of the Pakistan Historical conference ( Third Session )* Dacca, Karachi, Pakistan Historical Society, 1955.